নুসুস সিরিজ-০১

শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল

সালাত

নবীজির শেষ আদেশ

যারা সালাত আদায় করেন না, তারা নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করুন—কে উত্তম? আমি নাকি শয়তান? আপনারা জানেন, ইবলিশ অত্যন্ত ইবাদাতগুজার একজন ছিল। আল্লাহ যখন ফেরেশতাদেরকে আদমের প্রতি সাজদাবনত হতে আদেশ দিলেন, ইবলিশ তা প্রত্যাখ্যান করে বসল। কেবল একটি সাজদা করতে অস্বীকৃতি জানানোর কারণে ইবলিশ হয়ে গেল সবচাইতে নিকৃষ্ট সৃষ্টি।

৫ ওয়াক্ত মিলিয়ে ১৭ রাকাত সালাতে সর্বমোট ৩৪টি সাজদা। কাজেই যে ব্যক্তি একদিন সালাত ছেড়ে দেয়, সে চৌত্রিশটি সাজদা ছেড়ে দেয়। ইবলিস কেবল একটি সাজদার আদেশই অমান্য করেছিল। একটিমাত্র সাজদার আদেশ অমান্য করে বিতাড়িত শয়তানে পরিণত হয়েছিল সে। আর যে ব্যক্তি সালাত আদায় করে না, সে দৈনিক ৩৪টি সাজদার বিধানকে অবজ্ঞা করে। তা হলে বলুন, কে নিকৃষ্ট? যে দিনে ৩৪ বার সাজদা ছেড়ে দেয়, ওই ব্যক্তি? নাকি যে একবার ছেড়ে দেয়, সে?

সালাত

নবীজির শেষ আদেশ

লেখক

শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল

অনুবাদ

শাফায়েত উল্লাহ

সম্পাদনা

আব্দুল্লাহ্ আল হাসান

সালাত : নবীজির শেষ আদেশ

facebook.com/ nusus-publication

ISBN : 978-984-8041-93-24

প্রকাশক : নুসুস পাবলিকেশন

অনলাইন পরিবেশক : রকমারি, ওয়াফিলাইফ, বইবাজার.কম, নিয়ামাহ বুকশপ

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য : ১৪০ টাকা

পরিবেশক
দারুন নাহদা
৩৪, মাদরাসা মার্কেট, ২য় তলা, বাংলাবাজার
০১৭৩৯ ১৫২১৯৭

মাকতাবাতুন নুর
ইসলামি টাওয়ার ২য় তলা, বাংলাবাজার

সূচিপত্র

ভূমিকা

আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হলো সালাত। এ আলোচনা প্রথমত তাদের জন্য, যারা সালাত আদায় করে না। কেউ মুসলিম হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছে, তার পিতা-মাতা মুসলিম, এখন তার বয়স পনেরো, ষোলো, সতেরো, ত্রিশ, পঞ্চাশ কিংবা ষাট হয়েছে; অথচ সে সালাত আদায় করে না—যার অবস্থা এমন, এ আলোচনা সবার আগে তার জন্য। একইসাথে, যারা সালাত আদায় করে এ আলোচনা তাদের জন্যও। কাজেই, 'আমি তো সালাত আদায় করি, তাই আমার এ আলোচনা শোনার কোনো প্রয়োজন নেই', এমনটা ভাববেন না। বরং যারা সালাত আদায় করে না, তাদের মতোই আপনার জন্যও এ কথাগুলো শোনা জরুরি।

কেন?

কারণ আজ আমরা এমন এক সময়ে বসবাস করছি, যখন অধিকাংশ মানুষ সালাত আদায় করে না। সালাত না আদায় করা আজ নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। সালাত আদায় করা যেন আজ ব্যতিক্রম একটা ব্যাপার। অথচ অতীতে যারা সালাত আদায় করত না, তারা ছিল ব্যতিক্রমী। যেহেতু সালাত আদায় করাটাই আজ দুর্লভ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই সালাত আদায়কারীরাও আমার কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনবেন, যাতে যারা সালাত আদায় করে না তাদের কাছে আপনারা এ কথাগুলো পৌঁছে দিতে পারেন। আপনার আশেপাশের যেসব মানুষ সালাত আদায় করে না, বিশেষ করে যাদের মুসলিম গণ্য করা হয়, এ বার্তা তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া আপনার দায়িত্ব।

আজ পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে, আপনি নিজেকে মুসলিম হিসেবে ঘোষণা দিলেই আপনাকে মুসলিম বলে গণ্য করা হবে। আপনি সালাত আদায় করেন কি না, সেদিকে ভ্রুক্ষেপও করা হবে না। যারা সালাত আদায় করে না, তাদেরকে

জাহান্নামের আগুন থেকে হেফাজত করা এবং নিরাপদ রাখার চেষ্টা করা আপনার দায়িত্ব। তাই আমার এ কথাগুলো ভালো করে শুনুন।

আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমের সূরা ত্বহা'য় বলেছেন,

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ

"আপনি আপনার পরিবারের লোকদেরকে সালাতের আদেশ দিন এবং নিজেও এর ওপর অবিচল থাকুন। আমি আপনার কাছে কোনো রিজিক চাই না। আমি আপনাকে রিজিক দিই, আর আল্লাহভীতির পরিণাম শুভ।"[১]

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা বলেছেন সালাত আদায়ের আদেশ দিতে এবং এর ওপর অবিচল থাকতে। এ আয়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, তবে এটি আমাদের সকলের জন্য প্রযোজ্য। এ ছাড়াও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ

"তোমাদের সন্তানদেরকে ৭ বছর বয়সে সালাত আদায় করতে আদেশ দাও এবং ১০ বছরে পৌঁছলে (যদি তারা সালাত আদায় না করে) তাদেরকে সালাতের জন্য প্রহার করো।"[২]

হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে মুসনাদে আহমাদ-এ। এটি সম্ভবত একমাত্র হাদীস যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো কিছুর জন্য সরাসরি বাচ্চাদের প্রহার করার কথা বলেছেন। কোনো ব্যক্তি বা কাজের ওপর আপনি দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে থাকলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার সামনে আপনাকে সেই দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। আপনাকে কিয়ামতের দিন প্রশ্ন করা হবে, কেন আপনার সন্তান সালাত আদায় করেনি? আপনি তখন বলতে পারবেন না, 'আমার সন্তান সালাত আদায় করতে চায়নি, তাই আমি জোর করিনি'। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

كُلُّكُم رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ.... وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ

[১] সূরা ত্ব-হা, ১৩২ : ২০
[২] আবু দাউদ, আস-সুনান : ৪৯৫

"তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং সেই দায়িত্ব সম্পর্কে প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসিত হবে... আর পুরুষ তার পরিবার ও সংসারের দায়িত্বপ্রাপ্ত।"[৩]

মসজিদের ইমাম মুসল্লিদের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। পরিবারের কর্তা পরিবারের সদস্যদের ওপর দায়িত্বপ্রাপ্ত। আপনার চেনা কিছু মানুষ সালাত আদায় করে না, আপনি জানেন এ ব্যাপারটি কতটুকু গুরুতর এমন ক্ষেত্রে তাদের কাছে সালাতের গুরুত্ব সম্পর্কে এ কথাগুলো পৌঁছে দেওয়া আপনার দায়িত্ব।

বিস্ময়কর এই হাদীসটি শুনুন :

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ، وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

"আল্লাহ যদি কোনো বান্দাকে কিছু মানুষের দায়িত্ব দেন আর সেই দায়িত্বশীল তার অধীনস্থদের (তাদের হক থেকে) বঞ্চিত রেখেই মৃত্যুর নির্ধারিত দিনে মারা যায়, তবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন।"[৪]

এমন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ জান্নাতকে হারাম করে দেবেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত লোকদের প্রতারণা বলতে এখানে কী বোঝানো হচ্ছে? আপনার পরিচিত কেউ অথবা আপনার বাড়ির কোনো মানুষকে যদি আপনি আন্তরিকভাবে ইসলামের হুকুমগুলোর ব্যাপারে নসীহা না করেন, তা হলে সেটাই তাদের সাথে প্রতারণা করা। যে নারীর স্বামী সালাত আদায় করে না, তার দায়িত্ব স্বামীকে নসীহা করা। এমন স্বামীকে বলতে হবে, আল্লাহকে ভয় করুন এবং সালাত আদায় করুন। যদি সে এই অবস্থাতেই চলতে থাকে এবং সংশোধনের কোনো ইচ্ছা তার মধ্যে দেখা না যায়, তবে তাকে পরিত্যাগ করতে হবে।

স্বামীও একই কাজ করবে। স্ত্রী সালাত আদায় না করলে স্বামীর করণীয় কী, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা আছে। প্রথমে তাকে সালাতের দিকে আহ্বান করতে হবে। তারপর চাপ প্রয়োগ করতে হবে এবং আদেশ করতে হবে। এরপরও যদি সে অস্বীকার করে, তবে তাকে তালাক দিতে হবে। এটা হলো ইসলামের নির্ধারিত সীমানা। এটা ইসলামের আদেশ। সালাত আদায় করে না, এমন কারও সাথে থাকার কোনো সুযোগ নেই। কৈশোরে-পদার্পণ-করা-সন্তান সালাত আদায় করছে

[৩] বুখারী, আস-সহীহ : ৭১৩৮
[৪] মুসলিম, আস-সহীহ : ১৪২

না, এমন হতে দেওয়া যাবে না।

তাই, যারা সালাত আদায় করে না তাদের মতোই সালাত আদায়কারীদের জন্যও এ কথাগুলো অতি গুরুত্বপূর্ণ। আমি আবারও বলি, আজ আমাদের প্রত্যেকেরই চারপাশে এমন মানুষ আছে, যারা সালাত আদায় করে না। অধিকাংশ লোকই, আমি বলব সম্ভবত ৯৯ % লোকই দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে না।

যদি কুরআন-হাদীসের দলিল-সহ সালাতের ব্যাপারে এই কথাগুলো অন্যের কাছে পৌঁছনো কারও জন্য কঠিন হয়ে যায়, যদি কেউ মানুষের সামনে সঠিকভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করতে না পারে, তা হলে এই বিষয়ের ওপর পছন্দমতো একটি লেকচার রেকর্ড করে সিডি, পেনড্রাইভ ইত্যাদির মাধ্যমে অন্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ আছে। কেন এমন করা দরকার? কারণ, আপনার দাওয়াতের কারণে কেউ সালাত আদায় করলে, প্রতিদিন সে যত রাকআত সালাত আদায় করতে থাকবে, আপনিও এর আজর (প্রতিফল) পাবেন। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا

"যে-কেউ সৎ পথ দেখিয়ে দেয়, সে তার দেখিয়ে-দেওয়া সৎকর্মকারী ব্যক্তির সমপরিমাণ সওয়াব পাবে, একটুও কম নয়।"[৫]

আপনার দাওয়াতের কারণে সে সালাত আদায় করলে আপনি তার সমপরিমাণ সওয়াব পাবেন। একটুও কম না। ধরুন, আপনি এই আলোচনার মতো কোনো একটি আলোচনা নিয়ে সিডি বানালেন এবং এমন কাউকে দিলেন, যে সালাত আদায় করে না। তারপর সে সালাত আদায় করতে শুরু করল। আপনার মাধ্যমে এই আলোচনা শোনার পর তার আদায়-করা প্রত্যেকটি সালাতের জন্য আপনি সওয়াব পাবেন। মনে করুন, আপনি এরকম দশজন অথবা ৫জনকে বা ২জনকে পেলেন যারা আপনার দাওয়াতের কারণে সালাত আদায় করা শুরু করল। এটি প্রায় জান্নাতের একটি টিকেটের মতো! আপনি নেকি পাচ্ছেন কিন্তু এর জন্য আপনাকে কোনো ঘাম ঝরাতে হচ্ছে না, টাকা খরচ করতে হচ্ছে না; অটোম্যাটিক সেটা যুক্ত হয়ে যাচ্ছে আপনার আমলনামায়। এখন ভাবুন, যদি ওই ব্যক্তি গিয়ে অন্যান্য মানুষকে সালাতের দিকে আহ্বান করে, তা হলে আপনি সেটারও সমপরিমাণ আজর (প্রতিদান) পাবেন। যদি তার সন্তানসন্ততি থাকে এবং তাদের সবাই সালাত

[৫] মুসলিম, আস-সহীহ : ১৮৯৩

আদায় করতে শুরু করে, তবে আপনি তাদের সবার সমান প্রতিদান পাবেন। এই সব সওয়াব আপনি পাবেন কেবল সালাতের দাওয়াত দেওয়ার কারণে। এ কারণেই এ আলোচনা যারা সালাত আদায় করে না এবং যারা সালাত আদায় করে, দু-দলের জন্যই। আমাদের আজকের আলোচনা ছয়টি পয়েন্টকে কেন্দ্র করে।

প্রথম পয়েন্ট হলো, সালাতের উপকার, পুরস্কার এবং গুরুত্ব। ইসলামে একে আমরা *তারগীব* বলে থাকি।

তারগীব হলো কোনো ভালো কাজে উৎসাহিত করার জন্য উত্তম উপায়ে কিছু বলা বা করা। এই আলোচনার আরেকটি অংশ আছে যা তারগীবের বিপরীত, তা হলো ভালো কাজে উৎসাহিত করা ভয় দেখানোর মাধ্যমে। অর্থাৎ তারহীব। তারগীব এবং তারহীব হলো পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি এবং পরিণতির ভয়। ধরুন বাবা তার ছেলেকে বলল, যদি তুমি তোমার পড়ার টেবিল পরিষ্কার করো তা হলে ৫০ টাকা পাবে। তারপর বলল, আর টেবিল না পরিষ্কার করলে মার খাবে। এখানে প্রথমটি *তারগীব*, আর পরেরটি *তারহীব*। ইসলাম হলো দু-ডানায় ভর করে আকাশে-ওড়া পাখির মতো। ইসলামে আমাদের তারগীব এবং তারহীব এর মাঝে সামঞ্জস্য করতে হবে।

তো, আমাদের আলোচনা শুরু হবে তারগীব দিয়ে। অর্থাৎ সালাতের উপকারিতা, গুরুত্ব, কল্যাণ এবং সালাত আদায়কারীদেরকে দেওয়া প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে আলোচনা দিয়ে। দ্বিতীয় পয়েন্ট হলো, যথাসময়ে সালাত আদায় করা। এ বিষয়ে আমরা অতটা বিস্তারিত আলোচনায় যাব না, কেননা আমাদের এ আলোচনার উদ্দেশ্য হলো যারা সালাত আদায় করে না, তাদের সালাতের দিকে নিয়ে আসা। যথাসময়ে সালাত আদায় করার বিষয়টি আলাদাভাবে সম্পূর্ণ একটি আলোচনার দাবি রাখে। তৃতীয় যে পয়েন্টটি নিয়ে আমরা আলোচনা করব তা হলো সালাত আদায়ের ব্যাপারে তারহীব। চতুর্থ বিষয়টি হলো, সালাতের ব্যাপারে সালফে সালেহীনের মন্তব্য, তাঁদের চিন্তা। পঞ্চম পয়েন্টটি হলো, সালফে সালেহীন কীভাবে সালাতকে দেখতেন, সালাতকে তাঁরা কতটা গুরুত্ব ও মর্যাদা দিতেন, তা নিয়ে আলোচনা। সালাত তাঁদের জীবনে কতটা অপরিহার্য অংশ ছিল এবং কীভাবে তাঁরা কখনও সালাত আদায়ে বিলম্ব করেননি। ষষ্ঠ এবং সর্বশেষ পয়েন্টটি হলো, কেন আপনারা সালাত আদায় করেন না।

চলুন, তা হলে প্রথম পয়েন্টটি দিয়ে শুরু করা যাক—তারগীব।

এক : তারগীব (সালাতের উপকার, পুরস্কার এবং গুরুত্ব)

সালাতের গুরুত্ব

আপনারা কি জানেন, সালাত কতটা গুরুত্বপূর্ণ? তা হলে শুনুন, সালাতের গুরুত্ব কেমন। ইসলাম গ্রহণ করার পর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা। একজন মুসলিমের জন্য সালাত আদায়ের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু নেই। যে তার সালাতকে হেফাজত করল, সে নিজের দ্বীনকে হেফাজত করল। যে সালাতকে অবহেলা করল, সে নিজের দ্বীনকেই অবহেলা করল। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ

“সবকিছুর মূল হলো ইসলাম এবং সালাত হলো তার স্তম্ভ (খুঁটি)।”[৬]

এমন একটি তাঁবুর কথা চিন্তা করুন, যার মাঝখানে কোনো খুঁটি নেই। কোনো তাঁবুর মাঝখানের খুঁটিটি সরিয়ে নেওয়া হলে সেটি ভূপাতিত হবে। তাঁবুটির আর কোনো মূল্য থাকবে না। চিন্তা করুন, মাঝখানের খুঁটি ছাড়া আপনি কি তাবুটি উঠাতে পারবেন? যে নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করে, তার জন্য সালাত এই খুঁটির মতো।

আল্লাহর ইবাদত করার জন্য মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে, পাঠানো হয়েছে এ পৃথিবীতে। আল্লাহর ইবাদত করার সহজ মাধ্যম হলো সালাত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন-জাতি সৃষ্টি করেছি।”[৭]

মহান আল্লাহর ইবাদত করার জন্য দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের চেয়ে সরল ও সহজ অন্য কোনো পথ নেই। আমরা সবাই ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের কথা জানি — কালেমা, সালাত, সাওম, যাকাত এবং হাজ্জ। একটি নির্মাণাধীন বাড়ির কথা চিন্তা

[৬] তিরমিযি, আস-সুনান : ২৬১৬
[৭] সূরা আয-যারিয়াত, ৫১ : ৫৬

করুন। বাড়ি নির্মাণের প্রাথমিক পর্যায়ে শুধু বাড়ির কাঠামোটুকু থাকে। নির্মাণাধীন বাড়িকে সুন্দর, পরিপাটি রূপ দিতে হলে বাড়তি কিছু কাজ করতে হয়। যেমন : দেয়াল তুলতে হয়, রঙ করতে হয়, টাইলস বা কার্পেট দিতে হয়, ইলেকট্রিক ও পানির লাইন দিতে হয়, প্লাস্টিং, লাইট ফ্যান, আসবাবপত্র, যোগ করতে হয় এমন নানা জিনিস। ঠিক তেমনিভাবে কেবল ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ পালন করা হলো নির্মাণাধীন বাড়ির মতো। যদি আপনি ভালো মুসলিম হতে চান, তা হলে আপনাকে বাড়তি কিছু কাজ করতে হবে।

আপনারা কি জানতে চান, সালাত কতটা প্রয়োজনীয়? দেখুন, সালাত ছাড়া ইসলামের সব বিধান আল্লাহর পক্ষ থেকে মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর নাযিল হয়েছে জিবরীল আলাইহিস সালাম-এর মাধ্যমে। কিন্তু সালাতের ক্ষেত্রে কী হয়েছে? সালাতের আদেশ দেওয়ার জন্য নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সাত আসমানের ওপর নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সালাতের আদেশ ওপর থেকে নেমে আসেনি, সালাতের আদেশের জন্য নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আসমানের ওপর উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে।

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় তাঁর বাড়িতে বিছানায় শুয়ে ছিলেন। এ সময় তাঁকে একটি ভ্রমণের জন্য জাগ্রত করা হয়। তাঁকে বুরাকের মাধ্যমে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় জেরুজালেমে। তারপর জেরুজালেম থেকে নিয়ে যাওয়া হয় সাত আসমানে। এ ঘটনাকে আমরা বলি আল-ইসরা ওয়াল মি’রাজ। জিবরীল আলাইহিস সালাম-এর সাথে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিটি আসমানে যান। জিবরীল আলাইহিস সালাম তাঁকে বিভিন্ন কিছু ঘুরিয়ে দেখান এবং পরিচয় করিয়ে দেন অন্যান্য নবী আলাইহিমুস সালামদের সাথে। তিনি জান্নাত ও জাহান্নামের অধিবাসীদেরও দেখেন। সবশেষে সপ্তম আসমানে জিবরীল আলাইহিস সালাম বলেন, আমাকে এখন ফিরে যেতে হবে। আমার সীমানা এতটুকুই। পরের ধাপটি অতিক্রম করতে পারবেন একমাত্র আপনিই। আপনিই কেবল এই সীমানা পেরিয়ে যেতে পারবেন!

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গেলেন এবং আল্লাহ তাআলা তখন সালাতের বিধান দিলেন। আল্লাহ তাআলা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বললেন, আপনাকে ৫০ ওয়াক্ত সালাত দেওয়া হলো। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আদেশ নিয়ে সপ্তম আসমান থেকে ষষ্ঠ আসমানে নেমে এলেন। সেখানে দেখা হলো মূসা আলাইহিস সালাম-এর সাথে। কী ঘটেছে জানার পর মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, আপনি ফিরে যান এবং আল্লাহ তাআলাকে অনুরোধ করেন

সালাতের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়ার জন্যে। লোকদের ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা আছে, আমি জানি তারা কেমন! তারা কোনোভাবেই ৫০ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে পারবে না। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরে গিয়ে আল্লাহর কাছে অনুরোধ করলেন। মহান আল্লাহ পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাতকে কমিয়ে চল্লিশ করলেন। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নেমে আসার পর মূসা আলাইহিস সালাম প্রশ্ন করলেন, কী হলো?

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন, আল্লাহ সালাতের সংখ্যা কমিয়ে চল্লিশ করে দিয়েছেন। মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, আপনি আবার ফিরে যান এবং এর সংখ্যা কমিয়ে দেওয়ার জন্য পুনরায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে অনুরোধ করুন। মূসা আলাইহিস সালাম কেন এই কথা বলছেন? কারণ এ ব্যাপারে তাঁর অভিজ্ঞতা আছে। তিনি দেখেছেন বনী ইসরাঈলের আচরণ। তাই তিনি বুঝতে পারছিলেন এ পরিমাণ সালাত আদায় করা মানুষের জন্য কঠিন হবে। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবারও ফিরে গেলেন। এবার চল্লিশ থেকে কমিয়ে ত্রিশ করা হলো। তারপর আবারও মূসা আলাইহিস সালাম-এর সাথে একই কথোপকথন হলো। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবারও ফিরে গেলেন। এভাবে ত্রিশ থেকে কমে বিশ, বিশ থেকে দশ হলো। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিবার নেমে আসার পর মূসা আলাইহিস সালাম-এর সাথে তিনি কথা বলতেন, আর মূসা আলাইহিস সালাম বলতেন ফিরে যান এবং আল্লাহকে বলুন আরও কমিয়ে দিতে। যখন সালাতের সংখ্যা কমিয়ে দশ ওয়াক্ত করা হলো তখনও মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, আপনি ফিরে যান এবং আল্লাহকে অনুরোধ করুন আরও কমিয়ে দিতে। মহান আল্লাহ দশ ওয়াক্ত থেকে কমিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত করলেন এবং বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত যার পুরস্কার পঞ্চাশ ওয়াক্তের সমান। তোমরা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে কিন্তু এর সওয়াব হবে পঞ্চাশের সমান।[৮]

এটাই চূড়ান্ত হয়। কিছু ধান্ধাবাজ লোক প্রশ্ন করতে পারে, আল্লাহ যদি জানতেনই পঞ্চাশ ওয়াক্ত থেকে কমিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত করা হবে, তা হলে কেন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বারবার আসা-যাওয়া করতে হলো?

এর উত্তর হলো যাতে করে আমরা সালাতের গুরুত্ব বুঝতে পারি। যাতে করে সালাতের জন্য ঘুম থেকে ওঠার সময় আপনি লাফ দিয়ে উঠেন। আল্লাহ চান তখন আপনি স্মরণ করুন যে, এই সালাত ৫০ ওয়াক্ত ছিল। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত মাত্র ২৫ মিনিটেই আদায় করা যায়, কিন্তু এ থেকে সওয়াব পাওয়া যায় পঞ্চাশ ওয়াক্তের।

[৮] বুখারী, আস-সহীহ : ৩১০৬

যদি আল্লাহ পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করাকেই ফরজ রাখতেন, তা হলে কী হতো চিন্তা করেছেন? আধা ঘণ্টা পর-পর আমাদের সালাত আদায় করতে হতো। চিন্তা করুন তখন আমাদের জীবন কেমন হতো। আল্লাহ চান এই জীবনটাই আপনি চিন্তা করুন। যখন আপনি চিন্তা করবেন প্রথমে পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাতের বিধান দেওয়া হয়েছিল, পরে তা কমিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত করা হয়েছে, এবং এর মাধ্যমে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সওয়াবই পাওয়া যাচ্ছে, তখন আপনি বুঝবেন আল্লাহ আমাদের প্রতি কত দয়াবান এবং কত সহজ।

সালাতের আদেশ দেওয়ার জন্য মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে উঠিয়ে নিয়েছেন সপ্তম আসমানের ওপরে। যখন সালাতের আদেশ দেওয়া হয়েছে, তখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মধ্যে কোনো মাধ্যম ছিল না। বুঝতে পারছেন সালাত কতটা মূল্যবান?

সালাতের মাধ্যমে সুখ এবং প্রশান্তি

আপনি কি জীবনে সুখী হতে চান? আপনি কি জীবনটাকে উপভোগ করতে চান? আপনি কি প্রশান্তির সুখী জীবন চান? আল্লাহর কসম! সালাতের মাধ্যমেই কেবল আপনি এই বিষয়গুলো অর্জন করতে পারবেন। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ

"সালাতে আমার চোখের শীতলতা রাখা আছে।"[৯]

তিনি বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলেছিলেন,

أَرِحْنَا بِهَا يَا بِلَالُ

"সালাতের মাধ্যমে আমাদেরকে শান্তি ও স্বস্তি দাও হে বিলাল।"[১০]

সালাত হলো শান্তি, স্বস্তি। এটিই আপনাকে শক্তি জোগাবে এগিয়ে যাবার। জীবনে টিকে থাকার জন্য প্রত্যেক মানুষকেই তার চেয়ে উত্তম, তার চেয়ে বড় কোনো কিছুকে খুঁজতে হয়। এই কারণেই বহু ঈমানহীন লোক তাদের দুনিয়ার জীবনে

[৯] নাসাঈ, আস-সুনান : ৩৯৩৯; আহমাদ, আল-মুসনাদ : ১৪০৬৯
[১০] আবু দাউদ, আস-সুনান : ৪৯৮৫

হতবিহ্বল হয়ে যায়, অথবা মাদকাসক্ত, মাতাল হয়ে যায় বা আত্মহত্যা করে। কেননা, অন্তরে স্রষ্টার ওপর বিশ্বাস হারিয়ে তারা অসহায় হয়ে পড়ে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর এ বিশ্বাস মানুষের ফিতরাতগত। ফিতরাতীভাবে কঠিন সময় মানুষ চায় তার মালিকের কাছে আশ্রয় নিতে, তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে। একটি শিশুর দিকে তাকান, সে কারও-না-কারও ওপর ভরসা করে (মা, বাবা, দাদা-দাদু ইত্যাদি) খুঁজে। একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিও এমন কাউকে খুঁজে যার ওপর ভরসা করা যায়, যার কাছে আশ্রয় নেওয়া যায়, সাহায্য চাওয়া যায়। মানবজীবনে এ ধরণের আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্র হলেন আল্লাহ তাআলা। আল্লাহকে ছাড়া আপনার জীবনকে উপভোগ করতে পারবেন না।

কেউ হয়তো বলতে পারে, জীবনে আরাম ও সুখ পাবার মানে কি আল্লাহ আমার সকল সমস্যা দূর করে দেবেন? সমস্যা জীবনের অংশ। মুসলিম কিংবা কাফির, সবার জীবনেই সমস্যা আছে। কিন্তু সমস্যা সত্ত্বেও জীবনে সুখ ও প্রশান্তি কীভাবে পাওয়া যায়, তা আমি জানিয়ে দিচ্ছি। আমাকে এমন কোনো মানুষ দেখান যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে এবং সঠিকভাবে, সময়মতো সালাত আদায় করে; ঠিক যেভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। আমাকে এমন একজন মানুষ দেখান আর তারপর তার সামনে সমগ্র পৃথিবীকে সমস্যা হিসেবে উপস্থাপন করুন। অফিসের সমস্যা, পরিবারের সমস্যা, সরকারি সমস্যা, অথবা এরকম আরও যত সমস্যা আছ, সব। দেখুন সে কীভাবে এসব সমস্যার মোকাবিলা করে।

এবার আমাকে এমন একজন লোক দিন, যে সালাত আদায় করে না। এই লোকের দামি গাড়িতে একটা আচড় পড়লেই সে ব্যতিব্যস্ত হয়ে যাবে। সামান্য সমস্যাই তাঁকে কুড়েকুড়ে খাবে। অন্যদিকে যে সালাত আদায় করে, দুনিয়ার সব সমস্যা নিয়েও সে হাসিমুখে থাকবে। আর যদি তার মুখে হাসি দেখতে নাও পান তা হলে জেনে রাখুন, এতসব সমস্যার পরও তার অন্তরে আছে প্রশান্তি ও স্বস্তি। আপনিও যদি এরকম চান তা হলে সময়মতো, সঠিকভাবে, ইখলাসের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করুন।

আল্লাহর সাথে কথোপকথন

যদি আমি আপনাকে বলতাম, আগামীকাল দেশের রাষ্ট্রপতির সাথে, অথবা অফিসের বসের সাথে অথবা আপনার প্রিয় নায়কের সাথে আপনার মিটিং, তা হলে আপনি কী করতেন? উত্তেজনায় আপনি হয়তো রাতে ঘুমোতেই পারতেন

না। নিজের সবচেয়ে ভালো পোশাকটা আপনি বের করে রাখতেন। মিটিঙের সময় কী বলবেন, সেটা নিয়ে চিন্তা করতেন বারবার।

এখন চিন্তা করুন, একজন রাজার সাথে দেখা করার সময় ব্যাপারটা কেমন হবে। কাল যদি আপনাকে প্রাসাদে নিয়ে গিয়ে কোনো রাজার সাথে সরাসরি দেখা করিয়ে দেওয়া হয়, সুযোগ করে দেওয়া হয় অন্তরঙ্গো কথা বলার, তা হলে কেমন লাগবে? জেনে রাখুন, যখন আপনি সালাত আদায় করছেন তখন আপনি কথা বলছেন রাজাধিরাজ, বাদশাহদের বাদশাহ আল্লাহ তাআলার সাথে।

সহীহ বুখারী এবং মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> "যখন তোমাদের কেউ সালাতে দাঁড়ায়, সে তার রবের সাথে কথা বলে।"[১১]

সালাতে আপনি আপনার রবের সাথে কথা বলেন। আর, যখন সালাত আদায় করেন না, তখন আপনি আল্লাহর সাথে কথা বলা থেকে বঞ্চিত হন। আপনার লজ্জা করা উচিত! কীভাবে আপনি সালাত থেকে দূরে থাকেন? আল্লাহ আপনাকে বলছেন, এটা হলো আমার সাথে তোমার সাক্ষাৎ করার সময়। ফজর। কিন্তু আপনি বললেন, ঠিক আছে আপনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছেন; তবে আমি তখন আসতে পারব না! কোনো রাষ্ট্রপতিকে কি আপনি এমন বলবেন? এটা কি আপনি আপনার বসকে বলবেন? আপনার বসকে আপনাকে একবার সময় দিল সকালে, আপনি বললেন, না আমি দেখা করতে পারব না। ঠিক আছে, তা হলে ১টার (যোহর) সময়? না, আমি তাও পারব না। তা হলে ৪টার (আসর) দিকে? না, আমি পারব না। ৬টার (মাগরিব) দিকে? না, তাও পারব না। তা হলে ৮টার (ঈশা) দিকে? বললাম তো, আমি পারব না।

আপনি কখনও নিজের বসকে এমন বলার কথা চিন্তা করতে পারেন? কিন্তু প্রতিদিন আপনি পাঁচবার করে আল্লাহকে এমন বলছেন। আপনি প্রতিদিন বলছেন, হে আল্লাহ! আমি আপনার সাথে দেখা করতে চাই না। দেখুন, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী বলছেন :

إِنَّ اللَّهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ إِلَى وَجْهِ عَبْدِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ

---

[১১] বুখারী, আস-সহীহ : ৪০৫, ৪১৭

যতক্ষণ-না বান্দা (সালাতে) অন্যমুখী হয়, আল্লাহ নিশ্চয় তাঁর চেহারাকে বান্দার চেহারা অভিমুখে রাখেন।[১২]

যখন সালাত আদায়ের জন্য আপনারা আল্লাহু আকবার বলেন। আল্লাহ তাঁর চেহারাকে আপনার চেহারা অভিমুখে রাখেন। তাঁর চেহারা আপনার চেহারার অভিমুখে, কীভাবে? যেভাবে আল্লাহর শান অনুযায়ী মানায়।

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

"কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। আর, তিনি সব শোনেন, সব দেখেন।"[১৩]

যখন আপনি সালাতে দাঁড়াচ্ছেন, আপনি দাঁড়িয়ে আছেন সরাসরি আল্লাহর সামনে। যেহেতু আপনি ডানে-বামে তাকাচ্ছেন না, তার মানে আপনি সরাসরি সোজা তাকিয়ে আছেন। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী বলেছেন? আপনার সামনে তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। চিন্তা করুন, এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এর চেয়ে দামি আর কোনো মিটিং, আর কোনো সাক্ষাৎ হতে পারে? এমন অবস্থায় আপনি আল্লাহ তাআলার সাথে আপনার কথোপকথন শুরু করবেন। আপনি বললেন :

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

"যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর তাআলার জন্য, যিনি জগৎসমূহের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্বশীল।"

আল্লাহ বলবেন : حَمِدَنِي عَبْدِي "আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে।"

আপনি বললেন : الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ "যিনি দয়াবান, পরম দয়ালু।"

আল্লাহ বলবেন : مَجَّدَنِي عَبْدِي "আমার বান্দা আমাকে মহিমান্বিত করেছে।"

আপনি বললেন : مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ "যিনি বিচার-দিবসের মালিক।"

আল্লাহ বলবেন : أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي "আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে।"

[১২] ইবনে রজব হাম্বলী, জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম: ১/১৩০
[১৩] সূরা আশ-শূরা, ৪২:১১

তখন আপনি বললেন :

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝ آمِينَ

"আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং আপনার কাছেই সাহায্য-প্রার্থনা করি। আমাদেরকে ভারসাম্যপূর্ণ পথ দেখান। সে-সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে আপনার নিয়ামত দান করেছেন। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি আপনার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।"

আল্লাহ আপনাকে বললেন :

هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ

"এটা আমার বান্দার জন্য এবং আমার বান্দা আরও যা যা চায় (তা তাকে দেওয়া হবে)।"[১৪]

আল্লাহর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আপনি কীভাবে থাকবেন? দৈনিক পাঁচবার আল্লাহ তাআলা আপনাকে ডাকেন সালাত আদায়ের জন্য, আর আপনি মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ প্রত্যাখ্যান করেন?

সালাত খারাপ কাজ থেকে দূরে রাখে

গোনাহমুক্ত, বিশুদ্ধ জীবন চাইলে, আপনাকে সালাত আঁকড়ে ধরতে হবে। অনেক চেষ্টার পরও আপনি কোনো গোনাহ ছাড়তে পারছেন না, এমন অবস্থায় সালাতের অনুগামী হোন। আল্লাহর দিকে ফিরে আসুন। কেননা আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

....وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ....

"এবং সালাত কায়েম করুন। নিশ্চয় সালাত অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ।"[১৫]

গোনাহ থেকে বিরত থাকার রাস্তা হলো সালাত। এই কথা বলবেন না যে, আমি চার বা পাঁচবার সালাত আদায় করেছি, কিংবা দুই-এক দিন সালাত আদায় করেছি,

[১৪] আহমাদ, আল-মুসনাদ : ৭৮৩৬
[১৫] সূরা আল-আনকাবুত, ২৯ : ৪৫

অথচ পাপকাজ থেকে দূরে সরে থাকতে পারিনি! নিজেকে সালাতে নিমগ্ন রাখতে হবে। সালাতকে আঁকড়ে রাখতে হবে, লেগে থাকতে হবে। আল্লাহর কসম! এই সালাত আপনাকে পাপ কাজ থেকে হেফাজত করতে থাকবে। আলোচনার পরের অংশে আমরা এ বিষয়ে আরও আলোকপাত করার চেষ্টা করব।

সালাত পাপমোচনকারী

ভেবে দেখুন আমরা আল্লাহর জন্য সালাত আদায় করি, আবার সেই সালাত আমাদের পাপ মোচন করে! আল্লাহ সালাতের বিধান দিয়ে ব্যাপারটা অতটুকু পর্যন্ত রাখতে পারতেন। আমরা সালাত আদায় করতাম, এতে করে আমাদের ফরজ পালন হতো, ব্যস। যদি এমন হতো, তা হলেও কি আমাদের অভিযোগ করার কোনো জায়গা থাকত? কেউ কি বলতে পারত, আল্লাহ আমাদের ওপর কঠিন বিধান চাপিয়ে দিয়েছেন? না, কেউ বলতে পারত না। কিন্তু দেখুন আমাদের রব কত মহান, কত দয়ালু। তিনি আমাদের সালাতের বিধান দিয়েছেন আবার সেই সালাতকে আমাদের পাপ-মুক্তির উপায়ও বানিয়ে দিয়েছেন। এই সালাতের কারণে এক সালাত থেকে অপর সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে সংঘটিত সগীরা গোনাহগুলো তিনি ক্ষমা করে দিচ্ছেন।

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কীভাবে সালাতের উদাহরণ দিয়েছেন দেখুন। মনে করুন, আপনার বাড়ির সামনেই একটি নদী আছে। আর আপনি দৈনিক পাঁচবার নদীতে গোসল করেন। তা হলে আপনার শরীরে কি কোনো ময়লা থাকবে? ঠিক এ প্রশ্নটা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম-দের করলেন। সাহাবায়ে কেরাম জবাব দিলেন, না, সামান্য পরিমাণ ময়লাও থাকবে না। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত সালাতও এমনই। এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ গোনাহসমূহ মুছে দেন।[১৬]

সালাত হলো সমুদ্রের মতো, আর আপনার গোনাহ হলো ময়লার মতো। আপনি সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লে যেভাবে পানি আপনার ময়লা পরিষ্কার করে, তেমনি সালাতও আপনার গোনাহসমূহ মোচন করে দেয়। কারণ আমাদের চারপাশের পরিবেশ গোনাহে পরিপূর্ণ।

আরেকটি হাদীস দেখুন। তখন ছিল শরৎ। আপনারা জানেন, শরৎকালে গাছের পাতাগুলো ঝরে পড়ে। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন একটি ডাল

[১৬] বুখারী, আস-সহীহ : ৫২৮

ধরলেন, যেটাতে প্রচুর পাতা আছে। তারপর ডালটি দিয়ে মাটিতে আঘাত করতে থাকলেন যতক্ষণ পর্যন্ত-না সবগুলো পাতা ঝরে যায়। তারপর তিনি প্রশ্ন করলেন, "তোমরা দেখেছ কীভাবে সব পাতা ঝরে গেল? ঠিক যেভাবে এই ডাল থেকে সব পাতা ঝরে গেল, তেমনিভাবেই পাঁচ ওয়াক্ত সালাত তোমাদের পাপগুলো ঝরিয়ে দেয়"।[১৭]

আরেকটি হাদীসে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ যখন সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে জাগ্রত হয়, গোনাহগুলো থাকে তার পিঠের ওপর। আর যখন সে আল্লাহর সামনে সিজদাবনত হয়, গোনাহগুলো ঝরে পড়তে থাকে। সালাতের ওঠানামার সাথে সাথে ঝরে যেতে থাকে গোনাহগুলো। এভাবে সালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত গোনাহগুলো ঝরে পড়তে থাকে এবং সালাত শেষ হবার পর আর কোনো গুনাহ-ই অবশিষ্ট থাকে না।

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এক জুমুআ থেকে আরেক জুমুআ এবং এক রমাদান থেকে আরেক রমাদান পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ের (সগীরা) গোনাহসমূহের কাফফারা, যদি-না কবীরা গোনাহ করা হয়।"[১৮] এখানে এমন মনে করা যাবে না যে, আমি আগামী রমাদান পর্যন্ত অপেক্ষা করি তারপর সালাত শুরু করব, আর আল্লাহ এ সময়ের মধ্যবর্তী গোনাহগুলো ক্ষমা করে দেবেন। সালাত আদায় না করা কুফর এই মতটি যদি আপনি গ্রহণ নাও করেন, তবুও সকলের মতেই সালাত আদায় না করাই কমসেকম কবীরা গোনাহ। কাজেই, এভাবে চিন্তা করা যাবে না। আপনি যে সালাত আদায় করছেন না, সেটাই তো কবীরা গোনাহ!

ভেবে দেখুন, সালাত আদায় করার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে এতকিছু দিলেন, অথচ আপনি এখনও সালাত আদায় করছেন না! পঞ্চাশ ওয়াক্ত থেকে কমিয়ে আল্লাহ সালাতকে পাঁচ ওয়াক্ত করে দিলেন, সালাতে রাখলেন স্বস্তি এবং শান্তি, আর তারপর তিনি আপনার গোনাহসমূহও মোচন করে দেওয়ার কথা বললেন; তবুও কি আপনি আল্লাহকে বলবেন যে, আমি সালাত আদায় করতে চাই না?

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করুন

আপনারা যারা সালাত আদায় করেন না, তাদের লজ্জা হওয়া উচিত। আমি এমন

[১৭] আহমাদ, আল-মুসনাদ : ২৩৭০৭
[১৮] মুসলিম, আস-সহীহ : ২৩৩

কোনো মুসলিম দেখিনি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনী পড়লে বা শুনলে যার অন্তর বিগলিত হয় না! একবার আমি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনী এবং তিনি কীভাবে ইন্তেকাল করেছিলেন তা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। আমার মনে পড়ে, লেকচারের সময় একজন ব্যক্তি কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। আর প্রত্যেক মুসলিমের অন্তরেই নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য এমন অনুভূতি কাজ করে। আপনারা কি জানেন, আমাদের কাছে ইসলামের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাঁকে (নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে) কী পরিমাণ কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে?

তাঁর ওপর অপবাদ দেওয়া হয়েছিল, আঘাত করা হয়েছিল তাঁর সম্মানে। তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী, জাদুকর বলেছিল। এমন এক দুষ্ট লোক যে কিনা মক্কা থেকে বের হয়ে আবার ফিরে আসে আর বলে যে, তাঁর কাছে কুরআন এসেছে। সালাত আদায়ের সময় কাফিররা উটের নাড়িভুঁড়ি চাপিয়ে দিয়েছিল তাঁর পিঠে। তারা তাঁকে শ্বাসরুদ্ধ করতে চেয়েছিল কা'বার পাশে। একদিন যখন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'বার পাশে ছিলেন, উকবা তাঁর গলার পাশে চাদর জড়িয়ে তাঁকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যার চেষ্টা করেছিল। এত ত্যাগ, এত কষ্টের পর তিনি তাওহীদের বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন যাতে দুনিয়ায় আমরা সুন্দর জীবন নিয়ে বসবাস করতে পারি এবং পরে তাঁর সাথে মিলিত হতে পারি জান্নাতে। এই বার্তা পৌঁছে দেওয়ার কারণে তায়েফে তাঁর ওপর নিক্ষেপ করা হয়েছিল পাথর, এমনকি জুতোও! আপনার কাছে এই দ্বীন পৌঁছে দেওয়ার জন্য নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এত কষ্ট করেছেন। তারপরও, আপনি সালাত আদায় করেন না? আপনার কি কোনো লজ্জা হয় না?

একবার আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু দেখলেন মুশরিকরা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কা'বার সামনে গোল করে ঘিরে রেখেছে। চারদিক থেকে তারা তাঁকে ধাক্কা দিচ্ছে। অনেক সময় স্কুলের মাস্তান টাইপ ছেলেরা নিচু ক্লাসের ছেলেদের সাথে এমন করে। তারা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে মাঝখানে রেখে চারদিক থেকে তাঁকে ধাক্কা দিচ্ছিল। এমন সময় আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের ঠেলে মাঝখানে গিয়ে আক্রমণকারীদের দূরে সরালেন এবং বললেন : তোমরা কি এমন একজন মানুষকে হত্যা করতে চাচ্ছ যিনি বলেন, আমার রব আল্লাহ? তোমরা এমন একজনের সাথে এরূপ আচরণ করছ যিনি বলেন, আল্লাহ আমার রব?

এ-কথার পর মুশরিকরা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে মারা শুরু করল। এমনভাবে তাঁকে মারা হলো যে, আবু বকর জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। নবী সল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দিলেন। কেন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এত-সব প্রতিকূলতার মোকাবিলা করেছিলেন? কেন সহ্য করেছিলেন এত অত্যাচার? তিনি এসব কিছু সহ্য করেছিলেন যেন আপনারা তাওহীদের বার্তা শিখতে পারেন, সালাত শিখতে পারেন। অথচ আজ আপনি সেই সালাতকে তুচ্ছ করছেন? অবহেলা করছেন? আপনাদের একটুও কি লজ্জা হয় না?

দেখুন, আমি কেবল এতটুকু আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি যে, আজ যে বার্তা, যে মেসেজ আমাদের সামনে সাজানো-গোছানো অবস্থায় আছে, সেটি পৌঁছাতে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কী পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে।

আপনারা কি জানেন, শেষবারের মতো নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখন হেসেছিলেন? ইন্তেকালের আগে প্রায় ২ সপ্তাহ বা তারও কিছু বেশি সময় তিনি ছিলেন শয্যাশায়ী। তবে মৃত্যুর ঠিক আগে-আগে তিনি সুস্থতা বোধ করছিলেন। সাধারণত মৃত্যুক্ষণ আসার আগে-আগে একটা সময় আসে, যখন ব্যক্তি কিছুটা সুস্থতা অনুভব করে। এ সময় নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিগণকে দেখতে উঠলেন। তিনি তাঁর দরজা খুললেন। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ঘর ছিল মসজিদের সাথেই সংযুক্ত। ঘর থেকে উঠে তিনি মসজিদে গেলেন।

দেখলেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পেছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছে সবাই। এ দৃশ্য দেখে তিনি হাসলেন! এ সময় তিনি শেষবারের মতো হেসেছিলেন। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সর্বশেষ হাসি ছিল সালাত আদায়কারীদের দিকে তাকিয়ে। সাহাবি রাদিয়াল্লাহু আনহুম তাঁকে দেখে এমনই খুশি হয়েছিলেন যে, কেউ-কেউ সালাত ছেড়ে দিয়ে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুস্থ, তাঁকে ইমামতি করতে দিন। তাঁর মুখের হাসি দেখে অধিকাংশ সাহাবি মনে করলেন, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুস্থ হয়ে গেছেন। এটা ছিল ফজরের সালাতের সময়ের ঘটনা। এর কয়েক ঘণ্টা পরই তিনি ইন্তেকাল করেন। দিনটি ছিল সোমবার।

তাঁর মুখে হাসি ছিল, কেন? কারণ মুসলিমদেরকে যেভাবে সালাত আদায়ের শিক্ষা তিনি দিয়েছিলেন সেভাবে তাঁদের সালাত আদায় করতে দেখে তিনি খুশি হয়েছিলেন। আপনি কি চান না, কিয়ামতের দিন তিনি আপনাকে নিয়ে খুশি হোন? আপনি কি চান না, সাহাবিদের দেখে তিনি যেভাবে হেসেছিলেন সেভাবে আপনাকে দেখেও তিনি হাসুন? যদি আপনি এগুলো চান, তা হলে আপনাকে

সালাত আদায় করতে হবে।

আরও শুনুন। আপনারা কি জানেন, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সর্বশেষ কথা কী ছিল? আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ যে কথাটি বলেছিলেন তা হলো,

الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ

'সালাত, সালাত।'"

হাদীসটির বর্ণনাকারী আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এটা বলছিলেন মৃত্যু-যন্ত্রণার ফলে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'সালাত সালাত' (শব্দগুলো) সুস্পষ্টভাবে বলতে পারছিলেন না।

যখন ২৩ বছর যাবৎ আপনাকে শিক্ষাপ্রদান-করতে-থাকা-মানুষটি মৃত্যুশয্যায় সর্বশেষ যে কথাটি বলেন তা হলো 'সালাত', তখন এর অর্থ কী দাঁড়ায়? এর অর্থ হলো, এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আপনার পিতা-মাতার মৃত্যুশয্যায় শেষ যে নির্দেশটি আপনাকে দেবেন, আপনি সেটাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধরে নেবেন, তাই না? একজন মানুষ পৃথিবী ছেড়ে যাবার সময়, মৃত্যুর সময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়েই কথা বলবে। তা হলে চিন্তা করুন, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ কোন কথাটি বলেছেন এবং সেটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভারী কণ্ঠে বলেছেন,

الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ

"সালাত, সালাত।"

আপনি কি আল্লাহর জিম্মায় থাকতে চান?

আল্লাহর-পক্ষ-থেকে-পাওয়া নিরাপত্তা আমাদের জন্য অপরিহার্য। আপনি যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা প্রত্যাশা করেন, আপনি যদি চান যে আল্লাহ আপনাকে হেফাজত করুন, তা হলে আপনাকে অবশ্যই সালাত আদায় করতে হবে। কারণ নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَن صلّى الصُّبحَ فى جماعةٍ فَهوَ فى ذمَّةِ اللَّهِ

"যে-কেউ জামাতে ফজরের সালাত আদায় করে, সে আল্লাহর তত্ত্বাবধানে থাকে।"[১৯]

এমন আরও অনেক হাদীস আছে, সময় স্বল্পতার কারণে সেগুলো এখন আমি উল্লেখ করতে চাচ্ছি না। সালাত আদায় করার সময় আপনি আল্লাহর হেফাজতে থাকবেন। আপনার কি আল্লাহর হেফাজতে থাকার প্রয়োজন নেই? আপনার কি আল্লাহর তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন নেই? যদি প্রয়োজন হয়, তবে আপনাকে সালাত আদায় করা শুরু করতে হবে।

আপনি কি চান ফেরেশতাগণ আপনার সম্পর্কে ভালো বলুক?

আপনাদের মধ্য থেকে কেউ যদি কোনো ভাই বা বোনের কাছে গিয়ে বলেন, 'আমরা অমুক ভাই বা বোনের বাসায় গিয়েছিলাম, তিনি আপনার অনেক প্রশংসা করলেন', তখন তার অনুভূতি কী হবে? উৎসাহ-ভরে তিনি জানতে চাইবেন, তার ব্যাপারে কী কী বলা হয়েছে। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জানতে চাইবেন। মানুষ যখন আমাদের নিয়ে ভালো কথা বলে, আমাদের প্রশংসা করে তখন আমরা আনন্দিত হই। আপনি কি চান আল্লাহ ও ফেরেশতাগণ আপনাকে নিয়ে কথা বলুন?

যদি আপনি চান, আল্লাহ এবং ফেরেশতাগণ আপনার সম্পর্কে ভালো কথা বলুক, তবে সালাত আদায় করুন। কেননা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ফজর ও আসরের সময় ফেরেশতাগণ আল্লাহর কাছে যান এবং তখন আল্লাহ তাআলা তাঁদের জিজ্ঞাসা করেন, আমার বান্দাকে তোমরা কোন অবস্থায় রেখে এসেছ? আল্লাহ এবং ফেরেশতাগণের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে বান্দাকে নিয়ে। তাঁর বান্দারা কী করছে, কী অবস্থায় আছে, আল্লাহ ভালো করেই জানেন। আল্লাহ দেখছেন। কিন্তু এই আলোচনা আমরা যারা সালাত আদায় করি তাদের জন্য সম্মান ও মর্যাদা, আর যারা সালাত আদায় করে না তাদের দুর্দশার একটি রূপ।

মহান আল্লাহ প্রশ্ন করবেন; ফেরেশতাগণ জবাবে বলবেন, হে আল্লাহ! আমরা তাকে আসরের সালাত আদায়রত অবস্থায় রেখে এসেছি। আমরা তাকে ফজরের সালাত আদায় করা অবস্থায় রেখে এসেছি। সালাত আদায়কারীদের নিয়ে কারা কথা বলবে? কারা প্রশংসা করবে? আমাদের চারপাশের সাধারণ কিছু মানুষ? আমাদের বন্ধুবান্ধব? আত্মীয়স্বজন? না। বরং ফেরেশতাগণ এবং মহামহিম আল্লাহ

[১৯] মুনযিরি, আত-তারগীব : ১/২১৯

তাআলা!

এখন ধরুন, আপনি ফজর এবং আসরের সময় ঘুমাচ্ছিলেন! তখন আপনার ব্যাপারে কী বলা হবে? ফেরেশতারা বলবেন, হে আল্লাহ! সে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছিল! হে আল্লাহ! সে একটি ক্লাবে ছিল! হে আল্লাহ! সে গল্প-গুজব এবং গীবত করছিল। আপনার সম্পর্কে কী আলোচনা হবে তা আপনাকেই ঠিক করতে হবে!

সালাত জীবনকে পরিবর্তন করে

আপনি কি আপনার জীবনকে সুশৃঙ্খল করতে চান? আপনি কি চান আপনার জীবনকে আর উন্নত, আর কল্যাণময় করতে? আপনি কি জীবনে আরও শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা চান? সালাতের মাঝে আপনি পাবেন এ সবকিছুই। সালাত মানুষের জীবনে আনে কল্যাণময় পরিবর্তন। আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আনে সালাত। আল্লাহর নবী শুয়াইব আলাইহিস সালাম-এর কওম যখন দেখল, তিনি তাওহীদের দিকে আহ্বান করছেন এবং তাঁর মধ্যে কল্যাণময় পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে, তখন তারা বলেছিল :

... يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ ....

"হে শুয়াইব! আপনার সালাত কি আপনাকে এ আদেশ দেয় যে, আমরা ওইসব উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব আমাদের বাপ-দাদারা যাদের উপাসনা করত? অথবা আমাদের ধন-সম্পদে ইচ্ছামতো যা-কিছু করে থাকি, তা ছেড়ে দেবো?"[২০]

শুয়াইব! এই সালাতই কি আপনাকে বদলে দিল?

তারা তাঁর মাঝে একটি পরিবর্তন দেখতে পেয়েছিল এবং এটাকে তারা সম্পৃক্ত করেছিল সালাতের সাথে। সালাত একজন মানুষের মাঝে ইতিবাচক পরিবর্তন আনে। আল্লাহর রাসূল ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর কথার দিকে মনোযোগ দিন, তিনি বলেছিলেন,

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ

[২০] সূরা হূদ, ১১ : ৮৭

"হে আমার রব! আমাকে সালাত কায়েমকারী করুন।"[২১]

হে আল্লাহ! আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা সালাত আদায়ে অবিচল।

ঈসা আলাইহিস সালাম শিশু অবস্থায় দোলনা থেকেই বলেছিলেন,

...وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ...

"আর আল্লাহ আমাকে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন।"[২২]

আপনি কি জান্নাত কামনা করেন?

আপনি কি জান্নাত চান? আমাদের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো জান্নাত, কেননা এ দুনিয়াতে আমাদের অবস্থান সাময়িক। একসময়-না-একসময় আমাদের সবাইকে মরতে হবে। যদি চিরকাল বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা থাকত, তা হলে আমি আপনাকে সালাত আদায় করতে বলতাম না। যদি আপনি চিরঞ্জীব হয়ে থাকেন, তা হলে আমার কথায় কান দেবার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই ইসলাম সম্পর্কে কোনো আলোচনা শোনারও। তবে আপনি যদি নিশ্চিতভাবে জেনে থাকেন যে, একদিন-না-একদিন আপনার রবের সামনে আপনাকে দাঁড়াতে হবে, তা হলে আপনাকে মনোযোগ দিয়ে এ কথাগুলো শুনতে হবে।

আমাদের চূড়ান্ত গন্তব্য কোথায়? হয় জান্নাত অথবা জাহান্নাম। আপনি কি জান্নাত চান?

দেখুন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী বলেছেন,

مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

"যে ব্যক্তি দুই ঠাণ্ডার সময়ের সালাত আদায় করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[২৩]

অধিকাংশ আলিমের মতে এ দুই সালাত হলো ফজর এবং ঈশা। কিছু আলিম বলেছেন যে, এ হাদীসে যে-দুই সালাতের কথা বলা হয়েছে তা হলো ফজর এবং

[২১] সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ৪০
[২২] সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৩১
[২৩] বুখারী, আস-সহীহ : ৫৭৪

আসর। তবে সঠিক মত হলো এ দুইটি সালাত হলো ফজর এবং ঈশা। অবশ্যই জান্নাতে ঢোকার জন্য আমাদের পাঁচ ওয়াক্ত সালাতই আদায় করতে হবে। তবে বিশেষত এ ফজর ও ঈশার কথা বলার কারণ হলো, এ দুটো ওয়াক্তের সালাত অনেক বেশি ছুটে যায়।

বিচারের দিন জাহান্নামের আগুনের ওপর থাকবে একটি ব্রিজ। এ ব্রিজের নাম আস-সীরাত। আস-সীরাত নামের এ ব্রিজটি চুলের চেয়েও সরু, তলোয়ারের চেয়েও ধারালো। এর নিচে থাকবে জাহান্নামের আগুন। যে আগুনের শিখা তিন হাজার বছর ধরে সাদা থেকে লাল, আর তারপর লাল থেকে কালো হয়েছে। যে আগুনে একটি পাথর ছুড়ে দেওয়ার পর তা জাহান্নামের তলদেশে পৌঁছাতে সময় লেগেছিল সত্তর হাজার বছর। এই আগুনের ওপর হলো আস-সীরাত। এর ডানে-বামে থাকবে কালালীব নামের থাবার মতো আঙটা, যা সীরাত থেকে টেনে আপনাকে নিয়ে যাবে জাহান্নামের মধ্যে।

আমাদের প্রত্যেককে এই ব্রিজ পাড় হতে হবে। যদি আপনি ইসলামের ওপর দৃঢ় হন, আপনার ঈমান, আকীদা, আমল যদি ভালো হয়, তা হলে আপনি এ ব্রিজ পার হয়ে যাবেন বাতাস আর আলোর চেয়েও দ্রুতগতিতে। যদি আপনার ঈমান, আমল দুর্বল হয়, তা হলে আপনাকে পার হতে হবে হামাগুড়ি দিয়ে, বুকের ওপর ভর দিয়ে, নিজেকে টেনেহিঁচড়ে। এ ব্রিজে কোনো আলো থাকবে না। আলোর একমাত্র উৎস হবে আপনার আমল, আপনার সালাত। কেউ কেউ এ ব্রিজে উঠবে এক বিন্দু মিটিমিটি আলো নিয়ে। এ আলো জ্বলতে-নিভতে থাকবে। যখনই আলো নিভে যাবে, ব্রিজ থেকে জাহান্নামে পড়ে যাবার উপক্রম হবে। তখনই আবার আলো ফেরত আসবে। কেউ-কেউ এভাবেই পড়ে যাবে জাহান্নামের আগুনে, কেউ টিকে থাকবে অনেক কষ্টে। আপনি কি এই ব্রিজ পাড় হয়ে জান্নাতের আঙ্গিনায় পা রাখতে চান? জানেন, সাহাবায়ে কেরাম এবং আমাদের পূর্ববর্তী আলিমগণ কী বলতেন? তাঁরা বলতেন, এই সীরাত পাড় হয়ে জান্নাতের আঙ্গিনায় পা রাখার আগে আমরা বিশ্রাম নেব না। কারণ ব্রিজ পাড় হবার আগে কোনো নিশ্চয়তা নেই।

আপনি কি এই ব্রিজ পাড়ি দিতে চান? আপনি কি চান, আপনার আলো উজ্জ্বল-থেকে-উজ্জ্বলতর হোক? সেদিন ডিউরাসেল ব্যাটারির আলো থাকবে না। থাকবে না কোনো ফ্ল্যাশ লাইট কিংবা স্পট লাইট। সেদিন আলোর একমাত্র উৎস হবে আপনার সালাত।

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

بشّر المَشّائينِ فى الظُّلَمِ إلى المساجدِ بالنورِ التامِ يومَ القيامةِ

"কিয়ামত-দিবসে পূর্ণ আলোর সুসংবাদ দাও তাদের, যারা অন্ধকারে মসজিদ পানে হাঁটে।"[২৪]

বাইরে রাতের অন্ধকার। আপনি জেগে উঠলেন ফজরের সালাতের জন্য। অন্ধকারের মধ্য দিয়ে আপনি হাঁটতে শুরু করলেন মসজিদের উদ্দেশ্যে। যেহেতু দুনিয়াতে আপনি আল্লাহর জন্য অন্ধকারে হাঁটলেন, তাই বিচারের দিনে আল্লাহ আপনার জন্য অন্ধকারকে আলোতে পরিণত করে দেবেন। যাতে করে আপনি এই ব্রিজ পার হতে পারেন। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন,

مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَه نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"যে ব্যক্তি সালাতের হেফাজত করবে, কিয়ামতের দিন এটা তার জন্য নূর হবে, সাক্ষ্য এবং নাজাতের উসিলা হবে।"[২৫]

এটা হলো হাদীসটির প্রথম অংশ। আত-তারহীব নিয়ে আলোচনার সময় আমরা কথা বলব হাদীসের দ্বিতীয় অংশ নিয়ে। হাদীসটির প্রথম অংশ হলো : যদি আপনি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করেন, তা হলে সেটা আপনার জন্য বিচারের দিনে নূর হবে, যেন আপনি ব্রিজ (সীরাত) অতিক্রম করতে পারেন। কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন এবং বলবেন, তোমার সাক্ষ্য-প্রমাণ কী? তখন এই সালাত আপনার পক্ষে সাক্ষী হবে। যখন মানুষকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তখন আপনার সালাত আপনাকে রক্ষা করবে।

বিচারের দিন প্রথম প্রশ্ন করা হবে সালাত নিয়ে। যখন আপনি মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়াবেন তখন সর্বপ্রথম যে বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হবে, তা হলো সালাত। যদি এই প্রশ্নের উত্তর ইতিবাচক হয়, তবে পরবর্তী হিসেব ইতিবাচক হবে। আর যদি এটা নেতিবাচক হয়, পরবর্তী সবকিছু নেতিবাচক হবে। এটাই নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে শিখিয়েছেন।

[২৪] তিরমিযি, আস-সুনান : ২২৩

[২৫] শাওকানি, নায়লুল আওতার : ১/৩৭২

দুই নাম্বার : সময়মতো সালাত আদায়

সালাতের জন্য তারগীবের ক্ষেত্রে (প্রতিশ্রুতি, প্রয়োজনীয়তা এবং পুরস্কার) আমি দশটি বিষয় উল্লেখ করেছি। এখন আমরা আলোচনা করব দ্বিতীয় পয়েন্ট, অর্থাৎ সময়মতো সালাত আদায় করা নিয়ে। এখানে আমরা এটা নিয়ে খুব সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব, কারণ বিষয়টি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হবার দাবি রাখে। তা ছাড়া আমাদের আজকের আলোচনার উদ্দেশ্য হলো যারা সালাত আদায় করে না, তাদের সালাতের দিকে আনা। সময়মতো সালাত আদায় করা আরেকটি স্বতন্ত্র বিষয়, যার গুরুত্ব নিয়ে অনেক হাদীস এবং আলোচনা আছে। এর গুরুত্বও অপরিসীম। এটি একটি ভিন্ন বিষয়। তবে, সালাতের আলোচনায় 'সময়মতো সালাত আদায়' নিয়ে আলোচনা থাকা আবশ্যিক। তাই সংক্ষেপে কিছু বলছি।

আচ্ছা, বলুন তো, প্রতি ওয়াক্তের সালাত আদায় করতে সর্বোচ্চ কত সময় লাগে? গড়ে পাঁচ থেকে সাত মিনিট। এই অল্প সময়ের কাজটা করে ফেললেই কিন্তু হয়ে যায়। ঠিক যেভাবে ছোটোবেলায় আপনার মা-বাবা-শিক্ষক আপনাকে বাড়ির কাজ করতে বলত। শেষ পর্যন্ত যেহেতু কাজটা আপনাকে করতেই হবে তা হলে এতে দেরি করে কী লাভ? কিংবা চিন্তা করুন আপনার বাড়ির বিদ্যুৎ কিংবা পানির বিলের কথা। একসময়-না-একসময় এই বিল আপনাকে পরিশোধ করতেই হবে। তা হলে এতে দেরি করে কী ফায়দা? একই কথা প্রযোজ্য সালাতের ক্ষেত্রেও। ওয়াক্ত শুরু হবার সাথে সাথে, শেষ দিকে, কিংবা রাতে, যে সময়ই সালাত আদায় করুন না কেন, আপনার কিন্তু সেই একই সময় লাগছে। সেই পাঁচ থেকে সাত মিনিট সময়। তা হলে কেন আপনি এতে বিলম্ব করবেন? কেন আপনি এমন কাজে দেরি করবেন, যেটা আপনাকে যে-কোনো উপায়ে করতেই হবে, এবং সময়মতো সালাত আদায় করা যখন সর্বোত্তম?

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এক সাহাবি জিজ্ঞাসা করলেন, সকল কাজের মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল কোনটি? নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সময়মতো সালাত আদায়। সাহাবি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এর পরে কী? নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার পিতা-মাতার প্রতি সদয় হওয়া। সাহাবি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এর পরে কী? নবী

সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহর রাহে জিহাদ করা।[২৬]

সময়মতো সালাত আদায় হলো সর্বোত্তম আমল, এবং এটা আপনাকে আদায় করতেই হবে। তা হলে একে বিলম্বিত করার ফায়দা কী?

ব্যাপারটা আরেকভাবে চিন্তা করে দেখুন। আপনি কি কখনও আপনার বসকে বলবেন, আমি প্রতিদিন সকালে ৫ মিনিট দেরি করে অফিসে আসতে চাই? এই আবদার কি কোনো বস মেনে নেবে? কোনো স্কুল কি মেনে নেবে কোনো ছাত্রের এমন আবদার? বরং অধিকাংশ স্কুলে নয় বা দশ দিন দেরি করে গেলে ছাত্রকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়। চাকরির ক্ষেত্রে বারবার এমন দেরি করলে, অফিসে আপনার নামে অভিযোগ আসবে, এবং এটা চলতে থাকলে আপনাকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে। কিন্তু চিন্তা করে দেখুন, প্রতিদিন আপনি সালাতের জন্য দেরি করে আসছেন, অথবা একেবারেই সালাত পড়ছেন না। দুনিয়ার স্কুল, দুনিয়ার অফিস এ আচরণ মেনে নেয় না, কিন্তু মহান আল্লাহ আপনার এই অবাধ্যতা সহ্য করছেন। আপনার ওপর মহান আল্লাহর দয়ার মাত্রা একটু হলেও কি বুঝতে পারছেন? আল্লাহ কুরআনে বলেন,

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

"নিশ্চয় সালাত মুমিনদের ওপর ফরজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে।"[২৭]

সালাতকে মুসলিমদের জন্য ফরজ করা হয়েছে নির্দিষ্ট কিছু সময়ে। তাই, আমাদের মনোযোগী হতে হবে যথাসময়ে সালাত আদায়ে। যখনই সালাতের ওয়াক্ত হবে, তখনই আমাদের সালাত আদায় করতে হবে। একে বিলম্বিত করা যাবে না।

তিন নাম্বার : তারহীব

আমাদের আলোচনার তৃতীয় পয়েন্ট হলো তারহীব, যা হলো আমাদের প্রথম পয়েন্ট; অর্থাৎ তারগীবের বিপরীত। প্রথম বিষয়টি ছিল সালাতের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি ও পুরস্কার। আর তারহীব হলো সালাত আদায় না করার পরিণাম নিয়ে আলোচনা।

---

[২৬] নাসাঈ, আস-সুনান : ৬০৯; সহীহ।

[২৭] সূরা নিসা, ০৪ : ১০৩

আপনাকে কি কাফির বিবেচনা করা হতে পারে?

এই তালিকায় প্রথম কথা হলো, আপনি কি কাফির বিবেচিত হতে চান? ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত আদায় করা থেকে বিরত থাকা ব্যক্তি কাফির কি না, তা নিয়ে মতপার্থক্য আছে। কিছু আলেমদের মতে, যে ব্যক্তি সালাত আদায় করে না সে কাফির।[২৮] ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা যেমন কাফির, তেমনি ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত আদায় করা থেকে বিরত-থাকা ব্যক্তিও কাফির। আমি এ মতটিই গ্রহণ করি এবং কিছু ক্লাসে এ বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। উভয়পক্ষের হাদীসসমূহ উপস্থাপন করে আমরা দেখিয়েছি যে, এ ক্ষেত্রে নির্বাচিত অভিমতটি হলো, যে সালাত আদায় করে না সে ইসলামের গন্ডি থেকে বেরিয়ে গেছে। ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা রাহিমাহুল্লাহ চার ইমামের মতামতগুলো সংকলন করেছেন এবং তাঁর ফাতাওয়ায় এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত আদায় করা থেকে বিরত থাকা ব্যক্তি কাফির কি না, সেটা এই মুহূর্তে আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। যদি এমন ব্যক্তিকে কাফির গণ্য না-ও করা হয়, তবুও এটা মানতে হবে যে এটা অত্যন্ত গুরুতর পর্যায়ের অপরাধ এবং এর জন্য তাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত আদায় করবে না, তার ওপর আল্লাহ ক্রোধান্বিত হন। দেখুন, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী বলেছেন!

بين الرجلِ وبين الكفرِ تركُ الصلاةِ

"একজন ব্যক্তি এবং কুফরের মাঝে সংযোগ হলো সালাত ছেড়ে দেওয়া।"[২৯]

---

[২৮] ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত আদায় করা থেকে বিরত থাকা ব্যক্তি কাফির কি না, এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি সালাত আদায় করে না, সে যদি বলে—আমি অলসতার কারণে বা অন্য কোনো কারণে সালাত আদায় করি না, তা হলে তাকে কাফির হিসেবে হত্যা করা হবে। তাকে গোসল দেওয়া হবে না, কাফন পরানো হবে না, তার জানাযার সালাতও আদায় করা হবে না। এমনকি, তাকে মুসলিমদের কবরস্থানে দাফন পর্যন্ত দেওয়া হবে না। কেউ কেউ বলেছেন, কুকুরের খোরাক হওয়ার জন্য তাকে ফেলে রাখবে। আবার কেউ বলেছেন, তাকে ইহুদী-খ্রিস্টানদের সাথে দাফন করে দেওয়া হবে। আর, ইমাম মালেক ও ইমাম শাফিয়ি রহিমাহুমাল্লাহ বলেন, তাকে হদ হিসেবে হত্যা করা হবে, গোসল দেওয়া হবে, কাফন পরানো হবে। তার জানাযার সালাত আদায় করা হবে এবং মুসলিমদের কবরস্থানে তাকে দাফন করা হবে। আবার, ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের অলসতা, দুর্বলতার কথা স্বীকার করবে, বিচারক তাকে তিন দিন পর্যন্ত জেলে আবদ্ধ করে রাখবেন। যদি সে এ সময়ের মধ্যে সালাত আদায় করতে শুরু করে, তা হলে তাকে মুক্ত করে দেবে। সালাত আদায় না করলে মৃত্যু পর্যন্ত সে জেলে থাকবে। হ্যাঁ, তবে বিচারক তাকে শাস্তিমূলক বেত্রাঘাত করতে পারবেন। (সম্পাদক)

[২৯] আবু দাউদ, আস-সুনান : ৪৬৭৮, ইবনে মাজাহ, আস-সুনান : ১০৭৮

আরেকটি বর্ণনায় এসেছে,

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

"ব্যক্তি ও কুফুর-শিরকের মাঝে রয়েছে সালাত বর্জন।"[৩০]

এই বিষয়ে আরেকটি হাদীস হলো,

الْعَهْدَ الَّذِى بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

"আমাদের ও তাদের (কাফিরদের) মাঝে সীমারেখা হলো সালাত বর্জন। যে সালাত ছেড়ে দিল, সে কুফরি করল।"[31]

ইবনে তাইমিয়্যা এ কথাটি সম্পর্কে বলেছেন, "যে সালাত আদায় করে না, সে যে মুসলিম না এটাই সম্ভবত তার সবচেয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ। তাকে মুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করা যাবে না এবং তার জানাযার সালাত পড়া যাবে না।"

কেন? কারণ রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুমিন এবং কুফর-শিরকের মধ্যে রয়েছে সালাত বর্জন। হাদীসটির আরবি রূপ,

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

এখানে বলা হয়েছে আল-কুফর। কুফর শব্দের শুরুতে ব্যবহৃত 'আল'-কে আরবিতে বলা হয় 'আল-লামু লিল আহদি'। 'আল-লামু লিল-আহদি' যুক্ত হওয়ার ফলে কুফর শব্দের অর্থ দাঁড়ায় যে কুফরকে তুমি জানো। অর্থাৎ কুফর বলতে মূলত যা বোঝায় বা মূল কুফর।

যদি এ হাদীসে 'আল' না থাকত, তা হলে এখানে মতপার্থক্যের অবকাশ থাকত। অর্থাৎ এটি কি কুফর আকবার নাকি কুফরের একটি দিক কেবল, সেটা নিয়ে তর্কের সুযোগ থাকত। কিন্তু যেহেতু রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন 'আল-কুফর', তাই এটি কুফর আকবার বোঝায়। এমন কুফর, যা কাউকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। মুসলিম পিতা-মাতার ঘরে জন্মানো এবং বেড়ে ওঠার সম্মান পাবার পর আপনি কি একজন কাফির হতে চান? ইসলাম গ্রহণের পর আপনি কি তা পেছনে ছুড়ে দিতে চান? আল্লাহ আপনাকে যা-কিছু নিয়ামত দিয়েছেন, আপনি কি চান তা ত্যাগ করতে?

---

[৩০] মুসলিম, আস-সহীহ : ৮২, নাসাঈ, আস-সুনান : ৪৪৬।

[৩১] তিরমিযি, আস-সুনান : ২৬২১; নাসাঈ, আস-সুনান : ৪৬৩; ইবনে মাজাহ, আস-সুনান : ১০৭৯

وعن عبدِاللهِ بنِ شقِيق التابعيِّ المُتَّفَقِ عَلَى جَلالتِهِ رَحِمَهُ الله قَالَ كَانَ أَصْحابُ مُحَمَّدٍ لا يرونَ شَيْئًا مِنَ الأَعْمالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلاةِ

আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক একজন তাবেয়ি। তিনি বলেছেন, মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবিগণ সালাত ব্যতীত অন্য কোনো আমল ছেড়ে দেওয়াকে কুফরি হিসেবে দেখতেন না।[৩২] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকেও এটি বর্ণিত হয়েছে।

যেমন ধরুন, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আপনি হাজ্জ আদায় করলেন না। এটার জন্য আপনাকে কাফির বলা হবে না। যতক্ষণ আপনি বিশ্বাস করছেন যে হাজ্জ ইসলামের আবশ্যিক বিধান, ততক্ষণ আপনাকে কাফির গণ্য করা হবে না।[৩৩]

যদি আপনি বিশ্বাস করেন হাজ্জ একটি ফরজ ইবাদত, কিন্তু (সামর্থ্য থাকার পরও) আপনি হাজ্জ পালন করেন না; এমতাবস্থায় আপনি কাফির নন। একই কথা সাওমের ক্ষেত্রেও। যে ব্যক্তি সাওম রাখে না, সে কাফির আজ পর্যন্ত কোনো আলিমই এমন বলেননি। তবে শর্ত হলো আপনাকে এটি ফরজ বলে স্বীকার করতে হবে। আপনি যদি বলেন সাওম ফরজ নয়, তা হলে সেটা ভিন্ন বিষয়; আপনি ইসলামের মৌলিক বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করছেন। যদি আপনি বিশ্বাস করেন যে, এটা ইসলামের মৌলিক বিষয় কিন্তু এ বিধান পালন না করেন তা হলে সেটা গুরুতর গুনাহ, তবে এটা আপনাকে দ্বীন থেকে বের করে দেবে না। কিন্তু সালাতের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ভিন্ন। আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক রাহিমাহুল্লাহ-এর বক্তব্য হলো, আর কোনো আমল ছেড়ে দেওয়াকে সাহাবিগণ কুফর মনে করতেন না, কিন্তু সালাত ছেড়ে দেওয়াকে তাঁরা কুফর মনে করতেন।

সালাত ছুটে গেলে কেমন উপলব্ধি হওয়া উচিত?

মনে করুন কর্মব্যস্ত দীর্ঘ এক দিনের পর বাড়ি ফিরে দেখলেন, আপনার বাড়ি পুড়িয়ে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে মাটির সাথে। আপনার পুরো পরিবার, আপনার স্ত্রী, সন্তান, পিতা-মাতা, ভাই-বোন সবাই মরে পড়ে আছে পুড়ে-যাওয়া বাড়ির ভেতর। ঠিক তখনই আপনার ফোন বেজে উঠল। আপনাকে জানিয়ে দেওয়া হলো, আপনার সব বিনিয়োগে ধস নেমেছে। আপনি সর্বসান্ত। অল্প কিছু মুহূর্তের মধ্যে

[৩২] মুনযিরি, আত-তারগীব : ১/ ২৬০

[৩৩] অর্থাৎ, কেউ যদি হাজ্জের বিধানকে অস্বীকার করে, তবে তাকে কাফির বলা হবে। তবে ফরজ হওয়ার পরও তা আদায় না করলে, তাকে কাফির বলা হবে না। (সম্পাদক)

আপনি হারালেন আপনার বাড়ি, টাকা, পরিবার। এই সময়কার অনুভূতিটা কল্পনা করুন। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনটাই বলেছেন, যে ব্যক্তি আসরের সালাত হারাল, তার সাথে যেন এমনটাই ঘটল। এখানে আসরের সালাতের সময় ছুটে-যাওয়া, অর্থাৎ কাযা করার কথা বলা হচ্ছে। একেবারেই আদায় না করার কথা বলা হচ্ছে না। বরং, মাগরীবের সময়ে কেউ আসরের সালাত আদায় করল, এমন ব্যক্তির কথা বলা হচ্ছে। তার অবস্থা এমন যে, সে বাড়িতে গিয়ে তার বাড়িকে পুড়ে মাটিতে পতিত অবস্থায় দেখতে পেল এবং তার পরিবারের সকল সদস্যকে পেল মৃত অবস্থায়। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ

"যার আসরের সালাত ছুটে গেল, তার পরিবার-পরিজন ও সম্পদ যেন ছিনিয়ে নেওয়া হলো।"[৩৪]

আপনার পরিবার, বাড়ি এবং সম্পদ শেষ হয়ে গেল। এটা হলো, যে সঠিক সময়ে সালাত আদায় করতে পারেনি, তার ক্ষেত্রে। চিন্তা করুন, যে সালাত আদায় করে না তার ক্ষেত্রে কী হবে! চিন্তা করুন, যদি শুধু আসরের সালাতই নয় বরং দৈনিক পাঁচবার এমন হয়! তার অবস্থান কেমন? চিন্তা করুন, এটা শুধু দৈনিক পাঁচবার না, বরং মাসের-পর-মাস, বছরের-পর-বছর ধরে একজন ব্যক্তি সালাত আদায় করে না; যদি সে প্রকৃতপক্ষেই একজন মুসলিম হয় তবে তার অপরাধবোধটা কেমন হওয়া উচিত?

আপনি কি আল্লাহর ক্রোধের মুখোমুখি হতে চান?

আপনি কি আল্লাহর ক্রোধে পতিত হতে চান? কীভাবে আপনি আল্লাহর ক্রোধের সম্মুখীন হয়ে টিকে থাকবেন? নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে সালাত ত্যাগ করে আল্লাহ তার ওপর রাগান্বিত হন। মুসনাদ আল-বাজজারে-এ হাদীসটি আছে। আল্লাহর ক্রোধ, তাঁর অভিশাপ ও শাস্তি সহজ কোনো বিষয় নয়। আল্লাহু তাআলা পবিত্র কুরআনুল কারীমে বলেছেন,

وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ

"এবং যার ওপর আমার ক্রোধ নেমে আসে, সে ধ্বংস হয়ে যায়।"[৩৫]

[৩৪] বুখারী, আস-সহীহ : ৩৬০২; মুসলিম, আস-সহীহ : ২৮৮৬

[৩৫] সূরা ত্ব-হা, ২০ : ৮১

সে শেষ হয়ে যায়। এটা হলো আল্লাহর শাস্তি। আপনি কি আল্লাহর ক্রোধ, অভিশাপ ও শাস্তির মুখোমুখি হয়ে টিকে থাকতে পারবেন? যদি না পারেন, তা হলে উঠুন, সালাত আদায় করা শুরু করুন।

আল্লাহর তত্ত্বাবধান ব্যতীত আপনি কি কিছু করতে পারবেন?

আপনি কি আল্লাহর হেফাজতে থাকতে চান? তারগীবের আলোচনায় আমরা এ-কথা উল্লেখ করেছিলেম, এখন তারহীব থেকে এর পাঠ নিন। আল্লাহর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা চাইলে সালাত আদায় করতে হবে। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত ছেড়ে দিয়ো না, এরূপ যে করবে সে আর আল্লাহর তত্ত্বাবধানে থাকবে না। এটা তারহীবের আলোচনায় পড়ে এবং এই হাদীসটি এসেছে সহীহ আত-তাবারানিতে।[৩৬]

আপনি কি চান, আল্লাহ আপনাকে ত্যাগ করুক? আপনি কি আল্লাহর তত্ত্বাবধান ব্যতীত, বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে চান? না, কেউই এমনটা চায় না।

আপনি কি চান আপনার আমলসমূহ বৃথা হয়ে যাক?

আপনি কি চান, আপনার আমলসমূহ বৃথা হয়ে যাক এবং নিঃশেষ হয়ে যাক? তারগীবের আলোচনার শুরুতে আমরা বলেছিলাম, সালাতের কারণে আল্লাহ শুধু পুরস্কৃতই করবেন না, বরং মুছে দেবেন আপনার পাপগুলোও। বিপরীতে, যদি আপনি সালাত আদায় না করেন, তা হলে আপনার সব নেক আমলগুলো মুছে যাবে। আপনি অনেক নেক আমল করেছেন, কিন্তু সালাত আদায় না করার কারণে আল্লাহ সেগুলো মুছে দেবেন। তিনিই এগুলো আপনার আমলনামায় লিখিয়েছিলেন এবং তিনিই এগুলো মুছে দেবেন। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ

"যে-কেউ সালাতুল আসর ত্যাগ করবে, তার সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে।"[৩৭]

এ হাদীসে নির্দিষ্টভাবে আসরের সালাতের কথা বলার কারণ হলো, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সময়ে (মুনাফিকরা) এই সালাতটিই সবচেয়ে বেশি ত্যাগ

[৩৬] মুনযিরি, আত-তারগীব : ১/ ২৬১, ইবনে হাজার আসকালানি, তালখীসুল হাবীর : ২/৭১৮
[৩৭] মুনযিরি, আত-তারগীব : ১/ ২২৬

করত। তবে এ হাদীসের বক্তব্য কেবল সালাতুল আসরের জন্য নির্দিষ্ট না। এখন চিন্তা করুন, যদি কেউ পাঁচ ওয়াক্ত সালাতই ছেড়ে দেয়? তবে তার সমস্ত আমল নিঃশেষ হয়ে যাবে।

আপনি কি মুনাফিকী জীবন কামনা করেন?

আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّـهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّـهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤٢﴾

"এই মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে ধোঁকাবাজি করছে। অথচ আল্লাহই তাদেরকে ধোঁকার মধ্যে ফেলে দিয়েছেন। তারা যখন সালাতের জন্য ওঠে, আড়মোড়া ভাঙতে-ভাঙতে শৈথিল্য-সহকারে নিছক লোক দেখাবার জন্য ওঠে এবং আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে।"[৩৮]

সূরা নিসা-তে আল্লাহ মুনাফিকদের নিয়ে আলোচনায় করেছেন। তিনি বলেছেন, তারা সালাতে দাঁড়ায় শৈথিল্য-সহকারে! দেখুন, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সময়কার মুনাফিকরা তবুও তো সালাত আদায় করত, কিন্তু আপনি তো সালাতই আদায় করেন না। মুনাফিকরা লোক দেখানোর জন্য সালাত আদায় করে। তারা এটা আল্লাহর জন্য করে না। তবু তারা অন্তত সালাত আদায় করে। সালাত আদায় করার পরও তারা মুনাফিক হলে, সালাত-আদায়-না-করা-আপনি কী? আপনার অবস্থান কোথায়? কে নিকৃষ্ট?

প্রত্যেক অবস্থায় সালাত ফরজ!

কীভাবে আপনি সালাত আদায় না করতে পারেন, যখন ইসলামে জীবিত সবার জন্য সালাতের বিধান আছে। যদি আপনি জীবিত থাকেন, আপনাকে সালাত আদায় করতে হবে, পরিস্থিতি যাই হোক না কেন। আপনি যুদ্ধক্ষেত্রে, চারদিকে অস্ত্রের ঝনঝনানি, তরবারিগুলো আঘাত করছে একে-অপরকে, ছুটে যাচ্ছে তির, বুলেট এমন অবস্থাতেও সালাতের বিধান আছে। কুরআনে যুদ্ধের সময়ে বিশেষ সালাতের কথা বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেছেন,

[৩৮] সূরা নিসা, ০৪ : ১৪২

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ۝ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۖ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

"তোমাদের সালাতগুলো সংরক্ষণ করো, বিশেষ করে এমন সালাত যাতে সালাতের সমস্ত গুণের সমন্বয় ঘটেছে। আল্লাহর সামনে এমনভাবে দাঁড়াও যেমন অনুগত সেবকরা দাঁড়ায়। অশান্তি বা গোলযোগের সময় হলে পায়ে হেঁটে অথবা বাহনে চড়ে যেভাবেই সম্ভব সালাত পড়ো। আর যখন শান্তি স্থাপিত হয়ে যায় তখন আল্লাহকে সেই পদ্ধতিতে স্মরণ করো, যা তিনি তোমাদের শিখিয়েছেন, যে সম্পর্কে ইতঃপূর্বে তোমরা অনবহিত ছিলে।"[৩৯]

এই সালাত হলো যুদ্ধের ময়দানের জন্য। লোকেরা এদিক-সেদিক দৌঁড়াচ্ছে, তরবারিগুলো একটি অপরটিকে আঘাত হানছে। এমন অবস্থায় পদচারী অথবা সওয়ারি অবস্থায়ই সালাত আদায় করো এবং যখন নিরাপত্তা পাবে, তখন আল্লাহকে স্মরণ করো যেভাবে তিনি তোমাদের শিখিয়েছেন। যেখানে যুদ্ধের ময়দানেও আপনি সালাত ত্যাগ করতে পারবেন না, যেখানে শান্তির সময়ে ফ্যান কিংবা এসি লাগানো মসজিদে, কিংবা নিজের আরামদায়ক ঘরের মধ্যে থেকেও আপনি সালাত আদায় করেন না, কোন অজুহাতে?

আবার যদি আপনি বলেন আমি সালাত আদায় করতে ভয় পাচ্ছি, তা হলে আল্লাহ আমাদেরকে কুরআনে বলে দিয়েছেন যে, ভয় পাওয়ার সময়ও সালাত আদায় করতে হবে। যদি আপনি এমন এলাকায় থাকেন যেখানে ত্রাসের রাজত্ব এবং আপনি চরম ভীত অবস্থায় আছেন, আপনার জানের ওপর হুমকি আছে, সেই

[৩৯] সূরা বাকারাহ, ০২ : ২৩৮-২৩৯

অবস্থার জন্যও সালাত আছে।[৪০]

কোনো অবস্থাতেই আপনি সালাত থেকে দায়মুক্ত থাকবেন না, একেবারে কোনো অবস্থাতেই না।

আপনি কীভাবে সালাত আদায় না করার স্পর্ধা দেখান?

আবদুল্লাহ ইবনে উম্মু মাখতুম রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা নিচের আয়াত নাযিল করেছিলেন,

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰٓ

"তিনি ভ্রূ-কুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন।"[৪১]

আল্লাহ যার জন্য কুরআনে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে তিরস্কার করলেন, সেই আবদুল্লাহ ইবনে উম্মু মাখতুম রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী সল্লাল্লাহু

[৪০] এ সালাতকে সালাতুল খাওফ বা ভীতির সালাত বলা হয়। সালাতুল খাওফের বিধান জিহাদের ময়দানে অথবা যুদ্ধরত অবস্থায় প্রযোজ্য। বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সালাতুল খাওফ পড়ার বিভিন্ন সুরত ফিকহের কিতাবসমূহে আলোচিত হয়েছে। সালাতুল খাওফ জায়েজ হওয়ার জন্য শর্ত হলো সালাতরত অবস্থায় আচমকা শত্রুর আক্রমণের আশংকা থাকা। ভীতি যদি এতটাই প্রকট হয় যে, জামাতে সালাত আদায়ের সুযোগ নেই, তবে সবাই একাকী সালাত পড়ে নিবে। প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে, হেঁটে, বাহনে চড়া অবস্থায়, কিবলা অভিমুখী সালাত আদায় করবে। কিবলামুখী হতে না পারলে যেদিকে সম্ভব সে দিকে ফিরেই সালাত আদায় করতে হবে। উল্লেখিত আয়াতে এ ধরনের সালাতুল খাওফের কথা বলা হয়েছে।
আর যদি জামাতে আদায় করার সুযোগ থাকে, তা হলে স্বতন্ত্র দুজন ইমামের পিছনে মুসল্লিরা দুই জামাতে সালাত আদায় করতে পারে আবার এক ইমামের পিছনেও স্বতন্ত্র দুদলে বিভক্ত হয়ে সালাত আদায়ের সুযোগ আছে। অভিন্ন ইমামরে পিছনে দুদলে বিভক্ত হয়ে সালাত আদায় করার ৬/৭ টি পদ্ধতি আছে। ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ-এর মতে যে-কোনো পদ্ধতিতে সালাত আদায় করলে শুদ্ধ হবে। হানাফি ফকিহগণের নিকট সালাতুল খাওফ পড়ার পদ্ধতি হলো, ইমাম সৈন্যদলকে দুভাগে ভাগ করবেন। এক ভাগ পাহারায় থাকবে আরেক দলকে নিয়ে তিনি জামাতে দাঁড়াবেন। এক রাকাত সম্পন্ন হলে সালাতরত জামাতটি অবশিষ্ট রাকাত সম্পন্ন না করেই পাহাড়ায় চলে যাবে। ইমাম দ্বিতীয় রাকাত দীর্ঘ করবেন যেন পাহারারত দলটি এসে জামাতে শরীক হতে পারে। পাহাররত দলটি এলে ইমাম তাদেরকে অপর রাকাত পড়াবেন। ইমাম দুরাকাত শেষ করে সালাম ফিরাবেন। তবে মুক্তাদীরা সালাম ফিরাবে না। তারা মাসবুক হিসেবে দাঁড়িয়ে সূরা ফাতিহা ও সূরা মিলিয়ে অবশিষ্ট রাকাত সম্পন্ন করবে। তারপর তারা পাহাড়ায় চলে যাবে। তখন প্রথম দলটি এসে পুনরায় একাকী তাদের অসমাপ্ত সালাত শেষ করবে। এই সুরতটি ফজর ও সফররত ইমামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর ইমাম যদি মুকিম হন, তা হলে প্রথম দলটির সাথে দুই রাকাত আর দ্বিতীয় দলটির সাথে দুই রাকাত পড়বেন। মাগরীবের সালাতে প্রথম জামাতের সাথে ইমাম দু-রাকাত পড়বেন আর দ্বিতীয় দলটির সাথে এক রাকাত পড়বেন।
আরেকটি সুরত হলো ইমাম এক রাকাত শেষ করার পর অপেক্ষা করবেন যতক্ষণ না তার পিছনে থাকা দলটি আরেক রাকাত মিলিয়ে তাদের সালাত সম্পন্ন করে। এই দলটি তাদের সালাত সম্পন্ন করে ফিরে যাবে, তারপর অপর দলটি এলো তাদেরকে নিয়ে আরেক রাকাত সম্পন্ন করে সালাম না ফিরিয়ে বসে থাকবেন যতক্ষণ না দ্বিতীয় দলটি আরেক রাকাত পড়তে পারে। যখন মুক্তাদীরা দু-রাকাত সম্পন্ন করে বৈঠকে আসবে তখন ইমাম তাদেরকে নিয়ে সালাম ফিরাবেন। আরও কয়েকটি সুরত আছে সালাতুল খাওফের। এখানে উদাহরণস্বরূপ দুটি সুরত আলোচনা করা হলো। (সম্পাদক)

[৪১] সূরা আবাসা, ৮০ : ০১

আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে গেলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার দেহ দুর্বল। আমার হাঁটতে সমস্যা হয়, আমি অসুস্থ, আমি বৃদ্ধ। আমি কি বাড়িতে সালাত আদায় করতে পারি?

তিনি কিন্তু বলেননি, আমি কি সালাত ছেড়ে দিতে পারি? তিনি কেবল বলেছেন আমি কি বাড়িতে সালাত আদায় করতে পারি? নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আপনি কি আযান শুনতে পান? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারপর নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আপনার মসজিদে সালাত আদায় না করার ব্যাপারে আমি কোনো অজুহাত খুঁজে পাচ্ছি না।[৪২]

দেখুন, তিনি বৃদ্ধ, অসুস্থ, দুর্বল। যত অজুহাত চিন্তা করা যায়, প্রায় সবকিছুই তার আছে। তবুও তাকে মসজিদে এসে সালাত আদায় করা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলো না। তা হলে তাদের ব্যাপারে কী হবে যারা সুস্থ-সবল হয়েও মসজিদ থেকে দূরে থাকে, বাড়িতেও সালাত আদায় করে না?

জাহান্নামের শাস্তি

যারা সালাত আদায় করে না, জাহান্নামে তাদের শাস্তি কী হবে? সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হাদীসে আছে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন স্বপ্নে-দেখা এক ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করলেন। আপনাদের মনে রাখতে হবে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দেখা প্রত্যেকটি স্বপ্ন ওহি। আমাদের স্বপ্নের মতো না। আমাদের স্বপ্ন সত্য হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। কিন্তু, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি।

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, স্বপ্নে দুজন ব্যক্তি আমার নিকটে এলেন এবং তারা বললেন, আমাদের অনুসরণ করুন, আমরা এক জায়গায় যাব। আমি তাদের সাথে গেলাম। আমরা এক শায়িত-ব্যক্তির কাছে এলাম। আর তার মাথার কাছে আরেকজন লোক বিশালাকারের পাথর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি পাথরটি তুলে এনে ওই (শায়িত) ব্যক্তির মাথায় ছুড়ে মারেন, এতে ওই ব্যক্তির মাথার খুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় এবং পাথরটি গড়িয়ে যায়। গড়িয়ে-যাওয়া পাথরটি লোকটি আবার তুলে, যার মাথা চূর্ণ করা হয়েছিল সেই শায়িত-ব্যক্তির কাছে ফিরে আসেন। এই সময়ে সেই ব্যক্তির মাথা আগের মতো হয়ে যায়। একটু পূর্বেই যার মাথাকে চূর্ণ করা হয়েছিল আল্লাহ তাআলা তার মাথাটাকে পুনরায় স্বাভাবিক করে দেন।

[৪২] আবু দাউদ, আস-সুনান : ৫৫২, ইবনে মাজাহ, আস-সুনান : ৭৯২

ওই লোকটি পুনরায় পাথর ছুড়ে শায়িত-ব্যক্তির মাথা চূর্ণ করেন। পাথর গড়িয়ে যায়। লোকটি আবার গড়িয়ে-যাওয়া পাথরটি আনতে যান। আবারও শায়িত-ব্যক্তির মাথার খুলি পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। শাস্তিটি বারবার এভাবেই চলতে থাকে।

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এই ব্যক্তিটি তার সাথে এমন করল কেন? তার মাথার-কাছে-দাঁড়িয়ে-থাকা ব্যক্তিটি তার মাথার খুলি চূর্ণ করছে কেন? আর প্রত্যেকবারই সে পাথরটি গড়িয়ে যাওয়ার পর তুলে নিচ্ছে, তার মাথাটিও পুনরায় স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে এবং সে পুনরায় তার মাথার খুলি চূর্ণ করছে, আর এ প্রক্রিয়া বারবার চলছে। কেন? এখানে কী হচ্ছে? তারা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে উত্তর দিলেন, সে সালাতের সময় হলে সালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে থাকত। অথবা সালাতে যেতে এবং সালাত আদায় করতে অলসতা-প্রদর্শন করত।"[৪৩]

এই হলো যারা সালাতের ওয়াক্ত চলে যাওয়া পর্যন্ত ঘুমাত, তাদের শাস্তি। যারা সম্পূর্ণভাবে সালাত ছেড়ে দেয় এখানে কিন্তু তাদের শাস্তির কথা বলা হচ্ছে না। ধরে নিলাম, যে সালাত আদায় করে না সে কাফির নয়, তবুও আখিরাতে এই শাস্তি কি সে সহ্য করতে পারবে? শারঈ কোনো ওজর ব্যতীত যারা দিনের-পর-দিন সালাত কাযা করে, এটা হলো তাদের শাস্তি। চিন্তা করুন, যারা সালাত আদায়ই করে না তাদের ক্ষেত্রে কী ঘটবে? আল্লাহ কুরআনে বলেন,

فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿٥٩﴾

"অতঃপর এদের পর এমন নালায়েক লোকেরা এদের স্থলাভিষিক্ত হলো যারা সালাত নষ্ট করল এবং প্রবৃত্তির কামনার দাসত্ব করল। তাই শীঘ্রই তারা গোমরাহীর পরিণামের মুখোমুখি হবে।"[৪৪]

এখানে তাদের পরবর্তী বংশধর বলতে আল্লাহ তাআলা নূহ আলাইহিস সালাম ও তাঁদের সঙ্গীদের বংশধরদের কথা বুঝিয়েছেন। নূহ আলাইহিস সালাম-এর সঙ্গীদেরকে আল্লাহ কত বড় ধ্বংস থেকে বাঁচিয়েছেন! অথচ তাদের অনুসারীরা

[৪৩] বুখারী, আস-সহীহ : ৭০৪৭। মূল হাদীসটি অনেক দীর্ঘ, যেখানে আরও বিভিন্ন ব্যক্তির শাস্তির কথা উল্লেখ আছে। আবার উক্ত হাদীসে জান্নাতের নিয়ামতের কথাও বলা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, নবীগণের স্বপ্ন সন্দেহাতীতভাবে সত্য। সে স্বপ্ন অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে। (সম্পাদক)

[৪৪] সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৫৯

ধ্বংসের সম্মুখীন। কেন? কারণ তারা সালাত নষ্ট করেছে এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে।

তারা একেবারেই সালাত আদায় করত না, ব্যাপারটা এমন না। বরং তারা সঠিক সময় ইখলাসের সাথে পরিপূর্ণভাবে সালাত আদায় করত না। তা হলে চিন্তা করুন ওই মানুষদের জন্য কী শাস্তি অপেক্ষা করছে, যারা একেবারেই সালাত আদায় করে না?

فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا

গাইয়ুন হলো তাদের শেষ আবাসস্থল। আপনারা কি জানেন, জাহান্নামের ওই আবাসস্থলটি কী রকম?

ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, *'গাইয়ুন* হলো জাহান্নামের এক অত্যন্ত গভীর ও ভয়ঙ্কর উপত্যকার নাম। কেন এই উপত্যকা এত ভয়ঙ্কর, এত জঘন্য? জাহান্নামে মানুষের আকার হবে অনেক বড়। বসা অবস্থায় এক জাহান্নামীর আকার হবে ডেট্রয়েট থেকে শিকাগোর দূরত্বের সমান।[৪৫] তার চামড়া এবং মাংস হবে অত্যন্ত পুরু এবং তার দেহে থাকবে অনেক মাংস। জাহান্নামের আগুনে এই মাংস পুড়ে যখন হাড় বেড়িয়ে যাবে, তখন আল্লাহ সেখানে আবার মাংস দিয়ে পূর্ণ করে দেবেন।

কখনও আগুনে পুড়ে-যাওয়া মানুষ দেখেছেন? আগুনে পুড়ে যাবার পর মাংসের মধ্যে অনেক পুঁজ জমে। এভাবে বারবার পুড়ে-যাওয়া মাংস এবং পুঁজ কোথায় গিয়ে জমা হবে জানেন? এসব গিয়ে জমা হবে জাহান্নামের 'গাইয়ুন নামক উপত্যকায়। 'গাইয়ুন-এ কারা থাকবে? যারা সময়মতো, সঠিকভাবে, নিখুঁতভাবে সালাত আদায় করেনি, তারা থাকবে মাংস ও পুঁজ-ভর্তি এ ভয়ঙ্কর উপত্যকায়। আপনি কি এই শাস্তি সহ্য করতে পারবেন? আপনি যদি সালাত আদায়ই না করেন, তা হলে শাস্তি কেমন হবে বুঝতে পারছেন? আল্লাহ কুরআনে বলেন,

إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ﴿٣٩﴾ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٤٠﴾ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٤١﴾ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ

"তবে ডান দিকের লোকেরা ছাড়া। যারা জান্নাতে অবস্থান করবে। সেখানে তারা অপরাধীদের জিজ্ঞাসা করতে থাকবে কীসে তোমাদের জাহান্নামে

[৪৫] ডেট্রয়েট থেকে শিকাগোর দূরত্ব প্রায় ৪০০ কিলোমিটার। (সম্পাদক)

নিক্ষেপ করল? তারা (অপরাধীরা) বলবে, আমরা সালাত আদায় করতাম না।"[৪৬]

ডান দিকের ব্যক্তিরা ছাড়া বাকি সবাই নিজেদের অপরাধের কারণে বন্দি। ডান দিকের ব্যক্তিরা জান্নাতের আনন্দ উপভোগ করবে, তারা জাহান্নামীদের নিয়ে আলোচনা করবে এবং তাদের উপহাস করবে। দুনিয়াতে উপহাস করা ঠিক নয়, আমরা লোকদের নিয়ে উপহাস করতে পারি না। কেননা আল্লাহই ভালো জানেন একজন ব্যক্তির জীবনে সর্বশেষে কী ঘটবে, তবে আখিরাতে, জান্নাতে উপহাস করার অনুমতি দেওয়া হবে। তারা বলবে,

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ

"কীসে তোমাদের সাকারে নিয়ে এলো?"

সালাত আদায় না-কারীদের জন্য আরও একটা আবাসস্থল হলো সাকার।

সাকারবাসীরা বলবে,

لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ

"আমরা সালাত আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।"

সাকার সম্পর্কে সঠিকভাবে জানার আগে, কুরআনের এই আয়াতগুলোর দিকে লক্ষ করুন, যেখানে আল্লাহ বলেছেন,

سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ﴿٢٦﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ﴿٢٧﴾ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ﴿٢٨﴾ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ﴿٢٩﴾ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿٣٠﴾

"আমি তাকে দাখিল করব 'সাকারে'। তুমি কি জানো, সে সাকার কী? যা জীবিতও রাখবে না, আবার একেবারে মৃত করেও ছাড়বে না। গায়ের চামড়া ঝলসিয়ে দেবে। সেখানে নিয়োজিত আছে উনিশ জন (ফেরেশতা)।"[৪৭]

সাকার হলো জাহান্নামের একটি উপত্যকা। যাকে সাকারে পাঠানো হবে তার কোনো দেহাবশেষও অবশিষ্ট থাকবে না। যত উচ্চ তাপমাত্রায়, যতক্ষণ ধরেই

[৪৬] সূরা আল-মুদ্দাসসির, ৭৪ : ৩৯-৪৩
[৪৭] সূরা মুদ্দাসসির, ৭৪ : ২৬-৩০

জ্বালানো হোক না কেন, দুনিয়ার আগুনে-পোড়া মানুষের শরীরের কিছু-না-কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু সাকারের আগুন কোনো কিছুই অবশিষ্ট রাখবে না। এই আগুন হাড়-মাংশ পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। ব্যক্তির কোনো কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

জাহান্নামের পরবর্তী উপত্যকা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

"অতএব 'ওয়াইল' সেসব সালাত আদায়কারীর জন্য, যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে বে-খবর।"[৪৮]

আমরা 'গাইয়ুন' সম্পর্কে জানলাম, সাকার সম্পর্কে জানলাম, জাহান্নামের আরেকটি উপত্যকা হলো *ওয়াইল*। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, দুর্ভোগ তাদের, যারা এক সালাতকে পরবর্তী সালাতের সময় হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করে। যে ওয়াক্ত পার হয়ে যাবার পর ফরজ সালাত পড়ে, আসরের ওয়াক্ত হবার পর যুহরের সালাত পড়ে, এমন ব্যক্তির আবাসস্থল হবে 'ওয়াইল'। সাহাবিগণের মতে, 'ওয়াইল' হলো জাহান্নামের এমন একটি উপত্যকা যেখানে জাহান্নামীকে সাপ ও জীব-জন্তুরা খেয়ে ফেলবে। তারপর সে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে। আবারও সাপ এবং জীব-জন্তুরা তাকে খেয়ে ফেলবে। এভাবে তার শাস্তি চলতে থাকবে। কাকে এভাবে শাস্তি দেওয়া হবে? এমন ব্যক্তি, যে সালাত আদায় করে ঠিক, তবে দেরি করে আদায় করে। যে নিয়মিত ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত কাযা করে। তো, যে ব্যক্তি সালাত আদায়ই করে না, তার ক্ষেত্রে কী ধরণের উপত্যকা ও কী ধরণের শাস্তি অপেক্ষা করছে?

এই উপত্যকা, এই আবাস্থলগুলোর দিকে তাকান। *গাইয়ুন* জাহান্নামের দুর্গন্ধময় উপত্যকা, যেখানে সকল নোংরা পুঁজ এবং মাংস গিয়ে জমা হয়। *সাকার* যে উপত্যকায় জাহান্নামী ব্যক্তির দেহের কোনো কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। *ওয়াইল* সে উপত্যকা, যেখানে প্রাণীরা বাস করে এবং ওই প্রাণীগুলো জাহান্নামী ব্যক্তিকে খেয়ে ফেলে।

কুরআনের আরেক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ۝ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ

[৪৮] সূরা মাউন, ১০৭ : ০৪-০৫

"যখন তাদেরকে বলা হয়, নত হও, তখন তারা নত হয় না। সেদিন মিথ্যারোপকারীদের জন্য 'ওয়াইল' হবে।"[৪৯]

এমন ব্যক্তিদের আবাসস্থলও হবে 'ওয়াইল'। এসব শাস্তি শুধু সালাতের ব্যাপারে অবহেলা, সঠিকভাবে, সময়মতো সালাত না পড়ার কারণে।

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

....ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة،

"যে ব্যক্তি যথাযথভাবে সালাত আদায় করল না, তার জন্য কিয়ামতের দিন কোনো নূর, প্রমাণ এবং মুক্তি মিলবে না।"[৫০]

এটা হলো ওই হাদীসের দ্বিতীয় অংশ যা আমরা তারগীবের আলোচনায় উল্লেখ করেছিলাম। যে ব্যক্তি সালাত আদায় করে না, কে হবে তার বন্ধু? কে হবে তার দোস্ত? তবে উল্লিখিত হাদীসের তৃতীয় অংশটি দেখুন,

وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبى بن خلف

"আর কিয়ামতের দিন সে ফেরাউন, হামান, কারূন ও উবাই বিন খালফদের সাথে থাকবে।"[৫১]

কারূন হলো মূসা আলাইহিস সালাম-এর বিরোধিতাকারীদের মধ্যে অন্যতম। আল্লাহ তার কথা সূরা কাসাসে উল্লেখ করেছেন,

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ...

'কারূন ছিল মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত। অতঃপর সে তাদের প্রতি জুলুম করতে আরম্ভ করল। আমি তাকে এত ধন-ভাণ্ডার দান করেছিলাম যার চাবি বহন করা একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল।"[৫২]

আল্লাহ তাকে এত সম্পদ দান করেছিলেন যে, তার সম্পদ সংরক্ষণের চাবিগুলো

[৪৯] সূরা মুরসালাত, ৭৭ : ৪৮-৪৯
[৫০] ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ : ১৪৬৭
[৫১] ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ : ১৪৬৭
[৫২] সূরা কাসাস, ২৮ : ৭৬

বহন করতেই একটি কাফেলার প্রয়োজন হত!

আল্লাহ তার সম্পর্কে কুরআনে বলেছেন,

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّـهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ﴿٨١﴾

"অতঃপর আমি কারূনকে ও তার প্রাসাদকে ধসিয়ে ভূগর্ভে বিলীন করে দিলাম। তার পক্ষে এমন কোনো দল ছিল না, যারা তাকে আল্লাহর বিপরীতে সাহায্য করতে পারে এবং সে নিজেও আত্মরক্ষা করতে পারল না।"[৫৩]

যে সালাত আদায় করে না, সে জাহান্নামে কারূনের সঙ্গী হবে। তার আরেক সঙ্গী হবে ফেরাউন। সেই ফেরাউন, যে বলেছিল :

...أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ

"আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ রব।"[৫৪]

কুরআনে উল্লেখিত সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি হলো ফেরাউন। ফেরাউনের মতো আরও অনেক লোক ছিল তবে আল্লাহ সবচেয়ে খারাপ জালিমের উদাহরণ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন ফেরাউনকে। অনেক ফেরাউন আছে, প্রত্যেক যুগেরই ফেরাউন আছে, তবে যে ফেরাউনকে আল্লাহ তাআলা উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, সে ছিল মূসা আলাইহিস সালাম-এর বিরোধী। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, ফেরাউন বলেছিল,

أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ

"আমিই তোমাদের সেরা পালনকর্তা।"[৫৫]

যে ব্যক্তি সালাত আদায় করে না, জাহান্নামে তার সঙ্গী হবে কারূন এবং ফেরাউন। আল্লাহ আমাদের এমন অবস্থা থেকে হেফাজত করুন। একদিকে কারূন, অন্যদিকে ফেরাউন, আর সামনে থাকবে হামান। আপনারা কি জানেন, হামান কে? হামান ছিল ফেরাউনের ডান-হাত! প্রত্যেক খারাপ লোকেরই একটা সহযোগী, একটা

[৫৩] সূরা কাসাস, ২৮ : ৮১

[৫৪] সূরা আন-নাযিয়াত, ৭৯ : ২৪

[৫৫] সূরা আন-নাযিয়াত, ৭৯ : ২৪

সাগরেদ থাকে। ফেরাউনের সহযোগী ছিল হামান। যে ফেরাউনকে খারাপ কাজে উৎসাহিত করত, উসকে দিত এবং সাহায্য করত। ফেরাউন হামানকে বলেছিল :

...يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ﴿٣٦﴾ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَـٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا...

"হে হামান! তুমি আমার জন্যে একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করো, হয়তো আমি পৌঁছে যেতে পারব আকাশের পথে; অতঃপর উঁকি মেরে দেখব মূসার আল্লাহকে। বস্তুত আমি তো তাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি।"[৫৬]

ফেরাউনের আদেশ অনুযায়ী হামান এক প্রাসাদ নির্মাণ করতে শুরু করেছিল। যদি আপনি আল্লাহর কাছে তাওবা না করেন এবং সালাত আদায় শুরু না করেন, তা হলে এই হামান, ফেরাউন, কারূন হবে আখিরাতে আপনার সঙ্গী। আসলে এই হাদীসটি ওইসব লোকেদের জন্যও, যাদের সালাত ছুটে যায়। যারা সঠিক সময়ে সালাত আদায় করে না, যারা ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত কাযা করে, তাদের জন্য। চিন্তা করুন, যারা সালাত আদায়ই করে না, তাদের ক্ষেত্রে কী ঘটতে যাচ্ছে! আমাদের পূর্ববর্তীদের সময়ে সালাত একেবারে ছেড়ে দিত এমন মানুষ পাওয়া যেত না। তারা বড়জোর সালাতের সময় নিয়ে হেলাফেলা করত। সেই সময়ে আজকের মুসলিম নামধারীদের মতো এমন মানুষ ছিল না, যারা একেবারে সালাতই আদায় করে না। এ কারণেই এই হাদীসে এত কঠিন শাস্তির কথা বলা হয়েছে ওই মানুষদের ব্যাপারে, যারা ইচ্ছাকৃতভাবে সালাতকে বিলম্বিত করে।

যারা সালাত আদায় করে না, তাদের জাহান্নামী সাথিদের মধ্যে আরও দুজন হলো আবু জাহল আর উবাই ইবনে খালফ। আবু জাহল হলো সেই ব্যক্তি যার ব্যাপারে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, সে হলো এই উম্মাহর ফেরাউন।

আর উবাই ইবনে খালফ হলো একমাত্র লোক, যাকে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ হাতে হত্যা করেছেন। উবাই ইবনে খালফ ছাড়া আর কাউকে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বহস্তে হত্যা করেননি। যে ব্যক্তি নিজের সালাতের হেফাজত করে না, সঠিকভাবে সালাত আদায় করে না, জাহান্নামে তার সঙ্গীসাথি হবে কারূন, ফেরাউন, হামান, আবু জাহল, উবাই ইবনে খালফ। বুঝতে পারছেন, সালাত আদায় না করা কতটা গুরুতর অপরাধ, কতটা বিপজ্জনক?

[৫৬] সূরা গাফির, ৪০ : ৩৬-৩৭

দুর্গন্ধময়, জ্বলন্ত গাইয়ুন উপত্যকা। সাকার যেখানে পুড়ে-যাওয়া ব্যক্তির কোনো হদিস থাকবে না। ওয়াইল যেখানে সাপ আর জন্তু-জানোয়ার জীবন্ত খেয়ে ফেলবে জাহান্নামীকে। কারুন, হামান, ফেরাউন, আবু জাহল, আর উবাই ইবনে খালফ সৃষ্টির সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষদের সান্নিধ্য... আপনি কি এমন পরিণতি চান?

আল-কাউসার থেকে বঞ্চিত হতে চান?

কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম প্রশ্ন করা হবে সালাত সম্পর্কে। এ প্রশ্নের উত্তর নেতিবাচক হলে, বাকি হিসাবও হবে নেতিবাচক। বিচারের সেই ভয়াবহ দিনে আপনি থাকবেন ক্লান্ত, তৃষ্ণার্ত, ঘর্মাক্ত। সেইদিন একটি পুকুর থাকবে, যার নাম আল-কাউসার। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এটি দেওয়া হয়েছে। আপনি দেখবেন আল-কাউসারের কাছে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে। তাঁর চারিপাশে সাহাবিগণ আবু বকর, উমর, উসমান, আলী এবং উম্মাহর উত্তম ব্যক্তিরা। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে পান করাচ্ছেন আল-কাউসারের শীতল পানি। আপনি ছুটে যাবেন আল-কাউসারের পানে। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাত থেকে অল্প একটু পানি আপনার সকল তৃষ্ণা মিটিয়ে দেবে। আপনি তৃষ্ণার্ত, ভীত, সন্ত্রস্ত। এটি সেই ভয়ঙ্কর দিন, যার ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ① يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَـٰكِنَّ عَذَابَ اللَّـهِ شَدِيدٌ ②

"হে মানব জাতি! তোমাদের রবের আযাব থেকে বাঁচো। আসলে কিয়ামতের প্রকম্পন বড়ই (ভয়ংকর) জিনিস। যেদিন তোমরা তা দেখবে, অবস্থা এমন হবে যে, প্রত্যেক দুধদানকারিনী নিজের দুধের বাচ্চাকে ভুলে যাবে, প্রত্যেক গর্ভবতীর গর্ভপাত হয়ে যাবে এবং মানুষকে তোমরা মাতাল দেখবে অথচ তারা নেশাগ্রস্ত হবে না। আসলে আল্লাহর আযাবই হবে এমনি কঠিন।"[৫৭]

একজন নারী তার দুধের শিশুকে ত্যাগ করবে, ছুড়ে ফেলবে। দুনিয়াতে এমন কিছু করার কথা কোনো মা চিন্তাও করতে পারবে না। ওই দিনের তীব্র আতঙ্কে

[৫৭] সূরা আল-হাজ্জ, ২২ : ১-২

গর্ভবতীদের গর্ভপাত হয়ে যাবে। ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষদের দেখে মনে হবে তারা মাতাল, কিন্তু তারা মাতাল নয়!

وَلَـٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ

"আসলে আল্লাহর আযাবই হবে এমনি কঠিন।"

তীব্র আতঙ্কে তারা উন্মাদ হয়ে যাবে, বমি করে দেবে।

إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ

"নিঃসন্দেহে কিয়ামতের কম্পন এক বিরাট বিষয়।"[৫৮]

এ ভয়ঙ্কর দিনে আল-কাউসারের কাছে গিয়ে আপনি যে শুধু নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাত থেকে পানি পান করবেন তা না, বরং এটা আপনাকে প্রশান্ত করবে। ভয়কে প্রশমিত করবে। বিচারের দিনে নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে থাকতে পারলে, আপনি নিরাপদ থাকবেন। তাই আপনি ছুটে যাবেন আল-কাউসারের দিকে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে। আপনি দৌড়ে যাবেন আর বলবেন, আমি একজন মুসলিম; কিন্তু ফেরেশতাগণ আপনাকে বাধা দেবে।

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলবেন, এরা তো আমার উম্মত! ফেরেশতাগণ বলবেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি জানেন না আপনার পরে এরা কী উদ্ভাবন করেছে অথবা কী পরির্তন সাধন করেছে। সবচেয়ে বড় পরিবর্তন হলো, তাদেরকে সালাত আদায়ের আদেশ করা হয়েছিল, কিন্তু তারা তা কখনও আদায় করেনি। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলবেন,

سُحْقًا سُحْقًا لِمَن بَدَّلَ بَعدى

"আমার পর যারা পরিবর্তন সাধন করেছে তারা দূর হোক!"[৫৯]

[৫৮] সূরা আল-হাজ্জ, ২২ : ১
[৫৯] বুখারী, আস-সহীহ : ৬৫৮৩; মুসলিম, আস-সহীহ : ২২৯০

সালাত না আদায়কারী আখিরাতে আল্লাহর সামনে সিজদাবনত হতে পারবে না

বিচারের দিন মহান আল্লাহ আসমান থেকে হাশরের ময়দানে নেমে আসার আগে আসমানের ফেরেশতারা অবতরণ করবেন। নিদারুণ কষ্টে-থাকা লোকেরা প্রশ্ন করবে, আল্লাহ কি আপনাদের মাঝে আছেন? তাঁরা বলবেন, না। তারপর, দ্বিতীয় আসমানের ফেরেশতারা নেমে আসবেন এবং লোকেরা তাঁদেরকে প্রশ্ন করবে, মহান আল্লাহ কি আপনাদের মাঝে আছেন? তাঁরাও বলবেন, না।

তারপর, তৃতীয় আসমানের সকল ফেরেশতা হাশরের ময়দানে নেমে আসবেন এবং তাঁদেরকেও প্রশ্ন করা হবে, মহান আল্লাহ তাঁদের মাঝে আছেন কি না? একইভাবে, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ আসমানের ফেরেশতারা নেমে আসবেন এবং তাঁদেরকেও একই প্রশ্ন করা হবে। সবাই একই জবাব দেবেন। অতঃপর সপ্তম আসমানের ফেরেশতাগণ অবতরণ করবেন মহান আল্লাহর আরশ নিয়ে। মহান আল্লাহ নেমে আসবেন এমনভাবে যা তাঁর শানের সাথে মানায়, যা তাঁর মহিমান্বিত সত্তার জন্য উপযুক্ত।

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

"কোনো কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সব শোনেন, সব দেখেন।"[৬০]

যখন তিনি নেমে আসবেন, ওই সময় সবাইকে সিজদাবনত হতে আদেশ করা হবে। এই সিজদা সৃষ্টিকে সম্মানিত করবে। এ হবে ভয়ঙ্কর আতঙ্কের এক দিন। এ দিনের ভয়াবহতা সম্পর্কে অল্প কিছু বর্ণনা আমরা এরই মধ্যে দিয়েছি। এ তীব্র ভয়ের সময় মহান আল্লাহ যখন হাশরের ময়দানে আসবেন তখন তাঁকে সিজদা করার মাধ্যমে সবাই সম্মানিত হবে।

কে এইদিন আল্লাহকে সিজদা করতে পারবে? ওই ব্যক্তি যে দুনিয়াতে আল্লাহর জন্য সিজদা করত। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহর জন্য সিজদাবনত হতো না, বিচারের দিনে সে আল্লাহর সামনে সিজদাবনত হতে পারবে না। এই হলো তার শাস্তি।

يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤٢﴾ خَاشِعَةً

[৬০] সূরা আশ-শূরা, ৪২ : ১১

أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ﴿٤٣﴾

"স্মরণ করো, যেদিন 'সাক' বা গোছা উন্মুক্ত করা হবে আর তাদেরকে সিজদা করতে আহ্বান জানানো হবে, তবে তারা (সিজদা দিতে) সক্ষম হবে না। তাদের দৃষ্টি অবনত থাকবে; লাঞ্ছনা তাদেরকে ছেয়ে যাবে। বস্তুত যখন তারা সুস্থ ও স্বাভাবিক, তখন তাদেরকে সিজদা করতে আহ্বান জানানো হতো। (কিন্তু তারা সিজদা করত না)।[৬১]

আল্লাহ তাঁর 'সাক' (পায়ের গোছা) উন্মুক্ত করবেন। কিন্তু সাক দেখতে কেমন? আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করি না, প্রশ্ন করি না। এসব প্রশ্নের উত্তর সৃষ্টির কাছে নেই, এসব প্রশ্নের উত্তর আমরা জানি না। তবে তা অবশ্যই আল্লাহর মহান সত্তা ও শানের সাথে মানানসই, সৃষ্টির মতো নয়।[৬২]

আল্লাহর মতো কোনো কিছুই নেই, তাঁর কোনো সদৃশ নেই। এবং আমাদের কল্পনা তাঁকে ধারণ করতে পারে না। মহান আল্লাহ যখন তাঁর পায়ের গোছা উন্মুক্ত করবেন তখন সকলেই সিজদাবনত হবে। কিন্তু এমন একটি দল থাকবে যারা সিজদাবনত হতে পারবে না। কেন তারা সিজদাবনত হতে পারবে না?

وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ

"বস্তুত যখন তারা সুস্থ ও স্বাভাবিক, তখন তাদেরকে সিজদা করতে আহ্বান জানানো হতো।"[৬৩]

দুনিয়াতে এ লোকগুলোকে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত মিলিয়ে ৩৪বার সিজদার জন্য আহ্বান করা হতো। কিন্তু তারা এ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করত। তাই কিয়ামতের দিন

[৬১] সূরা আল-কালাম, ৬৮ : ৪২-৪৩

[৬২] মাখলুকের জন্য স্রষ্টাকে কল্পনা করা সাধ্যাতীত এং তা ঈমান পরিপন্থী। আল্লাহ কেমন, এটা অনুধাবন তো দূরে থাক, প্রশ্ন করাও মুমিনের জন্য ধৃষ্টতা-প্রদর্শন। আল্লাহ কেমন, তা যেমন অনুধাবন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, আল্লাহর 'যাতি গুণসমূহ' ও 'সিফাতে কামালিয়া' অনুধাবন করাও সম্ভব নয়। আল্লাহ কুরআনে কোথাও বলেছেন, 'সমস্ত কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে তার চেহারা ছাড়া।' কোথাও বলেছেন, 'তিনি আরশে সমাসীন হয়েছেন!' কোথাও তিনি বলেছেন, 'সাক (পায়ের গোছা) উন্মুক্ত করা হবে।' এ জাতীয় আরও অনেক আয়াত কুরআনে আছে, আমাদেরকে যেগুলো বিশ্বাস করা জরুরি। কিন্তু আল্লাহর চেহারা কেমন? কীভাবে তিনি আরশে সমাসীন? আল্লাহর সাকের স্বরূপ কী? ইত্যাদি প্রশ্ন করা, ধরন ও কাইফিয়্যাত অনুধাবন করা কিংবা এ সমস্ত আয়াতের কোনোরূপ ব্যাখ্যা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের জন্য এতটুকু জরুরি যে, আমরা এ আয়াতসমূহকে কোনোরূপ দ্বিধা, ধরন ও কাইফিয়াত অনুধাবন কিংবা ব্যাখ্যা ছাড়াই বিশ্বাস করে নেব এবং বিশ্বাস করব যে, আল্লাহর গুণসমূহ আল্লাহর শানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, মাখলূকের মতো নয়। আর এ বিশ্বাসও রাখতে হবে যে, এ সমস্ত আয়াতের পূর্ণ-জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছে। এটিই রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শিক্ষা এবং এটিই আমাদের সালফে সালেহীনের রীতি। আল্লাহু আলামু। (সম্পাদক)

[৬৩] সূরা আল-কালাম, ৬৮ : ৪৩

তারা আল্লাহর সামনে সিজদাবনত হয়ে সম্মান লাভ করতে সক্ষম হবে না।

فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ ۖ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾

"তাই হে নবী! এ বাণী অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে আমার ওপর ছেড়ে দাও। আমি ধীরে-ধীরে তাদেরকে এমনভাবে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাব যে, তারা বুঝতেই পারবে না।"[৬৪]

কোথাও বেড়াতে গিয়ে বাসার বাচ্চাটা যখন গুরুতর কোনো অপরাধ করে ফেলে তখন অনেক সময় বাবা হুমকি দেয় 'আগে বাসায় যাই! বাসায় যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো! তারপর বুঝবে!' যখন বাবা এমন বলে তখন ছেলের জন্য এই অপেক্ষা অসহনীয় হয়ে যায়। সে আর শান্ত হয়ে বসতে, দাঁড়াতে কিংবা চিন্তা করতে পারে না। কারণ সে জানে, তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। কিন্তু কী শাস্তি দেওয়া হবে, সেটা সে জানে না। চিন্তা করুন, যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন বলা হয়, তখন ব্যাপারটা কেমন দাঁড়ায় :

فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ

"অতঃএব, যারা এই কালামকে মিথ্যা বলে, তাদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দিন।"

وَأُمْلِي لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿٤٥﴾

"আমি তাদেরকে সময় দিই। নিশ্চয় আমার কৌশল মজবুত।"[৬৫]

কিয়ামতের তীব্র ভয়ের দিন আল্লাহর সামনে সিজদাবনত হওয়ার সম্মান অন্তরগুলোকে প্রশান্ত করবে। আর কেবল তারাই সেদিন সিজদাবনত হতে পারবে, যারা দুনিয়াতে আল্লাহর সামনে সিজদাবনত হতো।

আপনি কি শয়তানের টয়লেট হতে চান?

আপনি কি শয়তানের প্রস্রাবখানা হতে চান? যারা সালাতের সময়ে ঘুমিয়ে থাকে এবং সময়মতো সালাত আদায় করে না, তাদের সম্পর্কে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি

[৬৪] সূরা আল-কালাম, ৬৮ : ৪৪
[৬৫] সূরা আল-কালাম, ৬৮ : ৪৫

ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

ذَلِكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنَيْهِ

"ওই ব্যক্তির কানে শয়তান প্রস্রাব করেছে।"

জানেন, কেন আপনার জীবনে নানা সমস্যা দেখা দেয়? এর একটি কারণ হলো আপনি সালাত আদায় করেন না। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ ঘুমায় তখন শয়তান তার মাথায় তিনটি গিঁট দেয় আর মন্ত্রণা দিয়ে বলে, আরও দীর্ঘ রাত আছে, ঘুমাও। কিন্তু সে যদি ঘুম থেকে উঠে আল্লাহকে স্মরণ করে, তার একটি গিঁট খুলে যায়। যখন সে ওজু করে, আরেকটি গিঁট খুলে যায়, তারপর যদি সে সালাত পড়ে অপর গিঁটটিও খুলে যায়। সে তখন প্রফুল্ল-মনে উদ্যমী হয়ে সকাল শুরু করে এবং কল্যাণ অর্জন করে। আর যদি সে এ আমলগুলো না করে, তা হলে খারাপ-মনে অলস হয়ে সে সকাল শুরু করে। তার কোনো কল্যাণ অর্জিত হয় না।[৬৬]

যখন মুয়াজ্জিন আযান দেয় আপনার মাথায় শয়তান তখন একটি গিঁট বাঁধে এবং বলে, ওই লোকের (মুয়াজ্জিনের) কথা আর সালাতের সময় নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই। আরও অনেকক্ষণ তুমি ঘুমাতে পারবে। মুয়াজ্জিন বলে,

الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

আর শয়তান বলে, আরে রাত এখনও পুরোটাই বাকি, ঘুমাও! ঘুমাও!

মুয়াজ্জিন আবারও বলে, 'আস-সালাতু খাইরুম মিনান নাউম', আর শয়তান বলে, দীর্ঘ রাত তোমার সামনে পড়ে আছে। চিন্তা কোরো না, ঘুমাও। এখন অনেক শীত, তোমাকে উঠে ওজু করতে হবে। এসব ঝামেলা নিয়ে চিন্তা বাদ দাও। বিছানার আরাম এবং উষ্ণতা ছেড়ে উঠতে যেয়ো না। তুমি দেরিতে ঘুমিয়েছ, বিছানাতেই থাকো।

জানেন, শয়তানের-দেওয়া এই গিঁটগুলো, এই বাধাগুলো কী? এগুলো হলো আপনার জীবনের সমস্যাগুলো। প্রতিদিন ফজরের সময় তিনটি গিঁট পড়ছে। ধরুন কেউ এক বছর ধরে ফজরের নামায পড়ে না। আসুন হিসেব করি তার কয়টা গিঁট পড়েছে। তিনশো পঁয়ষট্টি গুণন তিন। চিন্তা করুন এটা কেবল এক বছর এক

[৬৬] বুখারী, আস-সহীহ : ১১৪২, আবু দাউদ, আস-সুনান : ১৩০৬

রাকাত করে সালাত না পড়ার জন্য হিসাব। যদি আপনি দশ বছর সালাত আদায় না করেন? গিটের-ওপর-গিট। স্বামীর সাথে স্ত্রীর, স্ত্রীর সাথে স্বামীর সমস্যা, অফিসে বসের সাথে সমস্যা, নিজের জীবন নিয়ে বিষণ্ণতা এগুলোর পেছনে কোন বিষয়টি দায়ী, বুঝতে পারছেন?

যে সালাত আদায় না করে না সে দুটোর একটা!

যদি আপনি সালাত আদায় না করেন, তা নিশ্চয় দুটির একটি হবেন। হয় আপনি কাফির নতুবা আপনি হায়েজা মুসলিম নারী। অনেক সময় দেখবেন কোনো অনুষ্ঠান বা জমায়েতের সময় আযান দিলে অনেক লোক সালাত আদায় করতে উঠে যায়। কিন্তু সব সময়ই এমন কিছু হতভাগা লোক থাকে, যারা সালাতের জন্য না উঠে নিজের জায়গাতে বসেই থাকে। এখন থেকে এ-ধরনের লোকদের জিজ্ঞেস করবেন, ভাই আপনি কি হায়েজা নাকি কাফির? এই একই প্রশ্ন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেছিলেন। একবার হাজ্জে তিনি মসজিদে খাইফে সালাত আদায় করলেন। সালাতের পর পিছনে ফিরে দেখেন, দুজন লোক সবার পিছনে বসেছিল। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাদেরকে আমার কাছে নিয়ে আসো। তাদেরকে আনা হলো। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন,

ما منعكما أن تصلّيا معنا؟ أَلَسْتُمَا مُسْلِمِيْنَ؟

"আমাদের সাথে সালাত পড়লে না যে! তোমরা কি মুসলিম পুরষ নও!"

তারা উত্তর দিলেন, অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল! আমরা মনে করেছিলাম, এসে জামাত ধরতে পারব না, তাই আগেই পথে সালাত পড়ে নিয়েছি।"[৬৭]

'তোমরা কি মুসলিম পুরষ নও' প্রশ্ন দ্বারা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী বোঝাতে চাইলেন? হয় এই দুজন লোক কাফির হবার কারণে সালাত আদায় করছে না, অথবা তারা মুসলিম কিন্তু হায়েজা নারী। কারণ এ দু-ধরনের মানুষই কেবল সালাত আদায় থেকে দায়মুক্ত হয়ে আছে। যে কাফির, তাকে প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করতে হবে, তারপর সালাত তার ওপর ফরজ হবে। আর হায়েজা নারীর জন্য শারীআর বিধান হলো, তার সালাত আদায় করতে হবে না। তাই, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রশ্নের দ্বারা এই লোক দুজনকে বোঝালেন যে, তোমরা

[৬৭] বাইহাকি, আস-সুনানুল কুবরা : ৩৬৪০, আহমাদ, আল-মুসনাদ : ১৭৪৫৭

কি হায়েজা যে সালাত আদায় না করে বসে আছ? যখন কোনো লোককে দেখবেন সালাত আদায় না করে বসে আছে, তাকে গিয়ে প্রশ্ন করবেন তার পিরিয়ড চলছে কি না, সে হায়েজা কি না! যদি সে তার হায়েজকালীন সময়ে থাকে, তা হলে তাকে ছেড়ে দিন!

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রশ্নের জবাবে লোক দুজন বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমরা সালাত আদায় করেছি। তারা মুসাফির ছিলেন এবং ইতোমধ্যেই সালাত আদায় করে ফেলেছিলেন। সম্ভবত তাঁরা যোহর এবং আসর অথবা মাগরিব ও ঈশা একত্রে আদায় করেছিলেন। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে তারা যখন এলাকায় গেলেন তখন দেখা গেল ওই এলাকার লোকেরা সালাত আদায় করেনি। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা কেন সালাত আদায় করোনি? লোকেরা বলল, আমরা ইতোমধ্যেই সালাত আদায় করেছি। আমরা একটি সফরে ছিলাম এবং তখন সালাত আদায় করেছি। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যদি তোমরা মুসাফির থাকাকালীন সালাত আদায় করো এবং তারপর শহরে ফিরে এসো, তা হলে জনসম্মুখে দাঁড়িয়ে থেকো না। আযান হচ্ছে, আর তোমরা মসজিদের বাইরে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখছ! মসজিদের ভেতরে ঢুকে আবারও সালাত আদায় করো।

দেখুন এই লোকেরা সালাত আদায় করেছিলেন। তবুও মসজিদের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকায় এবং পুনরায় মুসলিমদের সাথে সালাত আদায় না করার কারণে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে লজ্জা দিলেন। তাই যে সালাত আদায় করে না, সে হয় কাফির নতুবা হায়েজা নারী (তবেই কেবল সে সালাত থেকে দায়মুক্ত হতে পারে)।

নিজেকে প্রশ্ন করুন, কে উত্তম? আমি না শয়তান?

যারা সালাত আদায় করেন না, তারা নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, কে উত্তম? আমি নাকি শয়তান? আপনারা জানেন, ইবলিশ ছিল অত্যন্ত ইবাদতগুজার। জিনদের মধ্যেও ইবাদতগুজার বান্দা ছিল, আর ইবলিশ ছিল এমনই একজন আবেদ জিন। আল্লাহ যখন ফেরেশতাদের এবং তাদের-মধ্যে-থাকা জিনদের আদমের প্রতি সিজদাবনত হতে আদেশ করলেন, ইবলিশ তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। কেবল একটিবার, কেবল একটি সিজদায় অস্বীকৃতি অভিশপ্ত ইবলিশকে বানিয়েছিল সৃষ্টির সবচাইতে নিকৃষ্ট।

ইবলিস একটি সিজদার আদেশ অমান্য করেছিল। তা হলে বলুন তো, কে নিকৃষ্ট?

ইবলিশ নাকি ওই ব্যক্তি, যে প্রতিদিন চৌত্রিশবার সিজদার আদেশ অমান্য করে? ৫ ওয়াক্ত মিলিয়ে ১৭ রাকাত সালাতে সর্বমোট ৩৪টি সিজদা। যে ব্যক্তি একদিন সালাত ছেড়ে দেয়, সে চৌত্রিশটি সিজদা ছেড়ে দেয়। আপনি যদি সালাত আদায় না করেন, তা হলে প্রতিদিন ৩৪ বার সিজদার আদেশ অমান্য করছেন। ইবলিশ একটি সিজদার আদেশ অমান্য করে বিতাড়িত শয়তানে পরিণত হয়েছিল। তা হলে বলুন কে নিকৃষ্ট? যে দিনে ৩৪ বার সিজদা ছেড়ে দেয়, ওই ব্যক্তি? নাকি যে একবার ছেড়ে দেয়, সে? আপনারা যদি আল্লাহর উদ্দেশ্যে সালাত আদায় না করেন, তা হলে শয়তানের শ্রেণিতে পড়বেন।

এটাই কি সালাত আদায়ের জন্য যথেষ্ট নয়? আমি আপনাদের প্রতি কর্কশ হতে চাই না, তবে আমি চাই এ-কথাগুলো পড়ার পর আপনারা আল্লাহর দিকে ফিরে যাবেন এবং সালাত আদায় করবেন। আমরা রূঢ়তার সাথে কথাগুলো বলছি, বিষয়টা এমন না। বরং শাস্তির ব্যাপারে আলোচনার আগে আমরা আশা, প্রতিশ্রুতি এবং পুরস্কারের আলোচনা এনেছি। কেউ-কেউ প্রতিশ্রুতি পেলে কাজ করে, আবার কেউ শাস্তির ভয়ে কাজ করে। কোনো-কোনো বাচ্চাকে আপনি পঞ্চাশ টাকা দিলে সে নিজের ঘর গুছাবে, আবার অন্য কোনো বাচ্চাকে দিয়ে কাজ করাতে হলে আপনাকে বলতে হবে যে, ঘর না গুছালে তোমার কপালে পিটুনি আছে। আবার অনেকের ওপর দুটাই কাজ করে। এ কারণেই আমরা পুরস্কার ও শাস্তি, দুটোর কথাই উল্লেখ করেছি। আপনাকে নিছক আতঙ্কিত করা আমাদের উদ্দেশ্য না। আপনি আল্লাহর আনুগত্য করুন তা হলে ইন-শা-আল্লাহ এ ব্যাপারগুলো নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না।

চার নাম্বার : সালফে সালেহীন এবং আলিমগণের কিছু বক্তব্য

সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। সালাতের ব্যাপারে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অভিমত সম্পর্কে তাঁরাই সর্বাধিক অবগত এবং এ কারণে তাঁদের অভিমত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ইবনে হাজার আসকালানি একদল সাহাবায়ে কেরামের নাম উল্লেখ করেছেন যারা বিশ্বাস করতেন, ইচ্ছাকৃতভাবে এক ওয়াক্ত সালাত ত্যাগ করা এমন কাজ যা কিনা

ব্যক্তিকে কাফির বানিয়ে দেয়। সাহাবায়ে কেরাম-এর মধ্যে যারা এ অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে আছেন : আবদুর রহমান ইবনে আউফ, আবু হুরাইরা, উমার, মুআজ ইবনে জাবাল, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, জাবির ইবনে আবদিল্লাহ এবং আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন।

তাঁরা সকলেই নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবি। সাহাবি ব্যতীত অন্যান্য যারা এ মতটি গ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন জুহাইর ইবনে হারব, আবু দাউদ তায়ালিসি, আইয়ূব সাখতিয়ানি, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক, ইবরাহীম নাখঈ, হাকিম ইবনে উতাইবা এবং অন্যান্যরা। তাঁরা সবাই বিশ্বাস করতেন যে, কেবল সময়ের মধ্যে এক ওয়াক্ত সালাত আদায় না করার কারণে একজন ব্যক্তিকে কাফির গণ্য করা হবে।[৬৮]

> উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "এমন ব্যক্তির জন্য ইসলামে কোনো স্থান নেই যে সালাত পরিত্যাগ করে।"[৬৯]

জানেন, কখন তিনি এ-কথা বলেছেন? উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু এই কথা বলেছেন যখন তিনি ছিলেন রক্তাক্ত, তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তে।

ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "যে সালাত ত্যাগ করে সে কাফির।"

আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন,

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا صَلَاةَ لَهُ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ

> "যার সালাত নেই তার ঈমান নেই, আর যার ওজু নেই তার সালাত নেই।"[৭০]

ওজু ছাড়া যেমন সালাত গ্রহণযোগ্য হয় না, তেমনিভাবে সালাত ছাড়া ঈমান থাকে না।

---

[৬৮] শাইখ এখানে ইবনে হাজার আসকালানি-এর কথাটি কোন গ্রন্থ থেকে নিয়েছেন, আমি আমার সামান্য তাহকীকে খুঁজে পাইনি। তবে হাফেজ মুনযিরি উক্ত সাহাবি ও পরবর্তী সালাফগণের নাম উল্লেখ করেন তার আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৩৯৪ ও ৩৯৫ পৃষ্ঠায় এই রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন। তারা সকলেই বিশ্বাস করতেন যে, এক ওয়াক্ত সালাত ইচ্ছাকৃতভাবে তরক করা কুফরি। (সম্পাদক)

[৬৯] মারুযি, তাযিমু কাদরিস সালাত : ২/ ৮৭৯

[৭০] মুনযিরি, আত-তারগীব : ১/২৬৪

ইবরাহীম নাখঈ বলেছেন,

مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كَفَر

"যে সালাত ছেড়ে দেয়, সে কুফরি করল।"[৭১]

আইয়ুব সাখতিয়ানি বলেছেন,

تَرْكُ الصَّلَاةِ كُفْرٌ، لا يُخْتَلَفُ فِيهِ

"সালাত ছেড়ে দেওয়া যে কুফর, এ ব্যাপারে কোনো ইখতিলাফ নেই।"[৭২]

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন :

لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقِيمَ مَعَ امْرَأَةٍ لَا تُصَلِّ

"সালাত আদায় করে না, এইরূপ মহিলার সাথে থাকা কোনো পুরুষের জন্য বৈধ নয়।"

বিয়ের সময় প্রথম যে প্রশ্নের উত্তর আপনাকে জানতে হবে তা হলো, সে কি সালাত আদায় করে? পুরুষ ও মহিলা উভয়ের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য। সে কি আইনজীবী, ডাক্তার না ইঞ্জিনিয়ার; সে কী পরিমাণ রোজগার করে, কোন শহরে থাকে এগুলো প্রথম প্রশ্ন না। বরং প্রথমে জানতে হবে, সে সালাত আদায় করে কি না। পাত্র বা পাত্রী সালাত আদায় না করলে অন্য কাউকে খুঁজে নিন। আল্লাহর আদেশসমূহের ব্যাপারে যে বিশ্বস্ত না, নির্ভরযোগ্য না, আপনার গোপনীয় বিষয় এবং সম্মানের ব্যাপারেও সে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য হবে না। বিয়ের ভিত্তি হলো বিশ্বাস। যে আল্লাহর আদেশের ব্যাপারেই বিশ্বস্ত না, সে অন্য কোনো কিছুর ব্যাপারেও বিশ্বস্ত হতে পারে না।

ফিলিস্তিনে কাটানো পুরোনো দিনগুলোর ব্যাপারে বাবার-বলা-একটি-গল্প আমার মনে পড়ে। ফিলিস্তিনীরা তখন ইহুদীদের সাথে মিলেমিশে কাজ করত। কোনো এক ইহুদীর জমিতে কাজ করত ফিলিস্তিনী কৃষকরা। রমাদান মাসে একদিন ওই ইহুদী সব কৃষককে ডেকে বলল, যারা সাওম পালন করছেন তারা এক সারিতে দাঁড়ান, আর যারা সাওম পালন করছেন না তারা দাঁড়ান আরেক সারিতে। অধিকাংশ কৃষক সাওম পালন না করার সারিতে চলে গেল, যদিও তাদের মধ্যে

[৭১] মারুযি, তাযিমু কাদরিস সালাত : ২/৮৯৮

[৭২] মুনযিরি, আত-তারগীব : ১/৩৯৬

অনেকে সাওম পালন করছিল! সাওম পালনকারী যেহেতু দিনভর কিছুটা দুর্বলতা অনুভব করে, তাই তারা ভেবেছিল সাওম পালন করার কথা জানালে ইহুদী জমিদার হয়তো তাদের বিনা মজুরিতে বাসায় পাঠিয়ে দেবে। সবাই দুটি সারিতে আলাদা হয়ে দাঁড়াবার পর যারা সাওম না রাখার সারিতে দাঁড়িয়েছিলে, ইহুদী জমিদার তাদের সবাইকে বলল, তোমরা বাড়ি ফিরে যাও। যদি তোমরা নিজের দ্বীনের ব্যাপারে বিশ্বস্ত না হও, তা হলে আমার কাজের ব্যাপারে কীভাবে আমি তোমাদের ওপর বিশ্বাস রাখি? আর যারা সাওম পালন করেছেন, আপনারা এখানে কাজ করুন। এভাবে সে অধিকাংশ মানুষকে ঘরে পাঠিয়ে অল্প কিছু লোককে কাজের জন্য রাখল। কেন?

কারণ এই ইহুদী জমিদার জানত, যে ব্যক্তিকে তার দ্বীনের ব্যাপারে বিশ্বাস করা যায় না, অন্য কোনো কিছুতেই তাকে বিশ্বাস করা যাবে না। ব্যবসায়িক লেনদেন, ক্যাশের হিসাব রাখা, কোম্পানির কোনো কাজ, কোনো কিছুতেই আপনি তার কাছ থেকে যথাযথ আমানতদারী পাবার আশা করতে পারবেন না। কেননা সে তো ওই আল্লাহ যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর অধিকারগুলোই ঠিকমতো আদায় করে না। আপনি তো মাখলুক, নগণ্য সৃষ্টি। আপনার হকগুলো কেন সে আদায় করবে? যে নারী সালাত আদায় করে না সে তো এমন একজনের সাথেই ভালো না, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, তাকে দৃষ্টিশক্তি দিয়েছেন, তাকে আকৃতি এবং সৌন্দর্য দিয়েছেন। তা হলে কীভাবে সে আপনার সাথে ভালো হবে এবং বিশ্বস্ত হবে?

ইবনুল জাওযি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, যে ব্যক্তি সালাত ছেড়ে দেয়, তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না, তার সাথে খাওয়া যাবে না, নিজ কন্যাকে তার সাথে বিয়ে দেওয়া যাবে না এবং কখনও তার সাথে একই সাথে রাস্তায় চলা যাবে না (তবে কেউ দাওয়াহ দেওয়ার জন্য তার সাথে সময় দিলে সেটা ভিন্ন কথা)।

ইসহাক ইবনে রাহাওয়াহ বলেন,

صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ كَافِرٌ

"এটা সত্য এবং রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত যে, সালাত-ছেড়ে-দেওয়া-ব্যক্তি কাফির।"[৭৩]

[৭৩] মারুযি, তাযীমু কাদরিস সালাত : ২/ ৯৩০

ইবনে হাযম রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

لا ذنب بعد الشرك أعظم من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها

"শিরকের পরে সময়ের মধ্যে সালাত আদায় না করার চেয়ে অধিক ভয়াবহ কোনো পাপ নেই।"[৭৪]

ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب، وأكبر الكبائر، وأن إثمه أعظم من إثم قتل النفس، وأخذ الأموال، ومن إثم الزنا، والسرقة، وشرب الخمر. وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه، وخزيه فى الدنيا والآخرة.

"মুসলিমরা এ ব্যাপারে দ্বিমত করে না যে, ইচ্ছাকৃতভাবে ফরজ সালাত পরিত্যাগ করা কবীরা গোনাহের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ। আল্লাহর কাছে সালাত পরিত্যাগ করার গুনাহ খুন করা, চুরি করা, ব্যভিচার করা, মদ পান করা এবং যিনার গুনাহর চেয়ে গুরুতর। আর এমন ব্যক্তি (ফরজ সালাত ত্যাগকারী) আল্লাহর শাস্তি এবং ক্রোধের প্রতি এবং দুনিয়া ও আখিরাতের লাঞ্ছনার প্রতি নিজেকে উন্মুক্ত করে দেয়।"[৭৫]

সালাত না পড়ার বিষয়টি কতটা গুরুতর, বুঝতে পারছেন? তাই প্রথমত, আমরা তারগীব (সালাত আদায়ের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি এবং পুরস্কার) এনেছি, দ্বিতীয়ত, আমরা সময়মতো সালাত আদায়ের ব্যাপারে আলোচনা করেছি, তৃতীয়ত আমরা তারগীবের বিপরীত অর্থাৎ তারহীব নিয়ে আলোচনা করেছি এবং চতুর্থত সালাতের ব্যাপারে সাহাবি, আলিম এবং সালীহ (পুণ্যবান) ব্যক্তিদের কিছু বক্তব্য উপস্থাপন করেছি। আমি আবারও এ পয়েন্টগুলো এখানে বললাম, যাতে আপনাদের মনে এই পুরো আলোচনার ব্যাপারে একটি রূপরেখা থাকে। এখন আমি যাব পঞ্চম পয়েন্টে। সালাতকে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুন কতটা গুরুত্ব দিতেন, তা নিয়ে আমরা আলোচনা করব।

[৭৪] মুহাম্মাদ ইসমাঈল মুকাদ্দিম, লিমাযা লা নুসাল্লি : ৯/৪
[৭৫] ইবনুল কাইয়্যিম, আস-সালাত ওয়া হুকমু তারিকিহা : ১৬

পাঁচ নাম্বার : সালাতকে সালফে সালেহীন কেমন মর্যাদাসম্পন্ন বিবেচনা করতেন

• সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন একজন বিখ্যাত তাবেয়ি ও আলিম। তিনি মৃত্যুশয্যায়, পাশে তাঁর কন্যা কাঁদছে। স্বাভাবিকভাবেই এমন পরিস্থিতিতে যে-কোনো সন্তানকে পিতা-হারানোর-বেদনা ও কষ্ট গ্রাস করবে। তিনি তাঁর কন্যাকে সান্ত্বনা দিলেন। বললেন, কেঁদো না, আমি চল্লিশ বছরে এক ওয়াক্ত সালাতও ছেড়ে দিইনি।

দেখুন, মৃত্যুশয্যায় কোন বিষয়টির ওপর তিনি ভরসা করছেন। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব কে? দুনিয়াতে-আসা সর্বশ্রেষ্ঠ আলিমদের একজন। তিনি কিন্তু বলেননি যে, আমি বহু লোককে ইলম শিক্ষা দিয়েছি, আমার এত-এত ছাত্র আছে এবং আমার-মাধ্যমে-প্রচারিত-ইলম কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। তিনি এ বিষয়গুলোর ওপর ভরসা করেননি, এ বিষয়গুলোর কথা উল্লেখ করেননি। বরং, তিনি যে বিষয়টি নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করার প্রত্যাশা করেছেন তা হলো তাঁর সালাত। তাই তিনি বললেন, কেঁদো না মেয়ে, আমি চল্লিশ বছরে কখনও এক ওয়াক্ত সালাতও ছেড়ে দিইনি।

• আল-আ'মাশ রাহিমাহুল্লাহ মৃত্যুশয্যায় বলেছেন, পঞ্চাশ বছর ধরে আমি ইমামের পিছনে সালাতের প্রথম তাকবীর থেকে সালাত আদায় করেছি। আমরা জানি জামাতে সালাত শুরু হয় ইমামের তাকবীরের মাধ্যমে। ইমাম আল্লাহু আকবার বলেন, এবং তারপর মুসল্লিরা আল্লাহু আকবার বলেন। পঞ্চাশ বছর ধরে তিনি তাকবীরে উলার সাথে জামাতে সালাত আদায় করেছেন। পঞ্চাশ বছরে এক রাকাত সালাতেও জামাতের এই প্রথম তাকবীর তিনি মিস করেননি।

• সাবিত ইবনে আমির ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর ছিলেন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবি যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নাতি। যুবাইর ইবনুল আওয়্যাম ছিলেন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ফুফাতো ভাই।

তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরকেও সাহাবি বিবেচনা করা হয় যেহেতু তিনি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে তাঁর জীবদ্দশায় পেয়েছিলেন। সাবিত ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নাতি। সাবিত যখন অত্যন্ত বৃদ্ধ, অসুস্থ এবং মৃত্যুশয্যায় শায়িত তখন তিনি মাগরীবের আযান শুনতে পেলেন।

তিনি তাঁর সন্তানদের বললেন, আমাকে মসজিদে নিয়ে চলো। তাঁরা বলল, আপনার মসজিদে যাবার প্রয়োজন নেই। আপনি অসুস্থ, আপনার ওজর আছে।

আজ আমরা ঠিকমতো সালাত আদায় করি না, কিন্তু অসুস্থ ব্যক্তির জন্য শারীআতে যে প্রশস্ততা আছে, সেটার ব্যাপারে আবার আমরা অনমনীয়। কেউ যদি অসুস্থ হবার কারণে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে না পারে, তা হলে শারীআ তাঁকে বসে সালাত আদায় করার অনুমোদন দেয়। যদি কেউ বসে সালাত আদায় করতে না পারে, তবে সে শুয়ে সালাত আদায় করার সুযোগ পাবে। যদি কেউ এতটাই অসুস্থ হয়ে যে সে শুয়েও ঠিকমতো সালাত আদায় করতে পারছে না, তা হলে সে চোখের ইশারায় সালাত আদায় করতে পারবে। অর্থাৎ ইসলামি শারীআতে এ ব্যাপারে নমনীয়তা আছে। তবে সালাত আদায় করতেই হবে।

তাই সাবিতের সন্তানেরা তাঁকে বলল, আপনার মসজিদে যাবার দরকার নেই। এখানেই সালাত পড়ে নিন। সাবিত ঘরেই সালাত আদায় করতে পারতেন। এতে তাঁর গুনাহ হতো না। কারণ অসুস্থ হবার কারণে তাঁর বৈধ ওজর ছিল। কিন্তু তিনি বললেন, আমাকে মসজিদে নিয়ে চলো, তোমরা কি চাও حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ শোনার পরও আমি মসজিদে না গিয়ে বাসায় বসে থাকি?

এ-কথা বলার পর তাঁকে মসজিদে নিয়ে যাওয়া হলো। তাঁর মৃত্যু হলো মসজিদেই। মাগরীবের সালাতের শেষ সিজদায় থাকা অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করলেন। তিনি একটি উত্তম মৃত্যু লাভ করলেন। এর কারণ হলো তিনি সর্বদা আল্লাহকে বলতেন, হে আল্লাহ! আমাকে উত্তম মৃত্যু দান করুন। কেন এই মৃত্যুকে আমরা উত্তম মৃত্যু বলছি? কারণ সিজদারত অবস্থায় যে মানুষ মৃত্যুবরণ করল, কিয়ামতের দিন সে পুনরুত্থিত হবে সিজদারত অবস্থায়। আর কিয়ামতের দিন সিজদারত অবস্থায় ওঠা নিশ্চয়ই উত্তম অবস্থা।

- উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে কাদিসিয়্যার যুদ্ধে পাঠালেন। কাদিসিয়্যার যুদ্ধ ছিল ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধগুলোর অন্যতম। এ যুদ্ধে পাঠানোর আগে মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস-এর প্রতি উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নসিহা কী ছিল, জানেন? তিনি তাঁদের বর্ম, তলোয়ার আর তিরগুলোর ব্যাপারে প্রশ্ন করেননি। এগুলো নিয়ে চিন্তিত ছিলেন না উমার। উমার চিন্তিত ছিলেন সালাত নিয়ে। তিনি বলেছিলেন, সাদ, সবাই যেন সময়মতো সালাত আদায় করে তা নিশ্চিত করতে হবে। কেননা আমরা পরাজিত হই আমাদের পাপের কারণে।

وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ۝

"তোমাদের ওপর যেসব বিপদ-আপদ পতিত হয়, তা তোমাদের কর্মেরই ফল এবং তিনি তোমাদের অনেক গোনাহ ক্ষমা করে দেন।"[৭৬]

সালাত ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে বড় গুনাহ আর কী? আজ উম্মাহর মাঝে আমরা যে সমস্যাগুলো দেখি, এগুলোর কারণও হলো আমাদের গুনাহ। বিজয়ী হতে হলে, আমাদের এ গুনাহগুলো বন্ধ করতে হবে। প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বাহিনী প্রেরণের সময় উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সবচেয়ে বেশি চিন্তা ছিল সময়মতো সালাত আদায় করা নিয়ে। সালাত কতটা গুরুত্বপূর্ণ, এই ঘটনা তার প্রমাণ।

সালাতের সাথে সম্পর্কিত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আরেকটি ঘটনা বলি। উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু সব সময় দুআ করতেন, হে আল্লাহ! আমি মদীনায় মৃত্যুবরণ করতে চাই এবং শহীদ হিসেবে মৃত্যুবরণ করতে চাই। লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করত, উমার! আপনি মদিনায় কীভাবে শহীদ হিসেবে মৃত্যুবরণ করতে চান যখন মদীনাতে কোনো জিহাদ নেই? মদীনা তো বিজয়ী শহর, মদীনা ইসলামের ঘাঁটি। এখানে কোনো যুদ্ধ নেই। তা হলে কীভাবে মদীনাতে কারও পক্ষে শহীদ হওয়া সম্ভব? তবুও উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু সব সময় এ দুআ করতেন।

ফজরে তিনি সূরা ইউসুফ তিলাওয়াত করতে পছন্দ করতেন। একদিন ফজরের জামাতের সময় তিনি সূরা ইউসুফ তিলাওয়াত করছিলেন। এমন সময় আবু লু'লুআহ মাজুসি নামের এক লোক দুদিকে ধারালো-বিষ-মাখানো এক খঞ্জর নিয়ে আক্রমণ শুরু করল। উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে সে বিদ্ধ করল ওই খঞ্জরের বিষাক্ত অংশ দিয়ে। উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু মাটিতে পড়ে গেলেন। প্রথম রাকাতের পর লোকজন তাঁকে সরিয়ে নিয়ে গেল ধরাধরি করে। পরিস্থিতিটা কল্পনা করুন। ফজরের জামাত চলাকালীন সময়ে মুসলিম বিশ্বের নেতা আক্রান্ত হয়েছেন। মারা যাচ্ছেন। এমন সময়ও মুসলিমরা সালাত ভাঙল না। তাঁরা সালাত চালিয়ে গেল। উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু পড়ে যাবার পর আবদুর রহমান ইবনে আউফ প্রথম কাতার থেকে ইমামের জায়গায় চলে আসলেন। সালাত শেষ হলো তাঁর ইমামতিতে। তবে অবশ্যই অল্প কিছু-সংখ্যক মুসল্লি সালাত ছেড়ে আততায়ীকে নিরস্ত্র করেছিলেন এবং মনোযোগ দিয়েছিলেন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দিকে। সালাতকে তাঁরা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন।

---

[৭৬] সূরা আশ-শূরা, ৪২: ৩০

সালাতের পরে তাঁরা উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। তাঁকে শরবত পান করানো হলো কিন্তু সেটা তাঁর শরীরের পাশের ক্ষতস্থান দিয়ে বেরিয়ে এলো। তিনি বারবার জ্ঞান হারাচ্ছিলেন। প্রতিবার জ্ঞান ফিরে পাবার পর প্রশ্ন করছিলেন, আমি কি সালাত আদায় করেছি? তাঁকে বলা হচ্ছিল, উমার! আপনি এক রাকাত আদায় করেছেন। এ-কথা শোনার পর ফজরের দ্বিতীয় রাকাত সালাত আদায়ের জন্য ওই অবস্থাতেই তিনি আল্লাহু আকবার বলছিলেন। কিন্তু এটুকু বলেই আবার অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলেন শরীরের আঘাত আর বিষের প্রভাবে। তারপর আবার জ্ঞান ফিরে পেয়ে তিনি প্রশ্ন করছিলেন, আমি কি সালাত আদায় করেছি? ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুম বর্ণনা করেছেন, ফজরের সালাত আদায় শেষ না করা পর্যন্ত তিনি এরূপ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি দ্বিতীয় রাকাত শেষ করতে পেরেছিলেন। দেখুন, এমন অবস্থাতেও তবে তাঁর হৃদয়ে ছিল সালাত, এক রাকাত সালাত ছুটে যাবে এটা তিনি কোনোভাবেই মানতে পারছিলেন না।

• কুতাইবা ইবনে মুসলিম-এর নেতৃত্বে আমাদের পিতামহরা যখন আফগানিস্তান বিজয় করতে গিয়েছিলেন, তখন তাঁদের ছিল এক লাখ সেনাবিশিষ্ট এক বিশাল বাহিনী। যুদ্ধের আগে এক লক্ষ যোদ্ধাবিশিষ্ট বাহিনীর সেনাপতি কুতাইবা ইবনে মুসলিম সালাতে দাঁড়িয়ে কাঁদতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমাদেরকে বিজয় দান করুন। সালাত শেষে শত সহস্রের বাহিনীর দিকে তাকিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসি কোথায়? উত্তরে বলা হলো, এক লক্ষ লোকের মাঝ থেকে মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসিকে আমরা কীভাবে খুঁজে বের করব? তাঁকে এখন খুঁজতে গেলে তো পুরো দিন পেরিয়ে যাবে।

সেনাপতি তাঁর সিদ্ধান্তে অটল। আমি মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসিকে দেখতে চাই। অনেক খোঁজাখুঁজির পর শেষতক মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসিকে খুঁজে পাওয়া গেল। নির্জনে সালাত আদায়রত অবস্থায়। তিনি সালাত আদায় করছিলেন আর আঙুল তুলে বারবার দুআ করছিলেন, হে আল্লাহ! আমাদের বিজয় দান করুন। হে আল্লাহ! আমাদের বিজয় দান করুন। এ দৃশ্য দেখার পর কুতাইবা বললেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসির এই আঙুলই দেখতে চাচ্ছিলাম। শত সহস্রের বাহিনীর চেয়েও আল্লাহর কাছে সালাতে-উঁচু-করা মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসির আঙুল আমার কাছে বেশি দামি। তারপর তিনি মুসলিম-বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হবার আদেশ দিলেন। এই সালাতই আমাদের বিজয়ী করে এবং আলোকিত করে আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতকে।

• খন্দকের যুদ্ধে, দশ হাজারের এক বাহিনী নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আক্রমণ করতে এলো। এত বড় বাহিনী ওই সময় সচরাচর দেখা যেত না। শত্রু বাহিনী আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য মুসলিমরা পরিখা খনন করলেন। পরিখা খোড়ার উদ্দেশ্য ছিল শত্রুবাহিনীকে দূরে রাখা। কারণ দশ হাজারের মোকাবিলায় মুসলিমদের সংখ্যা ছিল এক হাজারেরও কম। পরিখার একটি জায়গায় ঠিকভাবে খনন করা বাকি ছিল। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখলেন, শত্রুরা সেদিক দিয়ে আসার চেষ্টা করছে। সাহাবিদের নিয়ে দ্রুত সেখানে গিয়ে তিনি জায়গাটি খনন করতে শুরু করলেন। শত্রুর মোকাবিলা এবং পরিখা খুঁড়তে খুঁড়তে পার হয়ে গেল আসরের সালাতের সময়। এটি ছিল বৈধ ওজর, কিন্তু নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মর্মাহত হয়ে বললেন,

مَلَأَ اللّٰهُ بُيُوتَهُمْ وَقُلُوبَهُمْ نَارًا كَمَا شَغَلُونَا عَنْ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى

"আল্লাহ তাদের ঘর এবং অন্তরসমূহকে জাহান্নামের আগুন দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিক, যেভাবে তারা আমাদেরকে আওয়াল ওয়াক্তে আসরের সালাত থেকে দূরে রেখেছে।"[৭৭]

বুঝতে পারছেন, দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম প্রজন্মের মানুষগুলোর কাছে সালাত কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল?

ছয় নাম্বার : মানুষ কেন সালাত আদায় করে না?

আল্লাহ এবং তাঁর নবী আমাদের সালাত আদায় করতে বলেছেন। এটা জানা সত্ত্বেও মানুষ কেন সালাত আদায় করে না? আমার অভিজ্ঞতার-আলোকে আমি এর কিছু কারণ খুঁজে বের করেছি।

প্রথম কারণ :

যখন কাউকে প্রশ্ন করবেন, আপনি সালাত আদায় করেন না কেন? দেখবেন অনেকেই বলছে, ভাই! আমার মন পরিষ্কার, আমি কখনও কারও ক্ষতি করি না। তারা মনে করে যে 'পরিষ্কার' মন আর কারও ক্ষতি না করা, তাদের জান্নাতে যাওয়ার চাবি। দেখবেন তারা আরও বলবে যে, আমি আল্লাহ এবং নবী সল্লাল্লাহু

---

[৭৭] বুখারী, আস-সহীহ : ৪১১১

আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ভালোবাসি।

এরা মিথ্যাবাদী। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে এরা আসলে ভালোবাসে না।

ধরুন আপনি বিবাহিত। আপনার স্ত্রী আপনাকে বলল, তুমি কি দয়া করে আমার জন্য প্রতিদিন পাঁচবার গোলাপ ফুল আনতে পারবে? আপনি সেটা পাত্তাই দিলেন না। এভাবে একদিন, দুদিন, তিনদিন, এক মাস, দুমাস, এক বছর যাবে, তারপর? একসময় আপনার স্ত্রী ধরে নেবে যে আপনি তাকে ভালোবাসেন না এবং সে আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আপনি যদি স্ত্রীকে প্রতিদিন ৫ বার কোনো একটা কাজ করার কথা বলেন, এবং সে যদি সেটা না করে তা হলে একটা সময় পর আপনিও তাঁর কাছ থেকে আলাদা হতে চাইবেন। কারণ মানুষ যখন আসলেই কাউকে ভালোবাসে তখন কাজের মাধ্যমে সেটার প্রকাশ পায়। যদি কাজের মাঝে প্রতিফলন না থাকে, তা হলে অন্তরের ভালোবাসার দাবি মিথ্যা।

আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

"কসম যুগের (সময়ের), নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে তাগিদ করে সত্যের এবং তাগিদ করে সবরের।"[৭৮]

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

অর্থাৎ যদি আপনি মুমিন হয়েও নেক আমল না করেন, তা হলে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। আর যদি কেউ অনেক নেক আমল করে কিন্তু বিশ্বাসী না হয়, তা হলে সেও ক্ষতিগ্রস্ত।

ঈমান ও সৎকর্ম, এই দুটি বিষয়কে কুরআনে আল্লাহ সর্বদা একসাথে রেখেছেন।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾

"নিশ্চয়ই, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের

[৭৮] সূরা আল-আসর, ১০৩ : ১-৩

অভ্যর্থনার জন্যে আছে জান্নাতুল ফিরদাউস।"[৭৯]

আপনি যদি মুমিন হন এবং নেক আমল করেন, তা হলে জান্নাত হবে আপনার আবাসস্থল। আল্লাহ তাআলা কিন্তু বলেননি, যদি আপনি মুমিন হোন তবে জান্নাত হবে আপনার আবাসস্থল। কেবল ঈমান আপনার জন্য জান্নাতের টিকেট নয়। বাস্তবতা, কেউ যদি শুধু মুখে, 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাহ ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' উচ্চারণ করে এবং এর বাইরে ইসলামের কোনো নেক আমল না করে, তা হলে সে মুসলিমই না! কেননা ঈমান হলো মুখের উচ্চারণ, অন্তরের বিশ্বাস করা এবং কাজের নাম।[৮০]

দ্বিতীয় কারণ :

কেন আপনি সালাত আদায় করেন না? এ প্রশ্নের জবাবে অনেকে আবার বলে, আল্লাহ তো আমাকে অনেক কিছু দেননি। আমার তো কিছুই নেই। আমি কেন সালাত আদায় করব?

এই উদ্ধত ও অকৃতজ্ঞ লোকেরা বস্তুবাদী চিন্তায় বন্দি হয়ে থাকে। এরা চিন্তা করে আমার তো লক্ষ-লক্ষ টাকা নেই, কিন্তু অমুকের আছে। ২০ বছর ধরে চাকরি করছি কিন্তু তবুও আমি কেন আমার অফিসের বস হলাম না? আল্লাহ তো আমাকে বেশি কিছু দিলেন না। এ ধরণের চিন্তা করা নির্বোধদের উচিত নিজেকে নিয়ে চিন্তা করা। নিজের দিকে তাকানো। আল্লাহ বলেছেন,

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ﴿٢٠﴾ وَفِي أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٢١﴾

"বিশ্বাসকারীদের জন্যে পৃথিবীতে নিদর্শনাবলী রয়েছে এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও, তোমরা কি অনুধাবন করবে না?"[৮১]

ওহে নির্বোধের দল! একবার নিজের দিকে তাকাও, নিজেকে নিয়ে চিন্তা করো। তোমার চোখ দিয়ে শুরু করো। তোমার কি চোখ আছে? দৃষ্টিশক্তি আছে? এটা তোমাকে কে দিল? এটা কি নিয়ামত হিসেবে যথেষ্ট না? তুমি যা চাও সেটাই তোমাকে দেওয়া হবে লক্ষ-লক্ষ টাকা, সুন্দরী বউ, কিংবা অফিসের সবচেয়ে বড়

[৭৯] সূরা আল-কাহাফ, ১৮ : ১০৭

[৮০] ঈমান আরবি শব্দ। যার অর্থ 'বিশ্বাস করা'। ইসলামি পরিভাষায় ঈমান হলো, অন্তরে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা এবং সে বিশ্বাস অনুযায়ী অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা আমল করা। তবে আমল ঈমানের মৌলিক অংশ কি না, এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ আছে। (সম্পাদক)

[৮১] সূরা আয-যারিয়াত, ৫১ : ২০-২১

পদ; যেটা নিয়ে তোমার আক্ষেপ সেটাই তোমাকে দেওয়া হবে, বিনিময় হিসেবে দিতে হবে তোমার দু-চোখ, তুমি কি রাজি হবে? ৫০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে তোমার দু-চোখ। রাজি হবে? আল্লাহর কসম! তুমি রাজি হবে না। তোমার চোখ-কান-নাক-মুখ এ-সবকিছু তোমাকে কে দিয়েছেন? নিজের চোখ দুটো বন্ধ করে একজন অন্ধ মানুষের জায়গায় নিজেকে ভাবার চেষ্টা করো। কানে তুলো গুজে কয়েক মিনিট চেষ্টা করো বধির মানুষদের অবস্থা বোঝার। আর তারপর বলো যে, আল্লাহ তোমাকে কিছুই দেননি। শুধু এগুলো না, প্রতিনিয়ত আল্লাহর দেওয়া অসংখ্য নিয়ামত তুমি ভোগ করছ। কিন্তু অকৃতজ্ঞ তুমি তা স্বীকার করো না। তাঁর শুকরিয়া আদায় করো না।

সবকিছুকে বস্তুবাদী চিন্তায় মাপার চেষ্টা কোরো না। কারণ আল্লাহ তোমার শরীর, তোমার সত্তায় যে নিয়ামতগুলো দিয়েছেন, দুনিয়ার সব সম্পদের বিনিময়েও সেগুলো তুমি বিক্রি করতে চাইবে না। এর সাথে যোগ করো অন্যান্য নিয়ামতগুলো। সারা বিশ্বজুড়ে কোটি-কোটি মানুষ আজ যখন যুদ্ধের ভয়াবহতা মাথার ওপর নিয়ে জীবন কাটাচ্ছে, তখন তুমি শান্তিতে রাতে ঘুমোতে পারছ। কোটি-কোটি মানুষ যেখানে ঘরহারা, তোমার মাথার ওপরে তখনও ছাদ আছে। তোমার পাশে আছে তোমার পরিবার। এ-সবকিছু পাওয়ার পরও তুমি কীভাবে বলো যে, আল্লাহ তোমাকে যথেষ্ট দেননি?

তুমি যদি কয়েক মাস বাসা ভাড়া না দাও, তা হলে বাড়ির মালিক কী করবে? তোমাকে ঘর থেকে বের করে দেবে। সময়মতো ভাড়া কিংবা বিল পরিশোধ না করলে তোমার বিদ্যুতের লাইন কেটে দেওয়া হবে। কেটে দেওয়া হবে গ্যাস, পানি আর ফোনের লাইন। জন্মের পর থেকে তুমি আল্লাহর দেওয়া নিয়ামত দৃষ্টিশক্তি দিয়ে দুনিয়াকে উপভোগ করছ। বছরে-পর-বছর ধরে তুমি সালাত আদায় করোনি। ধরে নাও, এ সালাত হলো এই দৃষ্টিশক্তি ব্যবহার করার ভাড়া। আমাদের শরীরের প্রতিটি অংশ একেকটি নিয়ামত। প্রস্রাব করার মতো একটি বিষয়, যাকে আমরা তুচ্ছ মনে করি, এটাও আল্লাহর নিয়ামত। এমনও মানুষ আছে যাদের কিডনিতে পাথর জমার কারণে তারা ঠিকমতো প্রস্রাব করতে পারে না। লক্ষ-লক্ষ টাকা খরচ না করে এই প্রস্রাব তাদের থেকে বের করা যায় না। এবং তারা সেটা খরচ করে। অথচ তুমি এটাকে তুচ্ছ মনে করো। তোমার শরীর থেকে প্রস্রাব বের হবার পুরো প্রক্রিয়া কতটা সূক্ষ্ম, কতটা জটিল, তা নিয়ে ভাবার সময় তোমার হয় না। এ নিয়ামতের জন্য তুমি শুকরিয়া আদায় করো না। চিন্তা করে দেখো, তোমার কি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত না?

গড়ে ৪ কোটি ২০ লক্ষ বার হৃদস্পন্দন ঘটে একজন মানুষের জীবদ্দশায়। এই হৃৎপিণ্ড কীভাবে জীবনভর চলতে থাকে, স্পন্দিত হয়, কীভাবে কাজ করে তা চিন্তা করলে তুমি বিস্মিত হয়ে যাবে। এটি তোমার প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত। যাদের হৃৎপিণ্ডে পেসমেকার লাগানো হয়, প্রতিবার ফোন ব্যবহার করার সময় পর্যন্ত তাদের সতর্ক থাকতে হয়। হয়তো এটা কোনোভাবে পেসমেকারকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে! কিন্তু তোমার হৃৎপিণ্ড তোমার অজান্তে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করতে থাকে জীবনভর। এটা কি সন্তুষ্ট হবার জন্য, আল্লাহর প্রশংসা করার জন্য, সালাত আদায় করার জন্য যথেষ্ট না? এতসব নিয়ামত ভোগ করার পরও যিনি এ নিয়ামতগুলো দিয়েছেন, তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কি মানুষ সালাত আদায় করবে না?

প্রতিদিন তোমার শরীরের ভেতরেই রক্ত বিশুদ্ধ করা হয় ছত্রিশ বার। যাদের কিডনি নষ্ট হয়ে যায় তাদের শরীরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে রক্ত পরিষ্কার হবার এ প্রক্রিয়াটা বন্ধ হয়ে যায়। এমন কোনো রোগীর কাছে গিয়ে দেখো তারা কোন অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। তাদেরকে সপ্তাহে কমপক্ষে ৩ বার হাসপাতালে যেতে হয়। তাদের শরীর-থেকে-বের-করা-রক্ত একটা মেশিনের একদিক দিয়ে ঢুকে অন্য দিক দিয়ে বের হয়ে আসে, এবং তারপর আবার তাদের শরীরে প্রবেশ করে। তারা ক্লান্ত ও দুর্বল হয়ে পড়ে। শুকিয়ে যায়। বাসা থেকে বের হয়ে গাড়ি পর্যন্ত যেতে তাঁরা হাঁপিয়ে উঠেন, অনেকে অজ্ঞানও হয়ে যান। অথচ তোমার শরীরের ভেতরেই প্রতিদিন স্বয়ংক্রিয়ভাবে ছত্রিশবার এ প্রক্রিয়াটা চলছে। এই নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতায় ফজরের সালাত আদায় করা কি খুব বেশি কিছু হয়ে যায়?

দৃষ্টির নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতায় যুহরের সালাত আদায় কি খুব চড়া দাম হয়ে যায়? আল্লাহ তোমাকে শ্রবণশক্তির নিয়ামত দিয়েছেন, তুমি তাঁর আদেশ অনুযায়ী আসরের সালাত কি আদায় করবে না? আল্লাহ তোমাকে কথা বলার শক্তি দিয়েছেন, মুখ দিয়েছেন, তুমি তাঁর সন্তুষ্টির জন্য মাগরীবের সালাত আদায় করতে পারবে না? হাত-পা, চলা-ফেরার শক্তি যে আল্লাহ তোমাকে দিয়েছেন, তুমি কি তাঁর জন্য ঈশার সালাত আদায় করতে পারবে না? একজন প্যারালাইজড লোকের কথা চিন্তা করো আরেকজন মানুষের সাহায্য ছাড়া সে বিছানা থেকে উঠে টয়লেটে যাবার মতো ছোট্ট একটা কাজ করতে পারে না। নিজেকে সে পরিষ্কার করতে পারে না। কিন্তু একই কাজ তুমি এতটা সহজভাবে করতে পারো যে, হয়তো কখনও এটা চিন্তাও তুমি করো না। কে তোমাকে এ ক্ষমতাগুলো দিয়েছেন? আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন।

যদি তুমি খুব কৃপণ আর হিসেবী হও, যদি সবকিছুর দাম যাচাই করে দেখতে

চাও, যদি চাও ইবাদতের ব্যাপারে দর কষাকষি করতে, তা হলে প্রতিদিন যে নিয়ামতগুলো উপভোগ করছ সেগুলোর দাম যাচাই করো। তারপর বলো, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এ নিয়ামতগুলোর ভাড়া হিসেবে খুব বেশি হয়ে যায়?

তৃতীয় কারণ :

আপনি কেন সালাত আদায় করেন না?

এ প্রশ্নের জবাবে অনেকে আবার বলে, আমার সময় নেই।

সময় নেই!

আল্লাহ আপনাকে দৈনিক ২৪ ঘণ্টা সময় দিয়েছেন। চব্বিশ ঘণ্টা ধরে প্রতিটি নিশ্বাসের সাথে আপনি তাঁর নিয়ামত ভোগ করছেন। আপনার এ জীবনটাই আল্লাহর দেওয়া। কিন্তু তবুও চব্বিশ ঘণ্টা থেকে আধা ঘণ্টা সময় আপনি আল্লাহর আদেশ পালনের জন্য ব্যয় করতে পারছেন না? সাড়ে তেইশ ঘণ্টা সময় আপনি পাচ্ছেন নিজের জন্য। অথচ আপনি আল্লাহকে আধা ঘণ্টা সময়ও দিতে পারছেন না?

চতুর্থ কারণ :

আপনি কেন সালাত আদায় করেন না?

এ প্রশ্নের জবাবে অনেকে বলে, আমি সালাত আদায় করি না কারণ আমি গুনাহগার বান্দা। হয়তো কেউ ক্লাবে যায়, মদ খায়, যিনা করে, কিংবা কোনো নারী হয়তো পর্দা করে না। সে মনে করে, যেহেতু সে গুনাহগার তাই সালাত পড়ে কী হবে। দেখুন, মানুষ একে অপরের সাথে যেভাবে আচরণ করে আল্লাহ মানুষের সাথে সেভাবে আচরণ করেন না। একটি গুনাহের কারণে আল্লাহ তাআলা (বান্দার) ভালো একটি কাজকে বাতিল করে দেন না। মানুষ কোনো গোনাহ করলে, সেটা তার আমলনামার বাম পাশে লিপিবদ্ধ হয়। ভালো কাজ করলে সেটা যায় ডান পাশে। আপনি একদিকে গুনাহ করছেন, অন্যদিকে সালাত আদায় না করে ক্ষমা পাওয়ার রাস্তা বন্ধ করে দিচ্ছেন, এটা কি বুদ্ধিমানের কাজ? নাকি গুনাহ করা সত্ত্বেও (যেটা ইন-শা-আল্লাহ আপনি ছেড়ে দেবেন) সালাত আদায় করে যাওয়া উচিত? এ কারণে যারা ক্রমাগত গুনাহ করে, তাদের উচিত শক্তভাবে সালাতকে আঁকড়ে ধরা।

আমি কাউকে গুনাহ করতে বলছি না, আমি এটাও বলছি না যে গুনাহ করতে থাকুন, সালাত পড়ে নিলেই হবে। কিন্তু কেউ যদি কোনো কারণে এই মুহূর্তে

গুনাহ ছাড়তে না পারে, সেক্ষেত্রেও তাকে সালাত আদায় করতে হবে। আল্লাহর রহমতের ব্যাপারে হতাশ হওয়া যাবে না। একেবারে গুনাহ বন্ধ করে সালাত আদায় শুরু করব, এমনটাও মনে করা যাবে না। সালাত জারি রাখতে হবে।

আমি যা বোঝাতে চাচ্ছি, নিচের ঘটনা থেকে সেটা বুঝতে পারবেন। একটি ঘটনায় আছে। একবার সাহাবিগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মাঝে এমন ব্যক্তি আছে, এমন কোনো গুনাহ নেই যা সে করেনি। সে আপনার পেছনে সালাত আদায় করে, দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে উপস্থিত হয়।

মূলত তাঁরা বলছিলেন, এই ব্যক্তি প্রতারণা করছে। সে একদিকে সব গুনাহ করে, অন্যদিকে এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পেছনে সালাত আদায় করে। তাকে এখান থেকে বের করে দেওয়া দরকার। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাকে ছেড়ে দাও, একদিন তার সালাতই তাকে বাধা দেবে।

সালাত একসময় তাকে বাধা দেবে। কেউ হয়তো এখন গুনাহ করছে কিন্তু যদি সে সালাতকে ধরে রাখে, তা হলে একসময় সালাত তাকে গুনাহ থেকে বের করে আনবে। একজন মুসলিম যে গুনাহ-ই করুক না কেন, কোনো অবস্থাতেই সে সালাত ছাড়তে পারবে না। যদি গুনাহগার বান্দা সালাত আদায় করে, তা হলে তার আমলনামায় গুনাহ থাকবে নেকিও থাকবে। কিন্তু গুনাহগার বান্দা সালাত আদায় না করলে, তার আমলনামায় গুনাহ ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।

তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, তাকে ছেড়ে দাও, তার সালাত তাকে একদিন বাধা দিবে। যদিও এই ব্যক্তি গুনাহগার হিসেবে পরিচিত ছিলেন তবুও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যান্য সাহাবাকে আদেশ দিলেন, ওই ব্যক্তিকে সালাত আদায় করতে দিতে। হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন, পরবর্তীকালে এই ব্যক্তি সর্বোত্তম সাহাবিদের একজনে পরিণত হয়েছিলেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে এক লোক বললেন যে, একজন নারীর সাথে তিনি শারীরিকভাবে ঘনিষ্ঠ হয়েছেন। তিনি ওই নারীর সাথে মিলিত হননি কিন্তু তাদের মধ্যে কিছুটা শারীরিক অন্তরঙ্গতা হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আমার কী করা উচিত? তিনি আসলে জানতে চাচ্ছিলেন তাকে কি পাথর ছুড়ে হত্যা করা হবে, বা অন্য কোনো শাস্তি দেওয়া হবে কি না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে তখন এ প্রশ্নের উত্তর ছিল না। আল্লাহর পক্ষ থেকে এ-সময় ওহি নাযিল হলো,

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ ﴿١١٤﴾

"আর দেখো, সালাত কায়েম করো দিনের দু-প্রান্তে এবং রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হবার পর। আসলে সৎকাজ অসৎকাজকে দূর করে দেয়। এটি একটি স্মারক তাদের জন্য, যারা আল্লাহকে স্মরণ রাখে।"[৮২]

ইন-শা-আল্লাহ আপনার সালাত আপনার সগীরা গোনাহগুলো মুছে দেবে। আপনি গুনাহ করেন, তাই বলে নিজের গর্ত নিজে খুঁড়বেন না। আলিমদের একটি মত অনুযায়ী যারা সালাত আদায় করে না, তারা মুসলিম না। এই মত অনুসারে এমন ব্যক্তি যখন আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে তখন তার কোনো ভরসা থাকবে না। অন্যদিকে, যে গুনাহগার ব্যক্তি সালাত আদায় করে, গুনাহ সত্ত্বেও সে মুসলিম। এবং তার আখিরাতে পরিত্রাণের আশা আছে। কারণ আমরা জানি আখিরাতে একজন মুসলিমের সর্বোচ্চ শাস্তি হলো, আল্লাহ তাকে মাফ না করলে প্রথমে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে, তারপর তাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে।

পঞ্চম কারণ :

অনেকে বলে, যখন আল্লাহ তাউফিক দেবেন তখন সালাত আদায় করব!

তাদের প্রশ্ন করুন, আপনি কি ক্লাসে বা অফিসে যান? তারা বলবে, হ্যাঁ।

তারপর বলুন, ঠিক আছে। তা হলে আপনি বাড়িতে বসে থাকুন, যখন আল্লাহর ইচ্ছা হবে তখন তিনি আপনার কাছে ডিগ্রি পাঠিয়ে দেবেন। বাসায় বসে থাকুন, যখন আল্লাহ চাইবেন আপনার বাড়ির পেছনের আঙ্গিনায় সোনা বা রূপার পাহাড় তৈরি করে দেবেন, অথবা টাকার বৃষ্টি এনে দিবেন।

এ-কথার জবাবে কেউ কি বলবে, ঠিক আছে আমি এখন থেকে বাড়িতেই বসে থাকব? কেউই এমনটা বলবে না। আমরা নিজের পক্ষ থেকে সাধ্যমতো চেষ্টা করব এবং আল্লাহর ওপর ভরসা করব। আমরা কেউ বাসায় বসে ডিগ্রি পাবার আশা করি না। কেউ আশা করি না যে আমরা আরাম করে বিছানায় শুয়ে থাকব আর টাকা অটোম্যাটিক আমার কাছে পৌঁছে যাবে।

হিদায়াতের ব্যাপারটাও এমন। আপনি নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকবেন আর বলবেন,

[৮২] সূরা হূদ, ১১ : ১১৪

আল্লাহ পথ দেখালে আমি ভালো হব; এটা হবে না। আপনার চেষ্টা করতে হবে। সত্যের দিকে এক পা হলেও নিজে থেকে আগাতে হবে। আপনি পা বাড়ান আর আল্লাহর ওপর ভরসা করুন। যদি আপনি স্বেচ্ছায় সত্যের দিকে অগ্রসর হতে চেষ্টা করেন, তা হলে আল্লাহ আপনাকে পথ দেখাবেন। যদি আপনি বাতিলের দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করেন, আল্লাহ আপনাকে পথভ্রষ্ট করবেন।

আল্লাহই হিদায়াত দেন, এবং তিনিই গোমরাহ করেন। আল্লাহ যুলুম করেন না। তিনি তখনই মানুষকে পথভ্রষ্ট করেন যখন মানুষ পথভ্রষ্টতাকে বেছে নেয়। আল্লাহ আপনাকে বিবেচনাবোধ দিয়েছেন, বুদ্ধি দিয়েছেন, হক ও বাতিল স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তাই আপনি যদি হিদায়াতের দিকে আগান তা হলে আল্লাহ আপনাকে এ পথে চালিত করবেন। যদি আপনি গোমরাহিকে বেছে নেন তা হলে তিনি আপনাকে গোমরাহ করবেন।

আপনি তো রোবট নন। আপনার বিচারবুদ্ধি আছে, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আপনাকে দেওয়া হয়েছে। সময় পেলে আপনি কোনো হালাকাতে যেতে পারেন, সালাত আদায় করতে পারেন, কুরআন তিলাওয়াত করতে পারেন। অথবা আপনি কোনো ক্যাসিনো, বার কিংবা ডেইটে যেতে পারেন। কেউ আপনাকে শেকলে বেঁধে বার, ক্লাব কিংবা ক্যাসিনোতে নিয়ে যাবে না। যে বারে যাচ্ছে, সে স্বেচ্ছায়, স্বাধীনভাবে সেখানে যাচ্ছে। যে মসজিদে যাচ্ছে সেও স্বেচ্ছায়, স্বাধীনভাবে যাচ্ছে।

আল-হামদু-লিল্লাহ এই এলাকায় যারা নিজেদের মুসলিম দাবি করে তাদের কাউকে আমি সালাতের দিকে আনতে ব্যর্থ হইনি। একটা ব্যতিক্রম ছাড়া। এক উদ্ধত এবং একগুঁয়ে পরিবার ছিল। কখনও তাদের সাথে আমার পরিচয় না হলেই হয়তো ভালো হতো। এই পরিবারের লোকেরা নিজেদের জাহির করতে খুব ভালোবাসতো। কিন্তু যার ঈমান নেই, হৃদয়ে তাকওয়া নেই, তার জাহির করার মতো আসলে কিছু নেই। কী নিয়ে অহংকার করবেন? ভালো ডিগ্রি? দুনিয়াবর্তি এমন অনেক কাফির এবং মুসলিম আছে যাদের আপনার চেয়েও বড় ডিগ্রি আছে। আপনার অনেক সম্পদ আছে? আপনি কোটিপতি? আপনার চেয়েও ধনী অনেক লোক আছে। এ নিয়ে অহংকারের কিছু নেই। আপনি নিজেকে অনেক সুন্দর মনে করেন? কিন্তু এমন অনেক মানুষ আছে যারা দেখতে আপনার চেয়েও অনেক বেশি সুন্দর। কেবল ঈমান, তাকওয়া ও সালাতের দ্বারাই মানুষ সম্মানিত হয়। যদি আপনি সালাত আদায় না করেন তা হলে আপনার উচিত লজ্জায় ধুলোয় নিজের মুখ লুকানো।

আমি যাদের কথা বলছি তারা দেখতে সুন্দরও ছিল না, তাদের সম্পদও ছিল না।

দুনিয়াবি বিচারে তেমন কিছুই তাদের ছিল না। তারা ছিল হতাশ, অলস এবং স্থূলকায়। কিন্তু যখন তাদেরকে সালাতের দিকে আহ্বান করা হলো, তখন তাদের একজন নিজের ভুড়িতে থাপ্পড় দিয়ে, ঢেকুর তুলে বলল, আল্লাহ যখন চান তখন আমাকে হিদায়াত করবেন।

তারপর তার বাবা এসে বলল, আমার ছেলেকে সালাতের কথা বলার তুমি কে? কোনো একদিন তারা সালাত আদায় করা শুরু করবে। তুমি আমার সন্তানদের এসব বলার কে?

অথচ আমরা তাদের জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে চাচ্ছি। আমরা তাদেরকে বাঁচাতে চাচ্ছি *গাইয়ুন, ওয়াইল, সাকার* থেকে। রক্ষা করতে চাচ্ছি ফেরাউন ও হামানের সঙ্গী হওয়া থেকে, কুফর থেকে।

তারপর ওই পরিবারের দাদি বের হয়ে এসে বলা শুরু করল, কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, তিনি যখন চান তখন হিদায়াত দেন। এই বলে সে কুরআনের আয়াত বলা শুরু করল।

হ্যাঁ, আল্লাহ যখন চান হিদায়াত দেবেন। কিন্তু কাদের দেবেন? ওই মানুষদের, যারা হিদায়াত পেতে চায়। আপনি জীবনভর দিনের চব্বিশ ঘণ্টা মদের দোকানে বসে কাটিয়ে দেবেন, আর বলবেন আল্লাহ যখন চান তখন আমাকে হিদায়াত করবেন! এটা কি কুরআনের শিক্ষা?

অবশ্যই না। আপনি সঠিক দিকে আগানোর চেষ্টা করতে হবে। আপনার আন্তরিকভাবে সালাত আদায়ের নিয়ত করতে হবে। আপনি ইমামের কাছে যান, তাকে বলুন, সালাত কীভাবে আদায় করতে হয় তা শেখাতে। তারপর দেখবেন কীভাবে আল্লাহ আপনার জন্য বাকিটুকু সহজ করে দেন এবং আপনার জীবনকে পরিবর্তন করে দেন। একই কথা প্রযোজ্য বিপরীত পথের ক্ষেত্রেও। কাজেই এটি একটি সুস্পষ্ট ভুল ধারণা। তবে কেউ যদি এভাবে নিজেকে বোকা বানাতে চায়, তা সে করতে পারে।

ষষ্ঠ কারণ :

অনেকে বলে, এখন আমার বয়স কম। যখন বৃদ্ধ হব, যখন হাজ্জ করব, যখন বয়স ষাট হবে তখন সালাত আদায় করব।

আপনি কি জানেন আপনি ষাট বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন? আমি আগেই বলেছি

যদি আগামীকাল কী হবে তা আপনি জানেন, যদি আপনার হায়াত আপনার জানা থাকে, কিংবা আপনি নিশ্চিতভাবে জানেন যে আপনি চিরকাল বেঁচে থাকবেন তা হলে সালাত কেন, এ লেখাগুলো পড়ারও কোনো দরকার আপনার নেই। আমাদের এ কথাগুলো শুধু ওই সব লোকদের জন্য যারা বিশ্বাস করে যে, একদিন তাদের মরতেই হবে। যারা বিশ্বাস করে মৃত্যু কখন আসবে তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না।

আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি, যখন মানুষের কোনো আপনজন মারা যায় তখন তারা সালাতের প্রতি মনোযোগী হয়। আমাদের এখানে ১৬-১৭ বছরের এক কিশোর মারা গিয়েছিল গাড়ি দুর্ঘটনায়। তখন সবাই এসে আমাদের প্রশ্ন করছিল, শায়খ কীভাবে সালাত আদায় করতে হয়? আমাদের শেখান। কারণ এ-সময় তারা দেখেছিল, অনুধাবন করেছিল যে মৃত্যু আসতে পারে যে-কোনো সময়, যে-কারও জন্যে। ঠিক এই মুহূর্তে আপনি যে শ্বাস নিচ্ছেন, এই শ্বাসত্যাগ করার জন্যে যে আপনি বেঁচে থাকবেন তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। ঠিক এখন, এই মুহূর্তে আপনার হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

হয়তো আগামীকাল আপনি জানবেন আপনি দুরারোগ্য কোনো অসুখে আক্রান্ত। এমন হলে, আল্লাহকে কী বলবেন? হে আল্লাহ! অসুখ হয়েছে জানার পর সালাত ধরেছি! কাছের কোনো ক্যান্সার হাসপাতালে রোগীদের সাথে কথা বলে দেখুন। দেখবেন এই রোগীদের মধ্যে শিশু, কিশোর থেকে শুরু করে থুড়থুড়ে বৃদ্ধ পর্যন্ত আছে। তাদেরকে প্রশ্ন করুন, আপনি কি কখনও ভেবেছিলেন আপনার ক্যান্সার হবে?

কবরস্থানে যান, সমাধিফলকগুলোর দিকে তাকান। একবার আমাদের পরিচিত একজন ভাইকে দাফন করার সময় কাছাকাছি আরেকটি কবরের কাছে কালো-পোশাক-পরিহিতা একজন নারী দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাদের কাজ শেষ হবার পর কবরটির কাছে গেলাম। সমাধিফলকের লেখা থেকে হিসেবে করে দেখলাম যে, কবরে শায়িত মেয়েটি মারা গেছে ১৬ বছর বয়সে। কালো পোশাকের মহিলাটি ছিল তার মা। মেয়ের সমাধিফলকে তিনি লিখেছিলেন, ‘যে ফুল কখনও ফুটেনি’।

আপনি কি জানেন, আপনার ফুল ফোটার সুযোগ পাবে কি না? আপনি কি নিশ্চিত জানেন? যার বয়স আজ ১৬, সে কি জানে ১৭ পর্যন্ত সে বেঁচে থাকবে কি না? আজ মানুষের গড় আয়ু ষাটের কাছাকাছি, যার অর্থ অধিকাংশ মানুষ মারা যায় ষাটের আশেপাশে। কিন্তু আপনি কি নিশ্চিত জানেন যে, আপনি ষাট বছর বয়স

পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন? না। সারা দুনিয়াতে প্রতিদিন অনেক দুর্ঘটনা ঘটে, অনেক মানুষ মারা যায় রোগে ভুগে। কোনো কিছুরই নিশ্চয়তা নেই। অল্পবয়সে যারা মারা গেছে তাদের কেউ কি ভেবেছিল, এত কম বয়সে তাদের দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে? তাদের পরিবারের লোকেরা কি ভেবেছিল? কবরস্থানে আপনজনের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে যারা কাঁদছে, তারা কি ভেবেছিল এত শীঘ্রই এমন অবস্থার মুখোমুখি তাদের হতে হবে?

تزود من الدنيا فإنك لا تدرى *
اذا جن الليل هل تعيش إلى الفجر
فكم صحيح مات من غير علة *
وكم من سقيم عاش حينا من الدهر

দুনিয়া থেকেই সঞ্চয় করো পরকালের পাথেয়,
আগামী গোধূলি পাবে কি না, তুমি জানো না তো!
অকারণেই কত সুস্থ মানুষ পরপারে চলে গেছে,
অথচ কত অসুস্থ জন যুগ যুগ ধরে বেঁচে আছে।

আমাদের এক প্রতিবেশী ছিলেন, যার কোনো শারীরিক সমস্যা ছিল না। সুস্থ, স্বাভাবিক, স্বাস্থ্যবান মানুষ। কিন্তু তার স্ত্রীর সব সময় কোনো-না-কোনো অসুখ লেগেই থাকত। মনে হয় এমন কোনো অসুখ নেই যা তার স্ত্রীর ছিল না। প্রতিবার অ্যাম্বুলেন্স আসার পর আমরা ভাবতাম এবার হয়তো হাসপাতাল থেকে মহিলার লাশ আসবে। এটা আমি হাই-ইসকুলে পড়ার সময়কার কথা। তো এর মাঝে একবার আমরা দেশে ঘুরতে গেলাম। এসে দেখি ভদ্রলোক মারা গেছেন, এবং স্ত্রী বেঁচে আছেন। পরে তাকে একটি নার্সিং হোমে রাখা হয়। আমরা মনে করেছিলাম এই মহিলার আয়ু শেষ, কিন্তু তিনি এর পর অনেকদিন বেঁচে ছিলেন। অন্যদিকে সুস্থ, সবল মানুষটি যেন হঠাৎ করেই মারা গেলেন।

وكم من صغار يرتجى طول عمرهم *
وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر

কত তরুণ দীর্ঘ দিন বাঁচবে ভেবেছিল।

আহ! তারুণ্য না ফুরোতেই কবরের আঁধারে যেতে হলো।

লোকেরা বলত, ওহ! সে তো ইঞ্জিনিয়ার-ডাক্তার হবে। অমুক কলেজে যাবে আর অমুক চাকরি করবে।

আর (এখন) তাদের দেহগুলো প্রবেশ করেছে কবরের অন্ধকারে।

وكم من عروس زينوها لزوجها
وقد نسجت أكفانها وهى لا تدرى

"কত নববধূ হবু স্বামীর জন্য সজ্জিত হয়েছে!
জানে না সে, ইতঃপূর্বেই তার কাফনের কাপড় বুনা শেষ হয়েছে।

নববধূ যেমন বুকভরা আশা নিয়ে নতুন জীবন শুরু করে, তেমনিভাবে আমরা মানুষের ব্যাপারে অনেক কিছু ভাবী। আমাদের অনেক প্রত্যাশা থাকে।

> "একদিকে তার বিয়ের পোশাক বোনা হচ্ছে, অপরদিকে অন্য তার জন্য বানানো হচ্ছে কাফনের কাপড়, অথচ সে জানে না!"

আমরা জানি না আমাদের মৃত্যু কখন আসবে, তাই এ জীবনে, আল্লাহর ইবাদত করে নিতে হবে।

الموت يأتى بغتة والقبر صندوق العمل

মরণ আচমকাই আসবে জেনে রাখো
কবরকে আমল জমানোর সিন্দুকরূপে গ্রহণ করো।

আখিরাতের জন্য সর্বনিম্ন যা আপনি প্রস্তুত করতে পারবেন তা হলো সালাত, আর আখিরাতে মুক্তি পেতে চাইলে এটুকু করতেই হবে। সালাত ঠিক থাকলে তারপর আপনি সদাকা এবং অন্যান্য নেক আমলে যাবেন। কিন্তু সব সময় সালাত ঠিক রাখতেই হবে।

সপ্তম কারণ :

অনেকে বলে, আমি সালাত আদায় করি না কারণ আমি জানি না কীভাবে সালাত আদায় করতে হয়। আর সালাত আদায় করা যে ফরজ, এটা আমার জানা ছিল না।

ঠিক আছে, যদিও আসলেই কেউ না জেনে থাকেন তা হলে এই লেখা পড়ার পর আপনি জানলেন। সালাত আদায় না করা কতটা ভয়ঙ্কর, কতটা গুরুতর অপরাধ সেটা এখন ভালোমতো আপনি বুঝতে পেরেছেন। আর সালাত আদায় করার পদ্ধতি যদি আপনার জানা না থাকে, তা হলে সেটা কোনো সমস্যা না। এটা খুব সহজ, এবং খুব সহজেই শেখা যায়।

অনেকে হয়তো বলতে পারেন আমি সূরা ফাতিহা পারি না, কিংবা তাশাহহুদ পারি না। সম্ভবত পুরো সালাতের মধ্যে তাশাহহুদ আয়ত্ত করাটাই তুলনামূলকভাবে একটু কঠিন। যারা এগুলো জানেন না, তারা প্রথমে নিচের ঘটনাটির প্রতি লক্ষ করুন।

একব্যক্তি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বললেন, আমি কুরআনের কোনো কিছু মনে রাখতে পারছি না। সুতরাং আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন, সালাতে যা আমার জন্য যথেষ্ট হবে। রাসূল সল্লাল্লাহু আলিইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি বলবে,

سُبْحَانَ اللهِ .وَالْحَمْدُ لِلهِ . وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে “সুবহানআল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুউয়াতা ইল্লা বিল্লাহ” বলার অনুমতি দিলেন।[৮৩]

তাই কীভাবে সালাত আদায় করতে হয় তা না জানলে, সালাতের রুকু, সিজদা ইত্যাদি খুব অল্প সময়ে আপনি শিখে নিতে পারবেন। দু মিনিট লাগবে হয়তো। আর যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আয়াত এবং তাসবীহ শিখতে পারছেন না, ততক্ষণ সুবহানআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার বলার অনুমতি আছে। এমনকি আপনি যদি চুপ থেকে কিয়াম, রুকু, সিজদা ঠিকঠাক আদায় করেন এবং সালাতের অন্যান্য বিষয়গুলো শেখার চেষ্টা চালিয়ে যান, সেটাও সালাত আদায় না করার চেয়ে অনেক গুণে উত্তম। এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি।

একটি জিনিস পরিষ্কার বুঝতে হবে। সালাত আদায় করতে জানি না, এটা বলে হাত-গুটিয়ে-বসে-থাকা যাবে না। সালাত আদায় শুরু করতে হবে এবং যা যা শেখার আছে সেগুলোর জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই সালাত আদায় করা বন্ধ করা যাবে না। এটা ফরজ।

[৮৩] আহমাদ, আল-মুসনাদ : ১৯১১০

কেউ কি কখনও বলবে, আমি গাড়ি চালানো শিখতে চাই না, কিন্তু ড্রাইভিং লাইসেন্স চাই? গাড়ি চালাতে না শিখলে আপনি কি লাইসেন্স পাবেন? এ কারণেই কষ্ট করে, সময় দিয়ে ড্রাইভিং শিখে নিতে হয়। তরুণরা খুব উৎসাহের সাথেই এ কাজগুলো করে। একই উৎসাহ নিয়ে সালাতের কাছে আসুন, শিখুন। দেখবেন এটা শেখা কত সোজা। ঠিক এই মুহূর্তে শুরু করুন। ওজুর পদ্ধতি শিখে নিন। আর সালাতের মাঝে যা যা পড়তে হয় সেটা যদি এই মুহূর্তে শেখা শেষ না হয়, তা হলে সুবহানআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার বলুন। প্রাথমিক পর্যায়ে এটুকুতে আপনার সালাত আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু কোনোভাবেই সালাত ছাড়া যাবে না।

উপসংহার :

আলহামদুলিল্লাহ সালাত সম্পর্কে এ আলোচনা পড়ার সুযোগ আল্লাহ আপনাকে দিয়েছেন। এখন প্রশ্ন হলো, আপনি কী করবেন?

আসলে এ কথাগুলোর জানার পর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া ও তাওবা করা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প পথ আমাদের সামনে নেই। জেনে রাখুন, আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসেন। আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসেন দেখেই মৃত্যুর আগে তিনি আপনাকে এ কথাগুলো জানার সুযোগ করে দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ। সালাত আদায়কারী হিসেবে মৃত্যুবরণ করার সুযোগ আল্লাহ আপনাকে দিয়েছেন। আল্লাহ চেয়েছেন দেখেই আজ, এই মুহূর্তে আপনি এ লেখাগুলো পড়ছেন।

সবচেয়ে আশার বিষয় হলো, আল্লাহ ক্ষমা করেন। আল্লাহ আমাদের বলেছেন তার ক্ষমার ব্যাপারে নিরাশ না হতে। তাই আপনার এখন কী করতে হবে তা ভালোমতো বুঝে নিন।

প্রথমত আপনার তাওবা করতে হবে। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান, (বলুন হে আল্লাহ! আমার অতীতের জন্য, সালাত আদায় না করার জন্য আমি অনুতপ্ত। আমি আজ, ঠিক এই মুহূর্ত থেকে শুরু করতে চাই। এই মুহূর্ত থেকে আমি সালাত আদায় করা শুরু করব। আমি একে আঁকড়ে রাখব এবং কখনও সালাত আদায় করা বন্ধ করব না।

আপনি যদি আন্তরিকভাবে এ তিনটি কাজ করেন অতীতের জন্য তাওবা, এখনই সালাত আদায় শুরু করা, এবং ভবিষ্যতেও সালাত আদায় চালু রাখার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা করা, তা হলে আল্লাহ আপনার অতীতের গুনাহগুলোকে নেকিতে পরিণত

করে দেবেন।

(অতীতের ব্যাপারে অনুশোচনা, এখনই সালাত আদায় শুরু করা এবং ভবিষ্যতেও নিয়মিত সালাত আদায় করতে থাকার প্রতিজ্ঞার কারণে), আল্লাহ আপনার পূর্বের সমস্ত গোনাহকে নেকিতে পরিবর্তন করে দেবেন।

إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَـٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّـهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّـهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٧٠﴾

"কিন্তু যারা তাওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের গোনাহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৮৪]

যখন আপনি অনুতপ্ত হবেন, আল্লাহর কাছে তাওবা করবেন, তিনি আপনার গুনাহগুলোকে নেকিতে পরিণত করে দেবেন। এমনই হলো আমাদের রবের দয়া। তাই এখনই তাওবা করুন এবং আল্লাহর কাছে ফিরে আসুন, এবং প্রতিজ্ঞা করুন আর কখনও কোনো সালাত ছাড়বেন না, আর কখনও কোনো সালাত কাযা করবেন না।

[৮৪] সূরা আল-ফুরকান, ২৫ : ৭০

পাঠকের পাতা

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

আমাদের প্রকাশিত বইসমূহ

১) সালাত : নবিজির শেষ আদেশ, শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল

২) কারাগারের চিঠি, ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা

৩) আস সারিমুল মাসলুল, ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা

আমাদের প্রকাশিতব্য বইসমূহ

১) মিল্লাতু ইবরাহীম, শাইখ আবু মুহাম্মাদ

২) মুখতাসার আল ফাওয়ায়েদ, ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম

৩) আল্লাহর সন্তুষ্টির সন্ধানে, শাইখ ড. নাজীহ ইবরাহীম

৪) কোয়ান্টাম মেথড, মাওলানা মুহাম্মাদ আফসারুদ্দীন

৫) মুর্জিয়াদের সংশয় নিরসন, শাইখ আবু মুহাম্মাদ

৬) মাইলস্টোন, সাইয়্যেদ কুতুব

৭) দাওয়াতী কাজে মনোবিজ্ঞান, শাইখ আব্দুল্লাহ আল খাতির

৮) মিউজিক : অন্তরের মদ, শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল

৯) আসহাবুল উখদুদের ঘটনা, শাইখ রিফায়ী সুরুর

১০) ইসলামি আকীদা, শাইখ আবু মুহাম্মাদ

শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীলের জন্ম যুক্তরাষ্ট্রে। শৈশবের বেশ কিছু সময় মদীনায় কাটান তিনি। সেখানেই এগারো বছর বয়সে কুরআন হিফয সম্পন্ন করেন। বুখারি ও মুসলিম মুখস্থ করেন হাইস্কুল পাশ করার আগেই। এরপর কুতুবুস সিত্তাহ'র বাকি চারটি গ্রন্থও মুখস্থ করেন। তিনি মদীনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শরিয়াহ'র ওপর ডিগ্রি নেন। এরপর যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে জুরিস ডক্টর ডিগ্রি ও আইনের ওপর মাস্টার্স সম্পন্ন করেন। শাইখ বিন বায ﵀, শাইখ ইবনে উসাইমিন ﵀, শাইখ হামুদ বিন উকলা আশ-শুয়াইবি, শাইখ ইহসান ইলাহি জহির ﵀-সহ আরবের বহু প্রতিথযশা আলিমদের কাছ থেকে ইলম অধ্যয়ন করেন তিনি। শাইখ সফিয়ুর রাহমান মুবারকপুরি ﵀-এর অধীনে আহমাদ মূসা জিবরীল দীর্ঘ পাঁচ বছর অধ্যয়ন করেন। শাইখ জিবরীলের ইলম থেকে উপকৃত হবার জন্য শাইখ বিন বায ﵀ আমেরিকায়-থাকা সওদি ছাত্রদের উৎসাহিত করতেন। শাইখ বিন বায ﵀ আহমাদ মূসা জিবরীলকে 'শাইখ' হিসেবে সম্বোধন করতেন। হক প্রকাশে আপসহীন এই আলেমে দ্বীন বহুবার আমেরিকান সরকারের রোষানলে পড়েছেন। তবুও সত্য প্রচারে পিছপা হননি। সত্যের পথে অটল থাকার কারণে আমেরিকান সরকার তাকে নজরবন্দি করে রেখেছে।

দিনটি ছিল সোমবার। এ দিনেই রাসূল ﷺ দুনিয়া ছেড়ে তাঁর রবের কাছে চলে যান। ইন্তেকালের পূর্ব-মুহূর্তে তিনি আমাদের জন্য কী উপদেশ দিয়েছিলেন, জানতে চান? আনাস رضي الله عنه বলেছেন, নবী ﷺ সর্বশেষ যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা হলো, 'الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ—সালাত, সালাত।'

আপনার পিতা-মাতা মৃত্যুর আগ-মুহূর্তে যে নির্দেশটি দিয়ে যাবেন, আপনি সেটাকে অবশ্যই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে ধরে নেবেন, তাই না? তা হলে চিন্তা করুন, নবী ﷺ সর্বশেষ যে কথাটি বলেছেন সেটা আমাদের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ। একবার চিন্তা করুন, নবী ﷺ যখন 'সালাত, সালাত' শব্দগুলো উচ্চারণ করছিলেন তখন মৃত্যু-যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়েছিলেন তিনি। তবুও শেষ ওসিয়ত হিসেবে আমাদের জন্যে তিনি সালাতের নির্দেশ দিয়ে যান। আর আপনি নবীজির সেই শেষ নির্দেশ পালনে অবহেলা করছেন, অলসতা করছেন! কতই-না আফসোস আপনার জন্য!